৫০৫৭

লীলাময়ী।

উপন্যাস।

['যমুনা' মাসিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।]

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার-প্রণীত।

কলিকাতা,—১৬৩ নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট,
গ্রেট টাউন প্রেসে
শ্রীশরৎকুমার সেনদ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭।

প্রথম—১০০০।

Printed & Published by S. C. SEN,
163, Musjeedbari Street, CALCUTTA.

নিবেদন

পাঠকবর্গ সমীপে—

এবার কিছুদিন বিলম্ব হইয়াছে—স্বইচ্ছায় সেটা করিয়াছিলাম—কোন কোন ব্যাঘাতও পড়িয়াছিল। ভণ্ডের ভণ্ডামীতে, জুয়াচোরের জুয়াচুরিতে, বাচালের বাচালতায়, মনের দুঃখে, চিরবিদ্বেষীর ঈর্ষায়, প্রায় এক বৎসর কাল পাঠকগণের অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত—সুতরাং অজ্ঞাতবাস—তাই মার্জ্জনা ভিক্ষা। ক্ষমা করা না করা আপনাদিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর—আমি বলিয়া খালাস্।

নিবেদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

প্রকাশকের নিবেদন।

শত্রুর শত্রুতায় গ্রন্থকার মহাশয় আমার উপর প্রায় বৎসরাবধি বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাঁহার অনুগ্রহে বঞ্চিত ছিলাম। আজি প্রমাণ প্রয়োগে সে গোল মিটিয়াছে—তাই আশা হইতেছে, আমার উৎসাহদাতৃ পাঠকবর্গের হস্তে আবার দুই চারি খানি সুখপাঠ্য পুস্তক প্রদান করিতে পারিব।

পাঠকগণের বিদিতার্থে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে "প্রেমের সন্ন্যাসী" "বসন্তকুমার" "শাক্য-সিংহ প্রতিভা" প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় নিঃস্বার্থ ভাবে আমায় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ—কেবল মাত্র এক সহস্র পুস্তক প্রকাশিত করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

বিনীত নিবেদক

শ্রীশরৎকুমার সেন।

উপক্রমণিকা।

শিবজীর বাল্যাবস্থা।

"১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ সাহজানের রাজত্বকালে দক্ষিণা-পথের পার্ব্বত্য প্রদেশে চাঁদপুর নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। দিল্লীর সম্রাট (বাদসাহ সাহজাহান) এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে, কান্দাহার অধিকার করিয়া, কিঞ্চিৎ সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে, উজবেকদিগের হস্ত হইতে বাহ্লিক রাজ্য জয় করণেচ্ছায়, রাজা জগৎসিংহকে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত সেনা সমভিব্যাহারে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজপুতগণ উষ্ণদেশ-বাসী হইয়াও, বাহ্লিক রাজ্যে অতিমাত্র সহিষ্ণুতার সহিত শীত বাত সহ্য করিয়া অকাতরে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকে অসু-বিধা প্রযুক্ত তাঁহাদিগের বীরত্ব ব্যর্থ হইয়াছিল। অনন্তর সম্রাট পুনরায়, আপনার পুত্র মুরাদ ও আলিমর্দ্দন (ইনি রাজা জগৎসিংহের পূর্ব্বে আর একবার উজবেকদিগের দমনার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আ'সেন) এই দুইজনকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। বহু পরিশ্রম ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আলিমর্দ্দন এইবারে জয়-লাভ করেন। কিন্তু বহুদূরস্থিত রাজ্য নিজ আয়ত্বাধীনে রাখা ও সদাসর্ব্বদাই বিদ্রোহদমনার্থ সৈন্য প্রেরণে অসমর্থ হইয়া সম্রাটের

সৌজন্যতার ভান করতঃ বাহ্লিকের পূর্ব্বস্বামীকেই তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।"

"১৬২৭ খৃষ্টাব্দে সাহজির ঔরসে এবং যদুরায়-মন্ত্রজি-দুহিতা জিজি বাইয়ের গর্ভে, জ্যৈষ্ঠমাসে সিউনেরী বা শিবনারী দুর্গে জগদ্বিখ্যাত শিবজীর জন্ম হয়। সে সময় দেশের চতুঃপার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গ পরস্পর হিংসা, দ্বেষ, বিবাদ ও কলহের কোলাহলে উন্মত্ত ছিলেন এবং প্রবল সমরানল দেশের প্রায় সকল স্থলেই প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। যৎকালে শিবজী জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে দিল্লীর মোগল সম্রাটই আর্য্যাবর্ত্তের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। দক্ষিণাপথে আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ড নামক তিনটী পাঠান রাজ্য ছিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আকবর বাদশাহ আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া বহুকষ্টে জয়লাভ করেন; কিন্তু মালিক অম্বর নামে মন্ত্রীর প্রতিভাবলে নিজামসাহী রাজ্য পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। শিবজী জন্মিবার পূর্ব্ব বৎসর মালিক অম্বরের মৃত্যু হয়। এবং প্রায় সেই সময়েই বিজয়পুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম আদিল সাহ বিচিত্র অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা সমারোহে রাজ্য করিয়া কাল কবলে কবলিত হয়েন। গোলকুণ্ডাধিপতি পূর্ব্ব এবং দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সকল আপনার অধিকার ভুক্ত করিতে নিযুক্ত ছিলেন।"

"শিবজীর বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র (১৬২৯ খৃঃ) আহম্মদ-নগরাধিপতি, খাঁজাহান লোদি নামক বিদ্রোহী পাঠান সেনাপতির পক্ষাবলম্বন করিয়া, দিল্লীশ্বরের ক্রোধে পতিত

হয়েন। সুলতান মর্ত্তিজা আজিমসাহ মালিক অম্বরের পুত্র প্রধান মন্ত্রী ফতেখাঁর প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে বারম্বার পরাভূত হইয়া, কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহাকে মুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীত্বপদে পুনর্নিযুক্ত করিলেন। ফতেখাঁ ক্ষমতা পাইয়াই বৈরনির্য্যাতনের পথ দেখিতে লাগিল এবং সুযোগক্রমে সুলতান এবং প্রধান ওমরাওদিগকে বধ করিল। অনন্তর নিজামসাহী বংশীয় একটী শিশুকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দিল্লীর অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে বিজয়পুরাধিপতি আহম্মদনগর ধ্বংশে আপনার বিপদ বুঝিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন; এবং ফতেখাঁ সেই ষড়যন্ত্রে মিলিত হইলে, মোগল সেনাপতি কুপিত হইয়া তদ্বাসস্থান দৌলতাবাদ সযত্নে অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করিলেন। ফতেখাঁ দিল্লীতে প্রেরিত এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজকুমার গোয়ালীয়ার দুর্গে চিররুদ্ধ হইল। সাহজী (শিবজীর পিতা) ইহার পরে প্রায় চারি বৎসর কাল নিজামসাহী রাজ্যের পতন নিবারণার্থে চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রধান সহায় মহম্মদ আদিল সাহও মোগল-দিগের প্রতাপে প্রপীড়িত হইলেন। তিনি বিজয়পুরের চারি-দিকে দশক্রোশ মরুভূমী করিয়া বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ হইতে আপনার রাজধানী রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু শত্রুদিগকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিতে পারিলেন না। পর্য্যায়ক্রমে জয় পরা-জয় ঘটিতে লাগিল, প্রজাদিগের দুঃখের সীমা রহিল না। সমরপ্রারম্ভে (১৬২৯ খৃঃ) সাহজী, লোদির সহিত বিবাদ করিয়া,

দিল্লীশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং তজ্জন্য সম্রাট সাহাজানের নিকট হইতে পুনরায় জায়গীর সম্বন্ধে একখানি সনন্দপত্র প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মোগল সেনাপতিদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া পুরাতন প্রভু আহাম্মদ-নগরপতির দলে প্রত্যাগমন করেন।”

“শিবজীর যখন তিন বৎসর বয়ঃক্রম (১৬৩০ খৃঃ) তখন সাহজী তুকাবাই নাম্নী একটী নবীনা কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে তেজস্বীনি যাদবনন্দিনী জিজিবাই অভিমানিনী হইয়া, শিশু শিবজীকে সঙ্গে করিয়া, পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। তদবধি নূতন প্রেমের কুহক বলেই হউক বা যুদ্ধের বিরামাভাব প্রযুক্তই হউক, সাত বৎসর কাল সাহজী, শিবজী এবং তজ্জননীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়পুরপতি মোগলদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। (এ সময় আমেদনগর রাজ্য উৎসন্ন গিয়াছিল)।”

“দিল্লীশ্বরের সহিত বিজয়পুরপতির সন্ধি সম্বন্ধ ঘটিলে, সাহজী বিজয়পুরের রাজসংসারে কর্ম্ম গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। বিজয়পুরাধিপতি আহম্মদনগরের কিয়দংশ লইয়া সম্রাটকে বৎসরে বিংশতি লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকার করিলেন এবং নিজামসাহী রাজ্যের অবশিষ্টাংশ দিল্লীসাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল। এইরূপে শিবজীর বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইতে না হইতেই, মোগল পাঠানের দ্বন্দ্ব দ্বারা দক্ষিণাপথের একটী মুসলমান রাজ্য বিনষ্ট হইল। বিজয়পুরও এই যুদ্ধে এত হীনবল হইয়াছিল যে, দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করিয়া বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সংগ্রাম সময়ে

শিবজী কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহা ভাল করিয়া জানা যায় না। বিজয়পুরাধিপতি মহম্মদ আদিলসাহ, শাহজীর অসাধারণ সমর-পারদর্শিতা শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী মুরারপন্থকে শাহজীর নিকট প্রেরণ করেন। শাহজী সাতিশয় আহ্লাদিত-চিত্তে তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, জিজিবাই ও শিবজীকে লইয়া বিজয়পুরে গমন করেন। জিজিবাই স্বামীর নিকট অধিক কাল অবস্থান করেন নাই। নিম্বাসকরের কন্যা শুইবাইর সহিত শিবজীর বিবাহ হইলে পর, তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পুণা নগরে ফিরিয়া আসেন। শাহজী তাহাদের তত্ত্বাবধারকতা ও আপন জায়গীর সম্পর্কীয় যাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দাদাজী কোণদেও (দাদাজী কর্ণদেব বা দাদাজী পন্থ) নামক একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং কর্ণাট প্রদেশে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দাদাজী কোণদেও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাদি ব্যাপারে যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি পুণায় থাকিয়া যে সকল স্থানের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই কৃষির আতিশয্য ও লোক সংখ্যার সমধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কর্ণাটে যুদ্ধ জয় হওয়াতে, শাহজী ইন্দ্রপুর ও বরমতী পরগণা তথা নিকটবর্ত্তী মাওল নামক স্থান জায়গীর স্বরূপে প্রসাদ প্রাপ্ত হন। মাওল উপত্যকাবাসী মাওলীদিগের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাহারা পরিশ্রমী, বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ, বলবান্, যৎপরোনাস্তি দুঃখ-সহিষ্ণু, সাহসী এবং যুদ্ধ-প্রিয়। দাদাজী তাহাদিগের অনেককে জায়গীরের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কর্ম্মচারীদিগের সহিত শিবজী

গিরি-ভ্রমণে ও মৃগয়ায় যাইতেন। এইরূপ পর্য্যটন কালে তিনি শৌর্য্যে ও মিষ্টভাষিতা গুণে মাওলীদিগের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং ঘাটগিরি ও কঙ্কণের পথ, গিরিশঙ্কট, দুর্গ প্রভৃতির অবস্থা বিলক্ষণরূপে অবগত হইয়াছিলেন।

"শিবজীর শিক্ষা কার্য্যের ভার দাদাজীর উপরেই সমর্পিত ছিল; সুতরাং তিনি শিবজীকে তৎকাল-প্রচলিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় অতি সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয়েরা লেখা পড়া শিক্ষা করা আপনাদিগের পক্ষে তত আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেন না; তাহা কেবল কারকুনদিগের কার্য্য, তাঁহাদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বোধ হয় কেবলমাত্র এই জন্য, শিবজী কিছুমাত্র লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। এমন কি তিনি আপনার নাম পর্য্যন্ত লিখিতে শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, ভল্ল প্রহার, তীর নিক্ষেপ, অসি-সঞ্চালন প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। দাদাজী, শিবজীকে হিন্দুদিগের ধর্ম্মাচার উপদেশ দিতে যত্ন করিতেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র কথা-প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করাইতেন। বীররসপূরিত ঐ সমস্ত আখ্যান শ্রবণে শিবজীর অন্তঃকরণে বীররসের স্বাদগ্রাহী হয় এবং সেই তরুণ বয়স হইতেই উক্ত দুই মহাকাব্য বর্ণিত মহারথগণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিতে তাঁহার স্পৃহা জন্মে। তাঁহার হিন্দু ধর্ম্মানুরক্তচিত্তে, যবনগণ পুরাকালের পরাক্রান্ত দৈত্য রাক্ষসবৎ প্রতীয়মান হইত এবং কবে তাহাদিগের দারুণ দৌরাত্ম্য হইতে পুণ্যময় ভারতভূমিকে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর আলোড়িত হইত। যে

দেশে রাম, লক্ষ্মণ, কৃষ্ণ, বলরাম, ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ অভিমন্যু প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যে দেশে স্বর্গাবতীর্ণা ভাগিরথী প্রবাহিতা, যে দেশ দেবগণের একমাত্র প্রিয়-লীলা-স্থল, সে দেশের ছিন্নমুকুট মুসলমানের পদতলে দলিত দেখিয়া তাঁহার তেজস্বী মনে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিত। তিনি আশ্বাসপ্রদায়িনী আশার বিশ্ব বিমোহন বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিতেন, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত যবনগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন, স্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিবেন এবং "হর হর ভবানী" ধ্বনিতে হিমাদ্রি হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মনদ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিবেন।"

"শিবজী এই সময় যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, সে স্থানও তৎ সদৃশ উন্নতমনা বীরধর্ম্মা ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। পুণানগরী সমতল ক্ষেত্র এবং পার্ব্বতীয় প্রদেশের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত। অনতিদূরেই সহ্যাদ্রি শৈলের শিখর মালা দুই তিন সহস্র হাত ঊর্দ্ধে শিরোত্তলন করিয়া রহিয়াছে। গিরিশ্রেণী অধিকাংশ স্থলে চির হরিত-তরুপুঞ্জ পরিশোভিত। কেবল মধ্যে মধ্যে অভ্রভেদী, বন্ধুর, বিশাল, জীবোদ্ভিদ পরিশূন্য শৃঙ্গনিকর বিরাজিত। বর্ষাকালে যখন পর্ব্বত পার্শ্বে তরঙ্গের ছটা ছুটিতে থাকে, বৃষ্টির ধারা নাচিতে নাচিতে, খেলিতে খেলিতে পড়িতে থাকে, বজ্র গর্জ্জিতে, ঝটিকা ঝমকিতে, চপলা চমকিতে থাকে, জলদরাশি কর্ত্তৃক ভগ্ন ও প্রতিবিম্বিত সৌর কিরণ লহরীতে সহস্র সহস্র মুহূর্ত্ত পরিবর্ত্তনশীল বর্ণে অচলকুল সাজিতে থাকে, তখন প্রকৃতির মনোহর অথচ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তির না ধর্ম্মজনিত গম্ভীর ভাবের

উদয় হয়? সহ্যাদ্রির পথ সকল অতিশয় সংকীর্ণ ও দুরারোহ। স্থানে স্থানে উচ্চ শৃঙ্গ, তন্মধ্যে কোথাও বা উৎকৃষ্ট উৎস আছে; কোথাও বা বর্ষাকালীন জল ধরিয়া রাখিয়া সমুদায় বৎসর চলে। এই সকল শৃঙ্গ অল্প পরিশ্রমেই দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে পরিণত হয়। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এ প্রদেশ আক্রমণ করা অতীব দুঃসাধ্য। তৎকালে এখানে বন জঙ্গল এত বাড়ে, সর্ব্বদা এত বৃষ্টি হয়, বহুসংখ্যক সামান্য সামান্য নদ নদী জলপূর্ণ হইয়া এরূপ দুস্তর হয় এবং বায়ু বহিতে থাকে যে বিদেশীয়দিগের পক্ষে এত অস্বাস্থ্যকর, যে তখন ইহার ন্যায় দুরাক্রম্য দেশ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সহ্যাদ্রি শৈলে বিজয়পুরাধিপতির অনেকগুলি দুর্গ ছিল। কোন দুর্গে দুর্গাধ্যক্ষ থাকিত এবং যুদ্ধাশঙ্কা উপস্থিত হইলে, তথায় ভাল ভাল সৈন্যও প্রেরিত হইত; কিন্তু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া অধিকাংশ গড়ে মুসলমান সেনা থাকিত না। সেগুলি প্রায় জায়গীরদারদিগের অধীনেই থাকিত। এই সকল দুর্গরক্ষক জায়গীরদারেরা "কেল্লাদার" নামেও অভিহিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গীরদারদিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়া অনেক ছোট ছোট সংগ্রামও বাধিয়া যাইত। সহ্যাদ্রির পূর্ব্ব প্রান্তে সিংহগড় নিসর্গরাজ্যের সৌন্দর্য্যময় স্থানে অবস্থিত। উহা উন্নত পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। এই সকল পর্ব্বত অতিশয় দুরারোহ। অর্দ্ধ মাইল পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়া, সঙ্কীর্ণ দুর্গম গিরিপথ অবলম্বন করিয়া চলিলে, দুর্গের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিম দিকেও ঐরূপ দুর্গম, দুরারোহ পর্ব্বত। সিংহগড় দুর্গটী ত্রিকোণাকার। উহার মধ্য ভাগের পরিধি প্রায়

দুই মাইল। ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর দুর্গের বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। উত্তর দিকে—পর্ব্বতের বহিঃ প্রদেশে প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্র। শিবজীর বাল্যকালের লীলাভূমি পুণানগরী, ঐ ক্ষেত্রের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণে ও পশ্চিমে কেবল উন্নত এবং অবনত শৈলমালা সুনীল বারিধির তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই দিকে 'মুরগড়' অবস্থিত।"

"ভারত-মানচিত্রের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে শৈলমালা-পরিবৃত একটী প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশের উত্তরে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। পশ্চিমে অপার অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গলীলা বিস্তার করিয়া জড়-জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। পূর্ব্বে বরদা নদী বহিয়া যাইতেছে এবং দক্ষিণে গোয়ানগর ও অ-সমতল পার্ব্বত্য ভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। উহার পরিমাণ ফল ১০২,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত।"

"১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে শিবজী কিরূপে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিলেন, কিরূপে আপনার শক্তিতে এই মহতী ইচ্ছা ফলবতী করিবেন, এই চিন্তা করিতে করিতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার অন্তঃকরণে একটী নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন,—"কঙ্কণ প্রদেশে একটী বিলক্ষণ পরাক্রান্ত দস্যুদল আছে; আমি সেই দলে মিশিয়া, তাহাদিগের রাজা হইব এবং যে বীর্য্য তাহারা এক্ষণে সাধুলোকের অপকারার্থে পরিচালিত করিতেছেন, সেই বীর্য্য যবন-বল-বিনাশার্থে নিয়োজিত করাইব।" শিবজী সদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যে কল্পনা সেই

কার্য্য; তিনি দস্যুদলে মিশিলেন। বীর্য্যবলে স্বাধীন রাজা হইবেন, এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সময়ে সময়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি কঁঙ্কণ প্রদেশে থাকিতেন। দাদাজী, শিবজীকে অসদনুষ্ঠানে রত ভাবিয়া, তাঁহাকে সুপথে আনিবার জন্য তাঁহার প্রতি অধিকতর যত্ন দেখাইতে লাগিলেন এবং জায়গীর তত্ত্বাবধারণের অনেক ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিলেন। ইহাতে শিবজীর অনেক বিষয়ে সুবিধা হইল। পুনার নিকটবর্ত্তী অনেক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত আলাপ হইল এবং অর্থাগমের সুবিধা হইতে লাগিল।"

"দিল্লীশ্বরের সহিত বিজয়পুরাধিপতির সন্ধি হইবার পর, বিজয়পুরপতি কর্ণাট বিজয়ের অভিলাষে সেই প্রদেশেই উত্তমোত্তম যোদ্ধৃগণ পাঠাইয়াছিলেন এবং ঘাট পর্ব্বতের দুর্গ সকল প্রথমে অনায়াসেই করস্থ হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা যে দুর্ভেদ্য ও বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক প্রকার অরক্ষিতাবস্থায় রাখিয়াছিলেন।"

"পুনার দশ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে নীরানদীর উৎপত্তিস্থল সন্নিকটে টর্ণা নামে একটী পার্ব্বতীয় দুরাক্রম্য দুর্গ ছিল। শিবজী দুর্গাধ্যক্ষের যোগে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে, ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, সে দুর্গটি হস্তগত করিলেন এবং বিজয়পুরে বলিয়া পাঠাইলেন যে সরকারের লাভ করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যেই কেল্লাটী দখল করিয়াছেন; ইহার প্রমাণস্বরূপ তজ্জন্য, তৎপ্রদেশস্থ দেশমুখাপেক্ষা অধিক রাজস্ব দিতে অঙ্গীকার করিলেন। টর্ণার নাম "প্রচণ্ডগড়" রাখিলেন, এবং

তাহাকে অধিকতর দুরাক্রম্য করিবার নিমিত্ত নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ ও পুরাতন প্রাকারাদি সংস্কার করাইতে লাগিলেন। দুর্গের মধ্যে একটী স্থান খনন করিতে করিতে সহসা স্বর্ণরাশি দৃষ্ট হইল। কাহার সঞ্চিত দ্রব্য কাহার ভোগে আইল। শিবজী এই ঘটনায় ভগবতী ভবানীর কৃপা দেখিলেন এবং উৎসাহ সহকারে দুর্গ সংস্কার সমাপন ও অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় কবিতে প্রবত্নশীল হইলেন। তদনন্তর টর্ণার দেড়ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে মর্ব্বুধ পর্ব্বতোপরি একটি দুর্গ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন; এবং উহা সমাপ্ত হইলে তাহার নাম "রাজগড়" রাখিলেন। (১৬৪৭ খৃষ্টাব্দ)।"

"ভবানীর আদেশে শিবজী পবিত্র কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাবীর হিন্দুনামের গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া, কখনও আপনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হয়েন, নাই। শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে কখনও বিচ্যুত হয়েন নাই। তিনি আপনার জীবনের শেষসীমা পর্য্যন্ত নির্ভীক-হৃদয়ে অবিচলিত-চিত্তে এই সাধু-প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য যখন চরমসীমায় উপনীত হয়, যখন স্বাধীনতার প্রধান উপাসক, তেজস্বীতার অবলম্বন, সাহসের একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ মোগল সম্রাটের অনুগত হন, তখন ভারতের দক্ষিণান্তে শৈলমালা পরিবৃত পবিত্র ক্ষেত্রে একটী মহাশক্তি ধীরে ধীরে সকলের হৃদয়ে গভীর বিস্ময়ের উৎপত্তি করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটও ইহাঁর বিক্রমে কম্পিত হ'ন; ইহা একই উৎসাহে ও তেজস্বিতার স্রোতে দক্ষিণাপথ

হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত, সমস্ত জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তী ভবানী-ভক্ত শিবজী জলন্ত বীরত্বের প্রতিমূর্ত্তি, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। অনেকে শিবজীকে "কৌশলময়" "বিশ্বাসঘাতক" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়া আপনাদিগের নীচত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু শিবজী যখন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন কি সে কথা ভাবেন নাই? ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" হইতে কেহ কখন তাঁহাকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই।"

"নীরস ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কিছু লিখিব না। পাঠকের যে বিরক্তি জন্মিতে পারে তাহা আমি জানি, কিন্তু যাঁহারা কৃপা করিয়া ইহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আর কিছু উপকার প্রাপ্ত হউন, আর না হউন, শিবজীর জীবনের আদিলীলা সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানিয়াছেন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার দুঃখের কোন কারণ নাই।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঘাট পর্ব্বতমালা এবং অনন্ত-নীল ফেনিল সাগরের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড আছে, উহাই কঙ্কণ-প্রদেশ। এই স্থল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছসলিলা নদী এই স্থানের শোভা সম্পাদনার্থে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা উদ্গীরণ করিতে করিতে প্রবাহিত হয়।

১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বসন্তকালে একদিন উষার কাঞ্চন ঘটা-প্রকাশিত হইতে না হইতেই একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া রূপবতী যুবতী বনঃ পার্শ্বদেশ আলোকিত করিয়া, সম্মুখস্থিত প্রবাহিতা নদীর প্রতি তরঙ্গের উপর আপনার রূপের জ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত করিয়া বসিয়াছিল। সম্মুখে একটী বীণা নিপতিত। যুবতী সেদিকে

একবারও না দেখিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিল—কে জানে?

সহসা তাহার মুখকমল প্রফুল্ল হইল, কোমল করে বাগ্‌দেবীর প্রিয় বাদ্যযন্ত্র যেন আপনা আপনি উঠিয়া আসিল। যুবতীর বীণাবাদন আরম্ভ হইল। প্রথমে হিন্দোল, সোহিনী, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগিণীর আলাপে বনস্থলী কাঁপিয়া উঠিল। প্রতিধ্বনি আকাশে উঠিয়া দেবগণকে উপহার দিবার জন্য যেন শূন্যে শূন্যে উড়িয়া গেল; ক্ষুদ্র বীচিমালিনী নদী যেন আপনার প্রত্যেক ক্ষুদ্র তরঙ্গের ভিতর এই পীযূষ-রসবর্ষী সুমধুর বীণাধ্বনি বাঁধিয়া লইয়া দেশ বিদেশে আপামর সাধারণ জনগণকে উপহার দিতে ধীরে ধীরে যুবতীর পাদদেশ বহিয়া প্রবাহিতা হইতে লাগিল। পীণপয়োধরা রমণীর কিন্তু এ সকল রাগিণী ভাল লাগিল না; সে আবার ললিত রাগিণীতে আলাপ করিতে লাগিল। এই-বার মনের তৃপ্তি হইল, প্রাণ খুলিল, সুন্দর মুখে হাসির বিজলী খেলিল। সেই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর আঘাতে বীণা মধুর ঝঙ্কারে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বদিকে স্বর্ণ গোলক উদ্ভাসিত হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশিত হওয়াতে, রমণী ললিত ছাড়িয়া—ভৈরবী, দেশকার, যোগিঞা, আসোয়ারী, গান্ধার, গুণকেলী, কালাংড়া প্রভৃতি আলাপ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিকে স্বর্ণ গোলক উদ্ভাসিত, ঘাটগিরির শিখর মালা হেম কিরণে মণ্ডিত হইল। রমণী তখন বিভাস, দেব-গিরি, কুকব, আলাইয়া, বেলাওয়াল, পটমঞ্জরী, সুহা, সর্ফর্দ্দা প্রভৃতি, ক্রমে ক্রমে নানা রাগ রাগিণীর আলাপ করতঃ, সযত্নে পরিশ্রান্ত বীণাকে সম্মুখে রাখিবার উপক্রম করিতেছে;—এমন সময়ে পশ্চাতে অশ্বের পদধ্বনি শ্রুত হইল। এদিকে ওদিক

চাহিয়া আবার রমণী বীণা তুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুলীর যতদূর সাধ্য ততদূর জোরে বীণায় ঝঙ্কার দিয়া বাজাইতে লাগিল। সহসা বনস্থলী ভেদ করিয়া একটী ষোড়শ বর্ষীয় যুবা এবং জনকয়েক মাওয়ালী শরীররক্ষক অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটী অতুলনীয়া সুন্দরী যুবতী ক্ষুদ্র নদীতীরে বসিয়া বীণায় পীযূষরসবর্ষী রাগিণীর আলাপ করিতেছে।

সুন্দরী যুবতী আপন মনে বাজাইতেছে—কাহার প্রতি দৃষ্টি নাই। ষোড়শ জন অশ্বারোহীর অশ্বপদশব্দেও তাহার চেতনা হইল না। এ কি কোন দেবী! অশ্বারোহী যুবক রমণীর অনুপম লাবণ্যরাশি, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। এই স্থির সৌদামিনী, যুবকের হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও নিরাশার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। যুবক উহার ঘাত প্রতিঘাতে অধীর হইয়া পড়িলেন। এই যুবক কে? মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি বীরশ্রেষ্ঠ শিবজী। আর ওই সুন্দরী রমণী কে? কঙ্কণ প্রদেশের প্রসিদ্ধ দস্যুকন্যা লীলাময়ী। ধীরে ধীরে যুবক অগ্রসর হইতে লাগিল। যেন কোন কুহকী মায়ায় আবদ্ধ করিয়া কে তাহাকে রমণীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। যখন যুবক রমণীর প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে অবস্থিত, তখন লীলাময়ী একবার সম্মুখে নিরীক্ষণ করিল। বীণাবাদন থামিয়া গেল, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী নদী গুণ গুণ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতে লাগিল, বনস্থলী শাখা প্রশাখা বিস্তার করতঃ সুমধুর পীযূষরসবর্ষী বীণাধ্বনি বন্ধ হওয়াতে যেন আপনাদিগের মানসিক ক্লেশের পরিচয় দিতে লাগিল। শিবজী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া নীরবে নিঃশব্দ-পাদবিক্ষেপে রমণীর দিকে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী নড়িল না,—শিবজীর,—বীর পুরুষের স্থায় অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়াও বিচলিত হইল না।

শিবজী ধীরে ধীরে আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। মাওয়ালী সৈন্যগণ দূরে দাড়াইয়া রহিল।

রমণী দেখিল যুবা তাহার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছে। সুতরাং ধীর নম্রমধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয় আপনি কে?"

শিবজী এ প্রশ্নে চমকিত হইলেন না, অথচ হঠাৎ উত্তর প্রদানেও অক্ষম হইলেন।

রমণী আবার জিজ্ঞাসা করিল—"এ নিবিড় জঙ্গলময় কঙ্কণ-প্রদেশে আপনি কেন আসিয়াছেন? আপনার নিবাস কোথায়?"

ধীর গম্ভীর প্রশান্তবদনে শিবজী উত্তর দিলেন—"আমি পুনার জাইগীরদার সাহজীর একমাত্র পুত্র। আমার নাম শিবজী। পর্ব্বতে পর্ব্বতে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আমার মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়, তাই আমি এ নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়াছি।"

লীলাময়ী। আপনার সঙ্গে এত অনুচর কেন?

শিবজী। শুনিয়াছি কঙ্কণ প্রদেশে একজন প্রসিদ্ধ দস্যু বাস করিয়া থাকে; যাহাতে সে আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য আমাকে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়।

লীলাময়ী। আপনার এই সামান্য পঞ্চদশ জন সৈন্য দেখিয়া কি প্রবল-প্রতাপান্বিত দস্যু ভীত হইবেন?

শিবজী বিদ্রুপচ্ছলে উত্তর দিলেন—"প্রবল প্রতাপান্বিত দস্যু বলিয়া শিবজী তাহাকে দেখিয়া বা তাহার নাম শুনিয়া

ভীত হইতে পারে না। দস্যু সৈন্য যতই কেন প্রবল হউক না, আমার এই মাওয়ালী সৈন্যগণের তুল্য নহে। ইহারা সুশিক্ষিত, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। ইহারা পঞ্চদশজনে একশত দস্যু সৈন্য অনায়াসে পরাজিত করিতে সক্ষম।

ঈষৎ মধুর হাসি হাসিয়া লীলাময়ী বলিল—"মহাশয়! ইহা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম। আপনি জানেন না দস্যু সৈন্যের পরাক্রম কতদূর। তাহা জানিলে বোধ হয় কঙ্কণ প্রদেশে আসিতে আপনার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত।

লীলাময়ীর মুখে এই কথা শুনিয়া পুনরায় বিদ্রুপচ্ছলে শিবজী হোঃ—হোঃ—করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

লীলাময়ীর হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল। পিতৃনিন্দা আর সহ্য হইল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া লীলাময়ী উদ্ধত যুবক শিবজীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—"মহাশয়! আপনি দস্যু পরাক্রম বিশ্বাস করেন না; আজ দস্যু কন্যার হস্তে বন্দী হইলেন। আমি সেই প্রসিদ্ধ দস্যুর একমাত্র কন্যা, আমার নাম লীলাময়ী।"

শিবজী শিহরিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আপনার মানসিক তেজের হীনতা দেখিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন—"হাঁ, এ পুরস্কার উপযুক্ত বটে। একা, এ নির্জ্জনস্থলে রমণীর হস্তে বন্দী হওয়া, শিবজীর উপযুক্ত পুরস্কার বটে। যদি তুমি সেই প্রসিদ্ধ প্রবল প্রতাপান্বিত দস্যুর দুহিতা হও, তাহা হইলে দস্যু কন্যার হস্তে বন্দী হওয়া আমি সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।"

লীলাময়ী দেখিল, যুবক ইহাতেও ভীত নহে, প্রবল প্রতাপান্বিত দস্যুর নাম শুনিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিচলিত হইয়া আবার পূর্ব্বভাব ধারণ পূর্ব্বক বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। অতএব পরাক্রম

প্রদর্শন না করিলে কোন ক্রমেই শিবজীর অন্ধ বিশ্বাস তিরোহিত হইবে না।

লীলাময়ী ডাকিল—"রায়দেও!"

যথোচিত সম্মান পুরঃসর নেপথ্যে উত্তর প্রদান করিয়া রায় দেও সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

লীলাময়ী আজ্ঞা দিল—"রায়দেও, ইনি আমার বন্দী। ইহাঁকে দুর্গ কারাগারে লইয়া যাও, আর ঐ যে সকল মাওয়ালী সৈন্য দেখিতেছ, উহাদিগকে হত্যা না করিয়া বন্দী কর।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া লীলাময়ী আপনার বীণাটী তুলিয়া লইয়া নিবীড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিল। আর তাহাকে দেখা গেল না। মাওয়ালী সৈন্যগণ এতক্ষণ মনে করিয়াছিল "প্রভু নবপ্রণয়ে মাতিয়াছেন, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল একজন প্রকাণ্ডদেহ বীর্য্যবান সশস্ত্র পুরুষ বনমধ্য হইতে বাহির হইয়া রমণীর আদেশ ক্রমে তাহার হস্ত ধারণ করিল, আর রূপবতী কামিনী দম্ভভরে ঘন বৃক্ষ শ্রেণী পরিবেষ্টিত কাননের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহারা জানিত কঙ্কণ প্রদেশে একজন বিখ্যাত দস্যু বাস করে। সে নানা ছলে, নানা কৌশলে নানা প্রলোভনপ্রদর্শনে ধনী পুত্রগণকে বন্দী করে, সুতরাং এও দস্যুর ছল, এই ভাবিয়া তাহারা মহাবেগে অগ্রসর হইল।

এদিকে যতক্ষণ শিবজী লীলাময়ী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন, ততক্ষণ এক প্রকার হাস্য পরিহাস জ্ঞানে আপনাকে মুক্ত করিতে কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ঘন বৃক্ষ শ্রেণী আলোড়িত করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রায়দেও অগ্রসর

হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি রমণীর হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াই কোষস্থিত তরবারিতে হস্ত প্রদান করিলেন। রাওদেও উদ্ধত যুবকের অপূর্ব্ব সাহস সন্দর্শনে হাসিতে হাসিতে কহিল "বীর! বিক্রম প্রকাশে কোন ফল লাভ হইবে না। এখন আপনি আমার নিকট বন্দী।—"

শিবজী এ অপমান আর সহ্য করিতে না পারিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে রায়দেওর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে, লীলাময়ী সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াই তুর্য্যধ্বনি করিয়াছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রায় তিন চারিশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সেনা বনস্থলী কম্পিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। একটী ক্ষুদ্র রণ বাধিল।

লীলাময়ীর আদেশ, কাহাকেও হত্যা করা হইবে না, সুতরাং কেহই মাওয়ালী সৈন্যদিগকে নিহত করিতে চেষ্টা না করিয়া আত্মরক্ষায় যত্ন করিতে লাগিল এবং যুদ্ধ কৌশলে এক এক জনকে অস্ত্রহীন করিয়া বন্দী করিল। ইহাতে যদিও দুই চারি জন দস্যু সেনা হত ও আহত হইল, কিন্তু তথাপি তাহারা প্রভু কন্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল না। অর্দ্ধ ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ জন অশ্বারোহী মাওয়ালী সেনাসহ শিবজী বন্দী হইলেন।
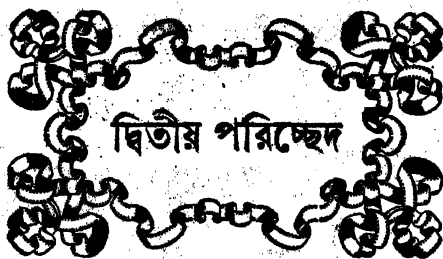
শিবজী।

শিবজী আজ কারাগারে বন্দী। তাঁহার মাওয়ালী সৈন্তগণ কোথায়, তাহা তিনি জানেন না। যে শিবজীর পরাক্রমে একদিন বিজয়পুরাধিপতি, ভয়ে সন্ধি করিবেন, যাঁহার প্রতাপে মোগল সম্রাট আরঙ্গজীবের স্বর্ণ-সিংহাসন টলিবে, যাঁহার হুঙ্কার ধ্বনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত করিবে, তিনি আজ সামান্ত দস্যু-কন্তার অনুমতিতে কারাগারে বন্দী।

শিবজী কি করিবেন—ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। ক্রুদ্ধ পশুরাজ মানব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে নিপতিত হইলে, যেমন আপন মনে সেই সঙ্কীর্ণ স্থান কম্পিত করিয়া ক্রোধভরে বিচরণ করিতে থাকে, আজ শিবজীর অবস্থাও তদ্রূপ।

সহসা কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। শিবজী দেখিলেন—"অপূর্ব্ব দর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতি-

মায়ারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! শিবজী প্রথমে চমকিত হইলেন, শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছাসোন্মুখ সমুদ্র-বারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।

লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল—"বন্দী! দস্যুর পরাক্রম বুঝ্লে?"

সগর্ব্বে শিবজী উত্তর দিলেন—"দস্যুর দস্যুতাই যদি গর্ব্ব হয়, শত অশ্বারোহী কর্ত্তৃক পঞ্চদশ জন মাওয়ালী সৈন্য ধৃত হইলে যদি বীরত্বের বিকাশ হয়, তাহা হইলে তোমার পিতা প্রবল পরাক্রান্ত বটে।"

লীলাময়ী। বন্দী! তুমি মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা কর?

শিবজী। কিরূপে?

লীলাময়ী। আমি রজনীতে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তোমায় দুর্গ হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিব, তুমি পলায়ন করিবে।

শিবজী মুক্তির কথা শুনিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু "পলায়ন করিবে" এই কথা শুনিয়া বিংশতি পদ পশ্চাৎ হটিয়া আসিয়া উত্তর করিলেন—"কি তুচ্ছ প্রাণের জন্য আমি চোরের ন্যায় পলায়ন করিব? যাও—আমি মুক্তি চাহিনা।"

লীলাময়ী। তুমি কি চাও?

শিবজী। আমি যাহা চাহি; তোমার পিতা তাহা প্রদান করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইবেন।

লীলাময়ী। তুমি কি চাহ?

শিবজী। আমি চাহি? আমি চাহি—আমার পঞ্চদশ জন মাওয়ালী সৈন্য সহ তোমাদের দুর্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইতে

দাও। আর তোমাদের সৈন্যগণের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া অমিত-পরাক্রম পঞ্চদশ জন আমার বিপক্ষে স্থাপিত কর। যদি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারি, তবে ফিরিয়া যাইব ; নতুবা কি তুচ্ছ জীবনের জন্য ভীরু—কাপুরুষ দস্যুর কারাগার হইতে রজনীতে চোরের ন্যায় পলায়ন করিব ?

লীলাময়ী। বন্দী! তুমি যাহা বলিলে, তাহা শ্রবণযোগ্য। তুমি কাহার কারাগারে বন্দী, তাহা জ্ঞাত আছ কি ? যাহার প্রতাপে এ পর্য্যন্ত কঙ্কণ প্রদেশে অন্য কাহারও অধিকার নাই, যাহার প্রতাপে নিজামসাহী রাজ্যের রাজা, প্রজা, জায়গীরদার সর্ব্বদা ভয়ে শঙ্কিত, তাহার নাম শুনিয়াছ কি ? তাহাকে জান কি ?

শিবজী। না, তাহাকে চিনি না, কখন দেখি নাই। "কঙ্কণ প্রদেশে একদল দস্যু আছে" ইহাই শুনিয়াছিলাম। তাই তাহাকে দেখিতে, তাহার সহিত আলাপ করিতে, তাহা দ্বারা ভারতের কোন মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে এ প্রদেশে আজ বৎসরাবধি ভ্রমণ করিতেছি। গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম "এ দস্যুদল অতি পরাক্রান্ত, বিজয়পুর অধিপতিও ইহাদিগকে বশ করিতে সক্ষম হয়েন নাই।" মনে করিয়াছিলাম, এই দস্যু-দলের সহিত যোগদান করিয়া একদিন মোগল সম্রাটকেও বিচলিত করিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি—ইহারা ভীরু, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, শঠ, প্রবঞ্চক, নীচ, অতি নীচ। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি কাহার কারাগারে বদ্ধ আছি, তাহা জানি কি না ? হাঁ—তাহা আমি জানি। কিন্তু, তজ্জন্য আমি মুহূর্ত্তও ভীত নহি। আজ হউক, দুই দিন পরে হউক, তুমি দেখিও—

আমি দস্যুদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিব, পৃথিবী হইতে ইহার নাম লোপ করিব।

এই বলিয়া শিবজী পশ্চাৎ ফিরিলেন। লীলাময়ী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। শিবজী তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রোষ-গর্ব্ব-বিশিষ্টা, কুঞ্চিত-ভ্রু, বীচি-বিক্ষেপ-কারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই; কুসুমকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া নতমুখে ক্রন্দন করিতেছে।

শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি কি তোমায় কোন কটু কথা বলিয়াছি? যদি তোমার পিতাকে গালি দিয়াছি বলিয়া তোমার দুঃখ হইয়া থাকে, আমি আমার গালি ফিরাইয়া লইতেছি।—"

লীলাময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। শিবজীর কথায় বাধা দিয়া কহিল—"না—না পিতাকে গালি দিয়াছেন সে জন্য আমি কাঁদিতেছি না। কাল তাহার প্রতিশোধ দিব। কাল প্রত্যুষে, আপনার পঞ্চদশ জন সৈন্যসহ দুর্গপ্রাঙ্গণে আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবেন। যুদ্ধে যদি জয়ী হয়েন, তবে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিবেন। আমি আপনার সহিত আরও পঞ্চদশ জন সৈন্য প্রদান করিব। তাহাতে আপনি নির্ব্বিঘ্নে পুনায় ফিরিয়া যাইতে পারিবেন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া লীলাময়ী নতমুখী হইলেন।

শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তুমি কাঁদিতেছিলে কেন?"

লীলাময়ী উত্তর দিল—বীর। যদি কাল তোমার পরাজয়

হয়, তবে এ কথার উত্তর দিব। নচেৎ জানিবার আবশ্যকতা নাই।”

এই বলিয়া লীলাময়ী চলিয়া গেল। কারাগৃহের দ্বার কিয়ৎক্ষণ উন্মুক্ত রহিল। শিবজী সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। পরে, একজন রক্ষী আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।
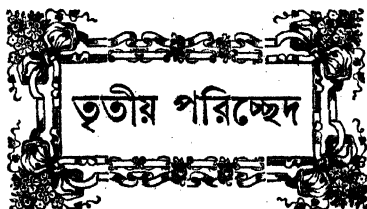
ক্ষুদ্র রণ।

পর দিবস প্রভাতে দুর্গপ্রাঙ্গণে দুই পক্ষের পঞ্চদশ জন করিয়া ত্রিংশৎ জন অশ্বারোহী সেনা দণ্ডায়মান হইল। এক দিকে মাওয়ালী সৈন্যগণ, অপর দিকে দস্যু সেনা। শিবজীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া মাওয়ালী সৈন্যগণের সম্মুখে স্থাপিত করা হইলে, তিনি দেখিলেন সম্মুখে মহাশক্তিরূপিণী, যুবতী বীরাঙ্গনা বীরসাজে সাজিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য দণ্ডায়মানা। কামিনীর কমনীয় বেশ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধবেশে তাহার লাবণ্যময় দেহ সজ্জিত।

লীলাময়ী আজ বীর পুরুষের বেশ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাহার কোমল দেহ কঠিন বর্ম্মে আচ্ছাদিত, কোমল করে

কঠোর অসি শোভা পাইতেছে। সৌন্দর্য্য, লীলাময়ী ললনার লাবণ্যরাশি এখন অপূর্ব্ব ভীষণতার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মধুরতার সহিত ভীষণতার এইরূপ সংমিশ্রণ দেখিয়া উদ্ধত প্রকৃতি শিবজীরও অন্তঃকরণ বিচলিত হইল। যে কমনীয় রূপ-রাশি লইয়া লীলাময়ী লোক-লোচনের তৃপ্তি সাধন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কে বলিতে পারে—কেন, আজ সে যৌবনের বিলাস পরিহার করিয়া এইরূপ ভয়ঙ্করীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে? পূর্ণ বিকশিত শতদল কেন আজ এরূপ কঠোরতায় পরিণত হইয়াছে? পাঠক! একবার অপূর্ব্ব ভাবের বিষয় চিন্তা কর, কল্পনার নেত্রে একবার ঐ ভয়ঙ্করী মহাশক্তিরূপিণী লীলাময়ীর দিকে চাহিয়া দেখ। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব কি অনির্ব্বচনীয় রসের সঞ্চার হইবে।

এখন লীলাময়ীর সে হাসি-মুখ নাই। ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও সাহসিকতায় আজি তাহার মুখকমল প্রফুল্ল এবং পূর্ণ বিকশিত!

সহসা লীলাময়ী আপনার অশ্ব চালনা করিয়া শিবজীর নিকট আগমন করিল। শিবজী চমকিত হইলেন।

লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল—"বীরশ্রেষ্ঠ! এখন আপনি প্রস্তুত?" শিবজী ক্ষণবিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিলেন,—"হাঁ।"

তখন দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। দস্যু-সেনা পরি-চালয়িত্রী লীলাময়ী একদিকে, আর অমিতবিক্রম, প্রভূত পরা-ক্রমশালী শিবজী অন্যদিকে। অস্ত্রে অস্ত্রে যুদ্ধ, কেবল তরবারির ভীষণ ঝন্ ঝন্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যায় না। অর্দ্ধ ঘণ্টা-কাল এইরূপে উভয় পক্ষে সমর চলিতে লাগিল। দস্যুসেনার

মধ্যে একজন মৃত হইতে না হইতে শিবজীর অৰ্দ্ধেক বলক্ষয় হইল।

লীলাময়ী আবার অশ্বচালনা করিয়া শিবজীর নিকটে আসিল, জিজ্ঞাসা করিল—"বীর! অকারণ কেন আর নির-পরাধি মাওয়ালী সৈন্যগণের রক্তপাত সন্দর্শন করিবে? যুদ্ধ সাধ মিটিয়াছে তো?"

এই তীব্রোক্তি শিবজীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বৃশ্চিক দংষ্ট্রের ন্যায় লাফাইয়া উঠিলেন। যেন শত শত বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। তিনি উত্তর দিলেন—"রক্তপাত সন্দর্শনে যদি দুঃখিতা হও, তবে রণবেশ ধারণ করিয়া উহার কলঙ্ক আরোপণে এত প্রয়াস কেন? যাও—ফিরে যাও, মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করগে। মিছা আমায় বিরক্ত করিও না।"

মৃদুহাসি হাসিয়া লীলাময়ী আবার আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যসারি মধ্যে উপস্থিত হইল।

শিবজীর এখন সাত জন মাত্র মাওয়ালী সৈন্য অবশিষ্ট। দস্যু-সেনা দ্বাদশ জন।

সহসা লীলাময়ীর সঙ্কেতানুসারে পঞ্চজন দস্যু-সেনা যুদ্ধ হইতে বিরত হইল। বাকি সপ্তজন পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

পাঠক! সামান্য ব্যাপার এত বৃহৎ করিয়া বর্ণনা করিতেছি কেন? এ বিষয়ে আপনার আপত্তি হইতে পারে। আমি কি বলিব? কি উত্তর দিব? ইহার কোন উত্তর নাই। কেন যে বাড়াইতেছি, তাহা যিনি না বুঝিবেন—তাঁহাকে বুঝান দায়। নাস্তিককে "ঈশ্বর আছেন" ইহা বুঝান কিছু শক্ত।

যাহাহউক কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া শিবজী আবার বন্দী হইলেন। এবার তাহার শরীর ক্ষত বিক্ষত। অঙ্গের প্রায় সকল স্থান দিয়াই শোণিতস্রাব বহিতেছে। তিনি অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন।

লীলাময়ী, চারিজন রক্ষীকে শিবজীর দেহ বহনপূর্ব্বক দুর্গ মধ্যস্থ আপনার বাসভবনে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ।

লীলাময়ী এইরূপে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া দুর্গ-প্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্গাবতী, সংযুক্তা ও কমলাবতী নাম্নী লীলাময়ীর তিন জন সখী ছিল। তাহারা সকলেই অবিবাহিতা এবং লীলাময়ীর ন্যায় বীর্য্যবতী। সখীগণ শিবজীর সহিত এই ক্ষুদ্র রণের বিষয় কেহই অবগত ছিল না। তাই প্রাতঃকালে তাহারা লীলাময়ীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল।

সখীগণ জানিত, লীলাময়ী যথার্থই লীলাময়ী। তাহার লীলা এ পর্য্যন্ত কেহই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। লীলা-ময়ী কখন কি অভিপ্রায়ে কোথায় গমন করিত, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। সখীগণ কখন কখন লীলাময়ীর সহযোগিনী হইত।

লীলাময়ী নানা বেশ পরিধান করিত। কখন পুরুষ বেশ, কখন স্ত্রী বেশ ধারণ করিয়া আপনার কৌশলজাল বিস্তার করণার্থ নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত।

এখন লীলাময়ী কোথায়? ঘাট পর্ব্বতমালার উপরে বিজয়পুরাধিপতির অনেকগুলি দুর্গ ছিল। তাহাতে সকল সময়ে সৈন্য থাকিত না। আর তাহারই মধ্যে একটী দুর্গে—একটী অন্ধকার প্রকোষ্ঠ মধ্যে লীলাময়ী প্রবেশ করিতেছে। হস্তে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ। পরিধানে মুসলমান পুরুষবেশ।

লীলাময়ী সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, ক্ষুদ্র প্রদীপের আলোকে একটী অশীতিপর বৃদ্ধ দৃষ্টিগোচর হইল। বৃদ্ধের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ!

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ও?"

লীলাময়ী উত্তর দিল—"আমি।"

পরিচিত স্বর শুনিয়া বৃদ্ধ আর কোন কথা কহিলেন না। লীলাময়ী কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া বৃদ্ধের নিকট আসিয়া বসিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—"লালজী! এ দিককার সকল মঙ্গল?"

লীলাময়ীকে বৃদ্ধ লালজী বলিয়া জানিত। কারণ লীলাময়ী বৃদ্ধকে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। নিজ নাম ধাম প্রকাশ করে নাই। এই স্থানে কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব ঘটনা বর্ণনা নিতান্ত প্রয়োজন।

দুরাত্মা ঔরঙ্গজেব নিজ পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করে। সেই সময় বিজয়পুরাধিপতি একদিন ঘাট পর্ব্বতমালার প্রান্তভাগে নিবিড় জঙ্গলময় প্রদেশে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। কয়েকটী বন্যবরাহের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া তিনি অবশেষে দুইটী উন্নত গিরিশৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী কোন গিরি-

শঙ্কটের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এই স্থান সম্পূর্ণ নির্জ্জন, কোথাও জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় না; হইবারও কোন আশা ছিল না। বিজয়পুর-পতির সৈন্য সকল তাঁহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। তিনি বরাহগণের বধসাধনে অপারক হইয়াও এই গিরিশঙ্কটের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখিলেন যে, এক জন ক্ষত্রিয় সেই স্থান দিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া পার্শ্বস্থিত কোন গুহায় লুক্কায়িত হইল। দর্শনমাত্র তিনি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিলেন। কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার সৈন্যগণ সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন এবং করিলেন "নিশ্চয়ই কোন ক্ষত্রিয়রাজের চর এ প্রদেশে আসিয়া আমাদিগের দুর্গ সকলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, —নহিলে সে যদি কেবলমাত্র একজন ভ্রমণকারী হইত, তাহা হইলে আমায় দেখিবামাত্র পলায়ন করিবে কেন? বিজয়পুরাধিপতির এই কথায় সকলের বিশ্বাস জন্মিল। সকলেই ব্যগ্রভাবে চর কোন্ দিকে প্রস্থান করিয়াছে বা কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সৈন্যগণের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা সম্মুখস্থ গুহা দেখাইয়া দিলেন।

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দুই তিন জন সাহসী পাঠান, উন্মুক্ত অসি হস্তে সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না; তাহাকে পাওয়া গেল না। বিজয়পুরাধিপতি আদেশ করিলেন—"তোমরা জন কয়েক এই স্থানে পালাক্রমে দণ্ডায়মান থাক। আমি অন্যান্য অনুচরবর্গের সহিত দুর্গে

ফিরিয়া গিয়া তোমাদের খাদ্য ও পানীয় প্রেরণ করিতেছি। যতদিন না তাহাকে পাওয়া যাইবে, ততদিন আমার মন শান্ত হইবে না; নিশ্চয় এ প্রদেশে কোন রাজার চর প্রেরিত হইয়াছে।"

এইরূপে যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া বিজয়পুরাধিপতি প্রস্থান করিলেন। পঞ্চদশ জন সৈন্য সেই স্থানে এক প্রকার নিরাহারে অষ্ট দিবস অতিবাহিত করিল। নবম দিবসে, প্রাতঃ-কালে একজন লোক সেই গুহা হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, সম্মুখে যমদূতের ন্যায় পাঠান সৈন্যদ্বয় উন্মুক্ত অসি হস্তে প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। আগন্তুক পাঠান সৈন্যদ্বয়কে দেখিয়াই ভীত হইয়া পুনরায় গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রহরীদ্বয় যথেষ্ট সতর্ক ছিল বলিয়া তিনি পলায়ন করিতে পারি-লেন না।

আগন্তুক ধৃত হইলে দেখা গেল, তিনি একজন অশীতিপর বৃদ্ধ—পক্ককেশবিশিষ্ট। সৈন্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে বন্দীকৃত করিয়া বিজয়পুরাধিপতির নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধের নিকট গুটিকতক বহুমূল্য হীরক পাওয়া গেল। ইহাতে বিজয়পুরাধিপতির সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হইল। কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন যে হিন্দুরাজগণ পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে অনেক বহুমূল্য হীরক ভোগদখল করিয়া থাকেন। সুতরাং বৃদ্ধকে তিনি সামান্য চরের ন্যায় না ভাবিয়া কোন উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তি মনে করিলেন। সেই অবধি বৃদ্ধ বন্দীকৃত হইয়া আছেন।

বৃদ্ধ লালজীকে দেখিতে পাইলে বড় সন্তুষ্ট হইত। লালজী বৃদ্ধকে মুক্ত করিয়া দিবে আশা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া বৃদ্ধ

তাহার আগমনে বড়ই প্রীত হইত। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"লালজী! এদিককার সকল মঙ্গল।"

লীলাময়ী—"মঙ্গল আর কই? মঙ্গলত কিছুই দেখিতে পাই না। প্রহরীরা বড় সতর্ক। ঘুষ দিয়ে, অনেক কষ্টে, তবে, এখন প্রবেশ কর্‌তে হয়।"

বৃদ্ধ। তবে কি আমার মুক্তির কোন আশা নাই?

লীলাময়ী। কিছু ত বুঝিতে পারি না।

বৃদ্ধ। তবে তুমি কেন আর এ মুসলমান বেশ পরিধান কর? তুমি বয়সে আমার প্রপৌত্রের সঙ্গে বোধ হয় সমান। কিন্তু তোমার মত বন্ধু আর আমি দেখিতে পাই না। তুমি আমার জন্য জঘন্য, ঘৃণ্য, যবনের বেশ পরিধান কর। গুপ্তভাবে আমায় সুখাদ্য আহার করাও, নহিলে এতদিবস হয় ত আমায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত।

লীলাময়ী। দাদা, ঐসব কথাই তুমি রোজ রোজ আমায় বল; কেন, আর কি কথা নেই?

বৃদ্ধ। দেখ লালজী! তুমি যখন আমায় "দাদা" "দাদা" বলে ডাক, তখন আমার আবার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয়। সে আজ অনেক দিনের কথা তোমায় বল্‌চি; একদিন আমায় যবন প্রহরীটা গোস্ত খাওয়াতে এসেছিলো। আমি কত কাকুতি মিনতি করলেম, বল্লেম—"আমি তিন দিন জলস্পর্শ করি নাই; একজন হিন্দু ব্রাহ্মণকে কিম্বা কোন রাজপুত-বালককে দিয়ে আমার খাবার পাঠিয়ে দাও।" নিষ্ঠুর প্রহরী আমার কথা শুনে হেসে উঠ্‌লো, আর বল্লে—"যদি তুমি এই গোস্ত খাও, তবে তোমায় ছেড়ে দেব।"

লীলাময়ী। তার পর? তার পর দাদা! তুমি কি কল্লে?

বৃদ্ধ। আমি আর কর্‌বো কি লালজী! তুমি কি মনে কর্‌চো, আমি প্রাণের দায়ে অখাদ্য কুখাদ্য গুলো আহার করে-ছিলাম? না, তা, নয়। আমি সে দিন কিছু খেলাম না। অনাহারে শরীর অবশ হয়ে এলো—আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লেম।

লীলাময়ী। তার পর?

বৃদ্ধ। তারপর দিন একটা পাঠান সেনাপতি কারাগারের তত্ত্বাবধারণ করিতে আসিয়াছিল। আমি অতি ক্ষীণস্বরে তাহার নিকট আমার অনাহারের কারণ বর্ণনা করিলাম। যেই বলা, অমনি প্রহার—

লীলাময়ী। কাকে? তোমাকে দাদা? বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর করিল—"না," না, আমাকে কেন? আহা! আমাকে মার্‌লে তোমার কষ্ট হয়? তুমি পর, কিন্তু পর হয়েও তুমি আমায় যে রকম ভালবাস, এমন ভালবাসা আমি কখন পাইনি। আমার তিন চার ছেলে আছে, দশ বার জন পৌত্র আছে, পাঁচ ছয় জন তোমার বয়িসী প্রপৌত্র আছে, কই তারা তো আমায় এত ভালবাসে না। তারা নির্ব্বিঘ্নে আমার অতুল সম্পত্তি ভোগ কচ্চে, কই তারাতো আমার একদিনও খোঁজ করে না—"

বাধা দিয়া লীলাময়ী কহিল—"আহা! আমি যদি তোমার প্রপৌত্র হইতাম, তাহা হইলে তোমার এত কষ্ট—"

মৃদু হাসি হাসিয়া বৃদ্ধ কহিল—"তা জানি দাদা! তা জানি, কিন্তু ভগবানের নিয়ম তা নয়। তুমি যদি আমার প্রপৌত্র হইতে, তাহা হইলে তোমার মনের গতিও এরূপ হইত না। তুমি ঐশ্বর্য্য মদেই মত্ত থাকিতে—"

লীলাময়ী। কেন, দাদা! আমার ঐশ্বর্য্য কি কম?

বৃদ্ধ মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তোমার ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমার সহিত তুলনীয় নহে। আমি কুবেরের ধনের অধিকারী, আমার যাহা আছে, তাহার লক্ষ অংশের একাংশও মোগল সম্রাটের নাই।"

লীলাময়ী। তুমি এত ধন কোথায় পাইলে, দাদা?

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"সে অনেক কথা।"

লীলাময়ী। আমায় বলিতে কি তোমার ক্লেশ হয়?

বৃদ্ধ আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"না, তোমায় বলিতে আমার কষ্ট হয় না। মৃত্যুকালে তোমায়ই বলিয়া যাইব। কারণ, এখন তোমায় সে গুপ্তকথা বলিতে আমার অধিকার আছে কিনা আমি জানি না।"

লীলাময়ী। "দাদা! আমি তোমার কথার ভাব বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ আবার হাসিয়া কহিল—"সে কথা না বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না।"

ব্যগ্রভাবে লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল—"বল না দাদা! আমায় সে কথা বল না?"

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। তার পর বলিলেন—"তবে শুন। দেখ এই ভারতবর্ষে এমন কোন স্থান আছে, যথায় দেবরাজ ইন্দ্রও আপনার স্বর্গের নন্দনকানন পরিত্যাগ করিয়া দিন কয়েক বাস করিতে বাসনা করেন। সেথায় চিরবসন্ত বিরাজমান। স্বর্গের নন্দনকাননও তাহার কাছে তুচ্ছ। এই

স্থানের চতুর্দ্দিকে অত্যুন্নত পর্ব্বতমালা। মানব-চক্ষুর অগোচর একটী মাত্র গুপ্তদ্বার আছে। যদ্দ্বারায় তথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারা যায়।

লীলাময়ী। ভারতবর্ষের আর কেহ কি সে গুপ্তস্থান জানেন না?

বৃদ্ধ। না—তিন জন ব্যতিত সে গুপ্ত স্থানের বিবরণ আর কেহ জানেন না। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে তিন জনের অধিক আর কাহাকেও সে স্থানের গুপ্ত বিবরণ জ্ঞাত করা হইবে না। সেই তিন জনের মধ্যে আমি একজন। আমি সেই দ্বিতীয় স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারি; আরও দুইজন পারেন। তথায় পর্ব্বত গুহায় এত অমূল্য হীরক আছে যে তার একখানি আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিলে একজন লোক চার পাঁচ পুরুষ রাজার ন্যায় কালযাপন করিতে পারেন।

লীলাময়ী। দাদা! তুমি আমায় সেই গুপ্তস্থানের বিবরণ বলিবে?

বৃদ্ধ। বলিব—মৃত্যুকালে বলিব। আর অধিক কোন কথা হইল না। দুর্গাধ্যক্ষ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। দুর্গাধ্যক্ষকে দেখিয়া লীলাময়ী ব্যগ্রভাবে বৃদ্ধের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
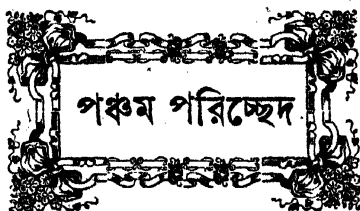
দুর্গাধ্যক্ষ।

দুর্গাধ্যক্ষ বাহিরে দণ্ডায়মান ছিল। লীলাময়ীকে দেখিয়া কহিল—"দিলজান! আবার তুমি এ বেশ পরে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছ?"

লীলাময়ীকে দুর্গাধ্যক্ষ দিলজান বলিয়া জানিত। কারণ লীলাময়ী খাঁ সাহেবের নিকট তাই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

লীলাময়ী খাঁ সাহেবের কথায় কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে চলিল। খাঁ সাহেব পশ্চাতে ছিলেন, ভাবিলেন, দিল্‌জান তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি লীলাময়ীর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিল্‌জান! আমার উপর রাগ করিয়াছ? আমি ত তোমায় কিছু বলি নাই।"

লীলাময়ী বিরক্ত হইয়া কহিল—"খাঁ সাহেব! আজ থেকে তোমার কাছে বিদায়। আমি আর এখানে আস্‌বোনা।" এই

পর্য্যন্ত বলিয়া লীলাময়ী একবার খাঁ সাহেবের দিকে চাহিলেন। সেই আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নের বিজলী-বিকাশে খাঁ সাহেবের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। সেই নয়ন-বাণে তিনি মুগ্ধ হইলেন। সহসা তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন দিল্‌জান! আমি তোমার কি করেছি?" লীলাময়ী আরও বিরক্তভাবে কহিল—"তুমি আমার কি করেছো? তুমি স্বার্থপর—তাই ওকথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো। বুড়োর কাছে দু'দণ্ড বসে গল্প করিতেছিলাম, তাহার গুপ্ত কথা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তুমি কেন বাধা দিলে?"

খাঁ সাহেব উত্তর দিলেন—"জান! তোমাকে এক দণ্ড যদি না দেখ্‌তে পাই, আমার প্রাণ কেমন করে। তোমায় যে কত ভালবাসি, জান! তা খোদাই জানেন।"

লীলাময়ী। ছাই ভালবাসো। যদি ভালবাস, তবে আমায় সন্দেহ কর কেন? ঐ বুড়োটা আমায় পুরুষ ব'লে জানে। ও মনে করে, আমি একজন ক্ষত্রিয় যুবা। আমার নাম "লালজী।" আমার হাতে খায়, ওর জাত মেরে দিয়েছি। বুড়ো আমায় বড় বিশ্বাস করে। তুমি যদি না যেতে, তা হ'লে আজ নিশ্চয় জেনে নিতুম, যে, কেন বুড়ো অমন নির্জ্জন স্থানে ঘুর্‌ছিল। কোন রাজার চর হ'য়ে এসেছিল কি না? অমন দামী হীরে পেলে কোথায়? তা তুমিত আমার কথা শুনবে না—ছি।"

খাঁ সাহেব। দিল্‌জান! তুমি যে পর্য্যন্ত থেকে আমার নয়ন-পথের পথিক হয়েছো, সেই পর্য্যন্তই আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হয়েছে। তোমার ভাবনা ভেবে ভেবেই আমি

পাগল, তা তো তুমি একবারও ভেবে দেখ্‌বে না। তুমি এয়েচো শুনে, আমি সমস্ত রাজকর্ম্ম ফেলে ঐ চাঁদমুখ খানি দেখিতে এতদূর দৌড়ে এসেছি। আহা! তোমায় দেখ্‌লে আমার কত আহ্লাদ হয়, আমি গোলে যাই; কিন্তু তুমি আমায় কেন দেখ্‌তে পার না। আমায় দেখ্‌লে কত রাগ কর। জান! তুমি আমার ভালবাসায় বিশ্বাস কর না?

লীলাময়ী মধুর হাসি হাসিয়া উত্তর দিল—"খাঁ সাহেব, তুমি যে আমায় কত ভালবাস তা জানি; আর আমি যে তোমায় কত ভালবাসি তা বিধাতা জানেন। কিন্তু খাঁ সাহেব! এত ভালবাসার ভিতরে এত গোলমাল কেন? তুমি আমার স্বামীটাকে কেটে ফেল্‌তে পার?"

এই কথা শুনিয়া খাঁ সাহেব অতিশয় আহ্লাদিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, সেকি তোমায় ভালবাসে না?"

লীলাময়ী আবার অভাগা খাঁ সাহেবের উপর একটী নয়নবাণ হানিয়া উত্তর দিল—"না, খাঁ সাহেব! তা নয়, তা নয়। সে আমায় খুব ভালবাসে, সে আমায় না দেখ্‌লে পাগল হয়, কিন্তু আমি কি তোমার চেয়ে তাকে ভালবাস্‌তে পারি? সে একটা হতভাগা জানোয়ার। না জানে কথা কইতে, না জানে যুদ্ধ কর্‌তে। তাকে দেখ্‌লেই আমার ঘৃণা হয়। আহা! তুমি যদি আমার স্বামী হতে"—আবার সেই আকর্ণ-বিস্তৃত নয়নের বিজলী-বিকাশ হইল।

খাঁ সাহেব হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"জান এ কথা তুমি আমায় এতদিন বলনি কেন? আমি যদি জানতুম্ যে তুমি তার উপর অসন্তুষ্ট, তাহলে কি তার মাথা থাক্‌তো?"

লীলাময়ী কহিল—"খাঁ সাহেব! তুমি যে একজন বড় যোদ্ধা তা কি আর আমি জানিনে? তোমার বীরত্বের কথা যেখানে সেখানে শুন্‌তে পাই। শুনেছি মোগল সম্রাটও তোমায় ভয় করেন। আচ্ছা খাঁ সাহেব! বিজয়পুরাধিপতির এমন কটা দুর্গ আছে?"

খাঁ সাহেব। কোথায় দিলজান?

লীলাময়ী। এই পাহাড়ের উপরে।

খাঁ সাহেব। তা প্রায় আটটা দশটা হবে তো কম নয়।

লীলাময়ী। এক এক্‌টা দুর্গ রক্ষার জন্য কত লোক থাকে?

খাঁ সাহেব। কোন্ সময়ের কথা শুন্‌তে চাও? সকল সময় সমান থাকে না তো জান!

লীলাময়ী। আচ্ছা—আজ কাল কত আছে? খাঁ সাহেব একটু সন্দিগ্ধচিত্তে লীলাময়ীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন? ওসব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌চো কেন, দিল্‌জান?"

"এই আমি তোমাদের দুর্গ কেড়ে নেব তাই।"

লীলাময়ী এই বলিয়া মধুর হাসি হাসিল। সে হাঁসিতে খাঁ সাহেবের সন্দেহ ঘুচিল। তিনি উত্তর দিলেন—"এই এখন এক এক্‌টা দুর্গে তিনশো চারশো ক'রে সৈন্য আছে; অতি শীঘ্রই প্রত্যেক দুর্গে তিন চার হাজার করে সৈন্য আস্‌বে। বিজয়পুরাধিপতি এখন মোগল সম্রাটের ভয়ে, ঘাটপর্ব্বতের দুর্গ গুলি থেকে সব সৈন্য নামিয়ে নিয়ে গেছেন। শুন্‌চি নাকি এখন যুদ্ধ হবে না। তা যদি না হয়, তা হলে আবার বহুসংখ্যক

সৈন্য নিয়ে তিনি, ঘাটপর্ব্বত-মালার যে কোন দুর্গ মধ্যে এসে বাস করবেন।"

এই সময় লীলাময়ী এবং খাঁ সাহেব, খাঁ সাহেবের গৃহের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, তিনি কহিলেন—"জান! আমার ঘরে খানিক ক্ষণ ব'সো।"

লীলাময়ী তাহাতে অসম্মত ছিল না, ধীরে ধীরে খাঁ সাহেবের গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। খাঁ সাহেবও কহিলেন—"দিলজান! ও পোষাকে তোমায় ভাল দেখায় না। একবার সেই পোষাকটা দেখাও।"

লীলাময়ী হাস্যমুখে আপনার উপরকার বস্ত্র পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে লালাজি মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া, দিলজান মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। বা লীলাময়ি! তুমি এত লীলাও জান?

লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল—"খাঁ সাহেব! বুড়োকে কেমন করে ধরেছিলে, কোথায় কি অবস্থায় বন্দী করেছিলে, তা ত সব শুনেছি, কিন্তু কেন বুড়ো ওখানে ঘুরছিল, তা ত জান না।"

খাঁ সাহেব ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন--"তুমি তা জান না কি?"

লীলাময়ী। কেমন করে আর জানবো, তুমি জানতে দিলে কই। আজ যে রকম বাগিয়ে এনেছিলেম, তাতে বোধ হয় বুড়ো সব কথা বলে ফেলতো।

খাঁ সাহেব ও সকল কথায় মনযোগ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিলজান! কবে তুমি আমার হবে?"

লীলাময়ী। যবে তুমি আমার স্বোয়ামীকে বধ করতে পারবে।

প্রফুল্লচিত্তে খাঁ সাহেব উত্তর দিলেন—"তাঁর আর ভাবনা কি? তুমি আজ অনুমতি কর, আজই আমি কাজ রফা করতে পারি।"

লীলাময়ী। তা পারবে না। কঙ্কণ প্রদেশের প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুদলের সহিত আমার স্বামীর বিশেষ পরিচয় আছে। তাহারা তাঁহার সহায় হইবে—তাঁহার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিবে।

খাঁ সাহেব। জান্! তার জন্য বড় ভয় করি না। তুমি ত শুনিয়াছ, আমার ভয়ে দিল্লীর সম্রাট পর্য্যন্ত সর্ব্বদা শঙ্কিত। আমি কি সামান্য দস্যুদলকে ভয় করি?

লীলাময়ী। খাঁ সাহেব! সব জানি, সব সত্য, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক কি না, তাই আমার ভয় হয়, যুদ্ধ করিতে গেলে পাছে তোমার কোন অমঙ্গল হয়। তোমার কোন অমঙ্গল হ'লে কি আর প্রাণে বাঁচবো?

খাঁ সাহেব। কেন, দস্যুদল কি অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত?

লীলাময়ী। আমার ত বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আমার স্বামী বলেন "বিজয়পুরাধিপতিও তাহাদের বশ করিতে পারেন নাই।" আমার বোধ হয় খাঁ সাহেব তুমি একবার গেলেই, তোমার নাম শুনে, ভয়ে তারা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হুঃ—দস্যুরা আবার যুদ্ধ করবে।

খাঁ সাহেব। জান! দস্যু সেনা কত?

লীলাময়ী। কত আর হ'বে? জোর দু শ তিন শ। তোমার দুর্গে এই এখন যত সৈন্য, এই নিয়ে গেলেই তাদের সব বন্দী করতে পারবে।

খাঁ সাহেব। দিল্‌জান! আজ আমার বড় আমোদের দিন। তুমি আপনি আপনার ঘরের খবর বলে দিচ্ছো, এতে যে আমার কত ফুর্ত্তি হচ্ছে, তা আর কি বল্‌বো। আচ্ছা দিল-জান! তোমার স্বোয়ামীকে হত্যা কর্‌লে, আর ঐ দস্যুদলটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কর্‌তে পার্‌লেই তোমার মনের সাধ মেটে?—তা হ'লেই তুমি আমার হবে?

লীলাময়ীর চঞ্চল কটাক্ষে বিজলী খেলিল। খাঁ সাহেব তাহাতে গলিয়া জল হইয়া গেলেন।

আরও অনেকক্ষণ অনেকানেক কথাবার্ত্তার পর খাঁ সাহে-বকে রূপে মজাইয়া—তাহার হৃদয়ে বিষাঙ্কুর রোপিত করিয়া লীলাময়ী প্রস্থান করিল।
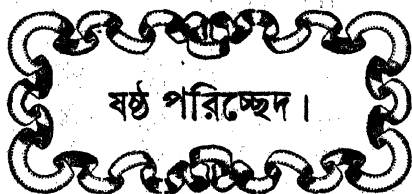
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কথোপকথন।

শিবজী ক্ষুদ্ররণে পরাজিত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত রক্তস্রাবে তিন দিন অচৈতন্য ছিলেন। এই তিন দিন লীলাময়ী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবজীর সেবা শুশ্রুষা করিয়াছিল। চতুর্থ দিনে শিবজী চক্ষুরুন্মিলন করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া লীলাময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছে। বদনকমল মলিন, বিষাদ কালিমাময়ী মূর্ত্তি লইয়া আপাতমধুরতাময়ী দস্যুকন্যা রোগীর শুশ্রুষায় যত্নবতী।

শিবজী একবার চক্ষু চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"একি স্বপ্ন? না কোন দেববালা?" অনেকক্ষণ ধরিয়া, তিনি এইরূপ ভাবিলেন। একে একে সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল। আবার একবার চক্ষুরুন্মিলন করিলেন। দেখিলেন, পার্শ্বদেশ আলো করিয়া লীলাময়ী তাঁহার কাছে বসিয়া আছে।

অতি ক্ষীণস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?"

নম্র, মধুর, বীণাবিনিন্দিত স্বরে লীলাময়ী উত্তর করিল—"আমি লীলাময়ী—আপনার দাসী।"

শিবজী অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। অধিক মস্তিষ্ক চালনায় আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন। লীলাময়ী ক্রন্দন করিতে লাগিল।

এই সময়ে একজন বৃদ্ধ সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। লীলা উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন—"লীলা! ইনি কেমন আছেন?"

নতমুখে লীলাময়ী কহিল—"এই কতক্ষণ বৈদ্য আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই।"

বৃদ্ধ। দেখ মা! তোমার বুদ্ধিবলে এখনও আমার দস্যুদল একতা সূত্রে গ্রথিত আছে; কিন্তু আমার দেহ ভগ্নপ্রায়—আর অধিক কাল পৃথিবীতে বোধ হয় থাকিব না। এই বেলা বিবাহ করিয়া তোমার স্বামীকে আমার পদে অধিষ্ঠিত কর। আমি দেখিয়া সুখে দেহ পরিত্যাগ করি।"

লীলাময়ী কোন কথা কহিল না; কেবল মাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা শয্যাশায়ী শিবজীকে দেখাইয়া দিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিলেন যে কি গুণে, গুণবতী লীলাময়ী শিবজীকে দেখিয়া মজিয়াছে?

অনেকক্ষণ পরে আবার লীলাময়ী সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল—"পিতঃ! একটা শুভ সংবাদ আছে। আমি অল্প দিনের মধ্যেই বিজয়পুরাধিপতির পার্ব্বতীয় দুর্গের মধ্যে একটী অধিকার করিয়া লইব।"

বৃদ্ধ। কেমন করিয়া? যুদ্ধে না কৌশলে?

লীলাময়ী। কৌশলে। বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হইবে না, জনপ্রাণিরও জীবন হানির কোন আশঙ্কা নাই।

বৃদ্ধ। কি প্রকার কৌশলে?

লীলাময়ী। এই দুর্গের অধ্যক্ষ, দস্যুদল দমন করিতে চাহেন। আমি কৌশলে তাঁহাকে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাইয়াছি। তাঁহাকে বলিয়াছি আমি দস্যুদলের বাসস্থান দেখাইয়া দিব। তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত এবং বন্দীকৃত করিবেন।

বৃদ্ধ। হাঁ বুঝিয়াছি। দুর্গাধ্যক্ষ সসৈন্যে বাহির হইয়া আসিলেই, আমরা অপর দিক হইতে দুর্গ আক্রমণ করিব।

লীলাময়ী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি-সূচক-ভাব প্রদর্শন করিল। বৃদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। লীলা আবার শিবজীর পার্শ্বদেশ আলো করিয়া রোগীশয্যায় উপবেশন করিল।

সে দিন, সে রাত্রি, অতিবাহিত হইল, তথাপি শিবজী চক্ষুরুন্মিলন করিলেন না। লীলা মূহুর্মূহু তাঁহার নাসিকা-রন্ধ্রে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিতে লাগিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস নিপতিত হইতেছে কি না। লীলা আবার ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে শিবজী চক্ষু চাহিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে সেই দেবী-প্রতিমা। রক্তাভ ওষ্ঠাধরে দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। আহা! তাহাতে তাহাকে কত সুন্দর দেখাইতেছে!

শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায়।"

লীলাময়ী। দস্যুর আবাস-মন্দিরে।

শিবজী। কেন, আমি কি করিয়াছি? তুমি কে?

লীলাময়ী। আপনি দস্যু দলের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বন্দী হইয়াছেন,—

শিবজীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, দেহে বল-সঞ্চার হইল—তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন। সদম্ভে কহিলেন—"কি আমি বন্দী! দস্যুদল নির্ম্মূল করিব।"

লীলাময়ী মনে মনে শিবজীর যথেষ্ঠ প্রশংসা করিল, মনে মনে তাঁহাকে পতীত্বে বরণ করিল। তারপর বলিল—কি ছার দস্যুদল! আপনি চেষ্টা করিলে দিল্লীর মোগল সম্রাটকেও ভারত হইতে বিদূরিত করিতে পারেন।

শিবজী অনেক ক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। একে একে তাঁহার সকল কথা স্মরণ হইতে লাগিল। সেই ক্ষুদ্র নদীর ধারে লীলাময়ীর সহিত সাক্ষাৎ; সেই রায়দেও কর্তৃক বন্দী হওয়া; সেই লীলাময়ীর সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ; সেই দুর্গপ্রাঙ্গণে পঞ্চদশ জন দস্যুসেনার সহিত ক্ষুদ্র রণ ইত্যাদি সকল বিষয় একে একে তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল। শিবজী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"দস্যুদল আমায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে কেন?"

লীলাময়ী। দস্যুদল আপনার ন্যায় একজন বীরের সাহায্য প্রার্থনা করে। আপনি তাহাদিগের নেতা হইলে, তাহারা অনায়াসে অনেক রাজ্য জয় করিতে সক্ষম হইবে।"

শিবজী। তবে আমি বন্দী কেন?

লীলাময়ী। আপনি বন্দী নহেন। দেখুন তাহারা আপনাকে

অসুস্থাবস্থায় এই সুসজ্জিত গৃহে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান করাইয়াছে। আপনি রোগমুক্ত হইলেই আপনাকে তাহাদিগের নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করিবে।

শিবজী আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তার পর কহিলেন—"তুমি কে? তোমার কত প্রকার রূপ?"

নতমুখে লীলা উত্তর দিল--"আমি আপনার দাসী—আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা।"

শিবজী। তুমি কত প্রকার রূপ ধারণ করিতে সমর্থ। ক্ষুদ্র বনস্থলী পার্শ্বে যখন তোমায় দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার ভুবনমোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম বিধাতার নন্দনকাননের নব প্রস্ফুটিত পারিজাত-কুসুম; যখন তোমায় কারাগারে দেখিলাম, তখন তুমি কত সুন্দর! দেখিলাম —"অপূর্ব্ব দর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, আমার জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তোমাকে দেখিয়া প্রথমে চমকিত হইলাম—শিহরিয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্র বারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলাম।" তাহার পর তুমি আমায় সামান্য চোরের ন্যায় পলায়ন করিতে কহিলে; আমি ঘৃণায় তোমার সহিত আর বাক্যালাপ করিব না বলিয়া, পশ্চাৎ ফিরিলাম। তুমি ধীরে২ আসিয়া আমার হস্তধারণ করিলে—নতমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলে; আমি জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কারণ বলিলে না। তখন তোমায় অন্য মূর্ত্তিতে দেখিলাম; দেখিলাম—"রোষ-গর্ব্ব-বিশিষ্টা, কুঞ্চিত-ভ্রূ, বীচিবিক্ষেপ-কারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই; কুসুম-কুমারী বালিকা আমার হস্তধারণ করিয়া নতমুখে ক্রন্দন

করিতেছে।” তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোনরূপে প্রশংসনীয়? কত রূপ তুমি ধারণ করিতে পার? দুর্গপ্রাঙ্গণে তোমার সেই বীরাঙ্গনা বেশ দেখিয়া, ভাবিলাম 'তুমি কে?' আবার তোমায় এখন দেখিতেছি, জিজ্ঞাসা করিতেছি—'তুমি কে?'

লীলাময়ী। বলিয়াছি তো, আমি আপনার দাসী, প্রবল প্রতাপান্বিত দস্যুকন্যা—লীলাময়ী।

শিবজী। তোমার পিতা 'প্রবল প্রতাপান্বিত' তাহা আমি এখন বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি কত সুন্দর। তোমার রূপ অনন্ত! তোমার ক্ষমতা অসীম!! লীলাময়ী! কোন্ গুণে তুমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছ? কোন্ গুণে আমার ন্যায় নির্গুণের সেবা শুশ্রূষায় তুমি রত? আমার কি গুণ আছে বল? আমি পঞ্চদশ জন সৈন্য লইয়াও তোমার পঞ্চদশ জনের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলাম; সামান্য দস্যুদলের হস্তে বন্দী হইলাম; আমার কি আছে, লীলাময়ী?

লীলাময়ী। আপনার যাহা আছে, তাহা সাধারণ মানবের নাই। আপনার যে পরাক্রম আছে, আমাদের সমস্ত দস্যুসেনার মধ্যে এক জনেরও সে পরাক্রম নাই। আপনি যদি নির্গুণ, তবে সগুণ কে?

এই সময় বৈদ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল—“মহাশয়! আজ একবার নাড়ী পরীক্ষা করুন দেখি?”

বৈদ্যরাজ অনেক ক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। শেষে

বলিলেন—“একি? এ যে জ্বরের লক্ষণ দেখি, কোন প্রকার উত্তেজনা হইয়াছিল কি?”

লীলাময়ী ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিল—“হাঁ—হইয়াছিল বটে। তাহাতে কি বিশেষ কোন হানি হইয়াছে?”

বৈদ্য। না—তা’—এমন কি? তবে হানি কিছু হইলেও হইতে পারে—

অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে লীলাময়ী কহিল—“অ্যাঁ—বলেন কি? আপনি এখনি যাহা হউক একটা উপায় করুন, আমি আপনাকে বিংশতি স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক দিব।”

বৈদ্যরাজ আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

বৈদ্যরাজ প্রস্থান করিলে পর লীলাময়ী আবার শিবজীর নিকট আসিয়া বসিল।

শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন—“লীলাময়ি! তুমি আমার সেবা শুশ্রুষা কর কেন?”

মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া লীলাময়ী উত্তর করিল—“আমার ইচ্ছা হয় তাই করি।”

আর অধিক কোন কথা হইল না। শিবজীর অসুখের যন্ত্রণা বাড়িল, জ্বর হইল। তিনি আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
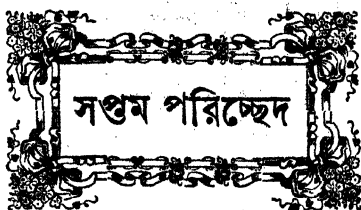
পরামর্শ।

বৈদ্যরাজের নিয়মিত চিকিৎসায় এবং লীলাময়ীর অবিশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষায় শিবজী দিন কয়েকের মধ্যে রোগ-বিমুক্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে শরীরে বল পাইলেন, অশ্বচালনে সক্ষম হইলেন।

এক দিন লীলাময়ী এবং শিবজী অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া দুর্গের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন; এমন সময় লীলাময়ীর সেই বৃদ্ধের কথা মনে পড়িল। লীলাময়ী শিবজীর দিকে চাহিয়া বলিল—"দেখ, ঐ পাহাড়ের উপর যে দুর্গটী দেখা যাইতেছে, ঐটিই আমি অধিকার করিতে চাই। তোমায় যে বৃদ্ধের কথা বলিয়াছিলাম, সেই বৃদ্ধ ঐ দুর্গে আবদ্ধ আছেন। দুর্গ অধিকৃত হইলে তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে পারিব। তিনি আমায় যে প্রকার ভালবাসেন তাহাতে বোধ হয়, তিনি দ্বিতীয় স্বর্গের গুপ্ত বিবরণ বলিলেও বলিতে পারেন। আমি দুর্গাধ্যক্ষের সহিত কি

প্রকারে সদ্ভাব রক্ষা করিতেছি তাহাও তোমায় বলিয়াছি; কিন্তু সে অতি নির্বোধ, তাই লীলাময়ীর লীলা এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

শিবজী। তুমি না তাহার সহিত সে স্থান দেখিয়া আসিয়াছ?

লীলাময়ী। কোন স্থান?

শিবজী। যে গুহায় বৃদ্ধ ধৃত হইয়াছিল।

লীলাময়ী। হাঁ। কিন্তু তথায় চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী। অতি কষ্টে চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়াও একটি পথ আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। নিশ্চয় সেই গুহার মধ্যস্থলে কোন গুপ্ত দ্বার আছে—কিন্তু নিরাকারণ করা মানবের সাধ্য নহে।

শিবজী। যাহা হউক অদ্য আমি পুনায় ফিরিয়া যাই। ফিরিয়া আসিয়া যাহা হয় করিব।

লীলাময়ী। দেখিও, অধিক বিলম্ব করিও না। বিলম্বে জঞ্জাল বাড়িতে পারে। একবার দুর্গটি অধিকৃত হইলে আর আমি কাহাকেও ভয় করি না। কারণ, ঐ দুর্গটি যে প্রকার সুরক্ষিত, তাহাতে যদি ভিতরে দুই জন মাত্র সৈন্য থাকে, তাহা হইলে বহির্দ্দেশস্থ বিংশতি সহস্র সেনাকে পরাজিত করিতে পারে। বিশেষতঃ আমাদের দুর্গে কামান নাই, কিন্তু কামান ভিন্ন দুর্গরক্ষণের সুন্দর উপায় আর নাই।

শিবজী। আচ্ছা দুর্গাধ্যক্ষ খাঁ সাহেব যদি দলবলের সহিত বাহির হইয়া তোমার উপর কোন কারণে সন্দেহ করতঃ আবার ফিরিয়া আসেন?

লীলাময়ী। সে উপায় আমি স্থির করিয়াছি। খাঁ সাহেব জানেন আমার পিতা খুব বড়মানুষ। বিবাহের দিনে যদি আমার পিতা আমার সহিত পঞ্চদশ জন সখী আর বিংশতি জন শরীর রক্ষক প্রেরণ করেন, তাহা হইলে খাঁ সাহেবের সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই।

শিবজী। ও—বুঝিয়াছি! খাঁ সাহেব দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেই তাহারা দুর্গ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। খাঁ সাহেব ফিরিয়া আসিলেই শত্রু সৈন্যোপরি কামান বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে।

লীলাময়ী। হাঁ—কিন্তু একটী বিষম বাধা আছে। আমার সৈন্যগণের মধ্যে কামান ছুঁড়িতে কেহই জানে না। তুমি পুনায় ফিরিয়া গিয়া বিংশতি জন সৈন্য সংগ্রহ করিও। তাহাদেরই আমি শরীররক্ষক রূপে লইয়া যাইব।

শিবজী। আমার মাওয়ালী সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই কামান ছুঁড়িতে জানে, তাহাদেরই মধ্যে বিংশতি জন লইয়া আসিব। আচ্ছা কেল্লার ভিতরের কথা তো স্থির হইল; কিন্তু তুমি তো খাঁ সাহেবের সঙ্গে থাকিবে, তোমার উপর সন্দেহ করিয়া যদি,—

লীলাময়ী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"সন্দেহ করিয়া যদি আমায় বন্দী করে? খাঁ সাহেবের পুনর্জন্ম হওয়া আবশ্যক। আর যদিই সে আমায় বন্দী করে, তাহা হইলে আমায় উদ্ধার করিবার কি কেহ নাই? অন্ততঃ আমার স্বামী হইবার আকাঙ্ক্ষা যে রাখে, আমার জন্য সে অনায়াসে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবে। যদি না পারে, তাহা হইলে সে আমার স্বামী হইবার

উপযুক্ত নহে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া লীলাময়ী শিবজীর উপরে নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করিল। শিবজী সে নয়ন-বাণ সহ্য করিতে না পারিয়া ঢলিয়া পড়িলেন। কন্দর্পের শরে জর্জ্জরিত হইয়া লীলাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন।

শিবজীর এ প্রকার অবস্থা সন্দর্শনে লীলা তাঁহার নিকট হইতে পঞ্চ হস্ত দূরে সরিয়া গিয়া রোষকম্পান্বিত-লোচনে কহিল—"বীর! এ তোমার কি বিচার? জান না কি আমি এখনও অবিবাহিতা কুমারী।

শিবজী স্তম্ভিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব নিশ্চল ভাবে লীলাময়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন, সে ভুবন-ভুলানী মূর্ত্তি আর নাই, সে সহাস্য- বদন ঘুরিয়াছে। শিবজী চাহিলেন। লীলাময়ী আবার হাঁসিল,—হাঁসিয়া শিবজীকে বিদায় দিল। শিবজী পুনায় ফিরিয়া গেলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লীলাময়ীর তিন জন সখী ছিল। যতক্ষণ শিবজী লীলার সহিত পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, ততক্ষণ তাহারা দূরে দূরে থাকিয়া লীলার বিষয় নানা কথা কহিতেছিল। কেহ শিবজীর রূপের নিন্দা করিতেছিল। কেহ বলিতেছিল—"কি বল্‌বো ভাই! যার প্রতি যার মজে—"ইত্যাদি, কেহ শিবজীর বীরত্বের প্রশংসা করিতেছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল,— শিবজী এবং লীলাময়ীতে যেন কি একটা অসদ্ভাবের মত ঘটিয়াছে, লীলা পঞ্চ হস্ত দূরে সরিয়া আসিয়া রোষ-কম্পান্বিত লোচনে শিবজীর প্রতি চাহিয়া আছে, তখন তাহারা কোন একটা গোলমাল হইয়াছে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এ দিকে লীলা শিবজীকে বিদায় দিয়া অশ্বের গতি ফিরাইল। সখীগণ দ্রুতগতি অশ্বচালনা করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। লীলা হাসিয়া কহিল—"সংযুক্তা! আজ আমার বড় সুখের দিন।"

সংযুক্তা। কেন?

লীলাময়ী। যিনি আমার স্বামী হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন, তাঁহাকে আমার প্রকৃতি শিক্ষা দিয়াছি।

কমলাবতী। তোমার প্রকৃতি তাঁহাকে শিক্ষা দিলে কিরূপ? তিনি কি এখনও তোমার প্রকৃতি অবগত নহেন?

লীলাময়ী। সকল বিষয় বোধ হয় জানেন না।

দুর্গাবতী। ব্যাপারটা কি?

লীলাময়ী। এখন ব্যাপারটা কি বলা হচ্ছে না। সে সামান্য কথা পরে বলা যাবে। এখন একটা কাজের কথা শুন্‌বে? তোমাদের যুদ্ধ কর্‌তে হ'বে।

কমলাবতী। কার সঙ্গে?

লীলাময়ী। ঐ দুর্গের অধ্যক্ষ খাঁ সাহেব আমায় বড় ভাল বাসেন। তার ভালবাসার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হ'বে।

দুর্গাবতী। ভাসবাসার সঙ্গে আবার যুদ্ধ কি? ভাল করে বুঝিয়ে বলোতো, বুঝ্‌তে পারি; নইলে তোমার ব'লে কাজ নাই।

লীলাময়ী। আচ্ছা দুর্গের ভিতরে চল।

সকলে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিল।

কিছুদিন পরে আবার শিবজী আসিলেন। লীলাময়ীর কৌশলে দুর্গ অধিকৃত হইল। শিবজীর বীরত্বে ও রণ-পাণ্ডিত্যে

খাঁ সাহেব পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অর্দ্ধেক হত ও আহত হইল। অর্দ্ধেক পলায়ন করিল। শিবজীর সহিত লীলার বিবাহ দিয়া লীলাময়ীর পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শিবজী দস্যুদলের নেতা হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আকস্মিক মৃত্যু।

শিবজী যেদিন যুদ্ধে জয়ী হইয়া খাঁসাহেবের দুর্গ অধিকার করিলেন, সেইদিন লীলাময়ী, লালজী সাজিয়া, একবার বৃদ্ধের সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। লীলা ভাবিয়াছিল, এতদিনে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, এতদিনে বৃদ্ধকে উদ্ধার করিবার সময় আসিয়াছে।

একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ হস্তে লীলা, লালজী বেশে, ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিল। লীলার কত আশা, কত ভরসা, এক বৃদ্ধের উপর ছিল তাহা কে বলিতে পারে?

সহসা লীলা দেখিল, বৃদ্ধ মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌-কট্‌ করিতেছে। মুখবিবর দিয়া অনর্গল ফেনরাশি নির্গত হই-তেছে। লীলাময়ী ভয় বিস্ময়ে পশ্চাৎ হটিয়া আসিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—"লালজী! লালজী—পলাও—পলাও, আমায় সর্পে দংশন করিয়াছে; ঐ দেখ কালফণী, এখনও হিংসাবৃত্তি

চরিতার্থ করিবার জন্য, আবার কাহাকে দংশন করণেচ্ছায়,—ওঃ—আর কথা কহিতে পারি না, দেহ—অবশ হয়ে—আস্‌ছে, জিহ্বা—জড়তা—প্রাপ্ত—হইয়া—ছে!

বৃদ্ধ আর কোন কথা কহিতে পারিল না, লীলাময়ী মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব না করিয়া একজন রক্ষীকে তথায় ডাকিয়া আনিল। রক্ষী লীলাময়ীকে কখন কখন দেখিয়াছিল, কিন্তু লাল্‌জীকে কখনও দেখে নাই। সে তাহার কোন কথা শুনিল না, গম্ভীর-ভাবে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। লীলাময়ী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল না, কিন্তু বড় বিপদে পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে রায়দেও সেই সময় সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল। লীলা তাহাকে দেখিয়াই ডাকিল—"রায়-দেও!"

রায়দেও অনন্যমনে অন্যদিক দিয়া যাইতেছিল। লাল্‌জীকে দেখিয়াও কিছু বলে নাই। কারণ তাহাকে তাহার অপরিচিত পুরুষ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। যতই কেন হউক না, সে স্বর ভুলিবার নয়, প্রভুকন্যার সেই সুললিত কণ্ঠস্বর—যাহা রায়দেওর কর্ণে অমৃতবর্ষণ করে, তাহা সে কখন ভুলিতে পারে না।

লীলাময়ী আবার ডাকিল—"রায়দেও!"

রায়দেও তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া সেইদিকে আসিল। লীলাময়ীর মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিল। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল—"একি?"

লীলা। সে কথার উত্তর দিবার এখন সময় নাই, রায়দেও! তুমি একবার সংযুক্তাকে আমার নাম করে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো। বলো তা'কে, একজন লোককে সাপে কাম্‌ড়েছে।

বিদ্যুৎগতিতে রায়দেও প্রস্থান করিল। লীলা সেই স্থির সৌদামিনীর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

ক্ষণকাল পরেই অশ্বারোহণে, তীরবেগে, সংযুক্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত, রায়দেও তৎপশ্চাতে। রায়দেওর সাহায্যে সংযুক্তা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই, জিজ্ঞাসা করিল—"কি সখি! কা'কে সাপে কাম্‌ড়েছে?"

লীলাময়ী কোন উত্তর না দিয়া, সেই অন্ধকার কারাগৃহ দেখাইয়া দিল। সংযুক্তা ইঙ্গিতে লীলাময়ীর ভাব বুঝিয়া সেই অন্ধকার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময়ে লীলাময়ী তাহার হস্তধারণ করিয়া, রায়দেওকে কহিল—"তুমি জনকয়েক রক্ষীকে মশাল জ্বালিয়া লইয়া আসিতে বল।"

যত শীঘ্র সম্ভব আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে পর, রায়দেও সংযুক্তা লীলাময়ী ও জনকয়েক মশালধারী রক্ষী সেই অন্ধকার কারাগৃহে প্রবেশ করিল। মশালের আলোকে দেখা গেল, সম্মুখেই ভয়ঙ্করীমূর্ত্তি, ঊর্দ্ধফণা কালফণিনী, মৃত্তিকা হইতে দুই হস্ত উচ্চে আপনার লম্বমান দেহ উত্তোলন করতঃ গর্জ্জন করিতেছে। মশালধারী রক্ষীগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়াই পলায়নের উপায় দেখিতে লাগিল। রায়দেও তাহাদিগকে এই প্রকার অবস্থায় দেখিয়া একজনকে এক লাথি এবং একজনকে বিয়াল্লী সিক্কার ওজনে এক চপেটাঘাত করিয়া একটী মশাল কাড়িয়া লইল। সেই মশাল লইয়া রায়দেও সর্পের মুখে ধরিল। সর্প অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, অগ্নির উত্তাপ লাগাতে, মশালকে শত্রু ভাবিয়া কালফণী মশালেই দংশন করিল। এতক্ষণে দুইজন রক্ষীর যৎকিঞ্চিৎ সাহস বাড়িল। তাহারাও প্রকৃত বীরপুরুষের

স্থায়, তাহাদের উভয়ের মশাল সর্পের উপর চাপিয়া ধরিল, মুহূর্ত্তমধ্যে সর্পের দেহ ভস্মীভূত হইল।

লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল—"সংযুক্তা! এই বৃদ্ধকে এই সর্পে দংশন করিয়াছে—বৃদ্ধের বাঁচিবার কি কোন আশা আছে?"

সংযুক্তা ভূপতিত দেহের পার্শ্বদেশে বসিয়া অনেকক্ষণ বিশেষ রূপে তাহার শরীর পর্য্যবেক্ষণ করিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষে বলিল—"না এ বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে।"

লীলাময়ী অত্যন্ত দুঃখিত-চিত্তে মলিন-মুখে আজ্ঞা দিল—"রায়দেও! এই বৃদ্ধ, রজপুতকুলশ্রেষ্ঠ। মুসলমানদিগের কারাগারে বন্দী ছিলেন বলিয়া ইহাঁর মৃতদেহের প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করিও না। যথারীতি ইহাঁর সৎকার করিও।"

এই বলিয়া লীলাময়ী এবং সংযুক্তা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ
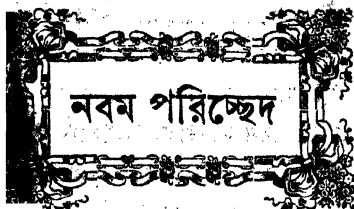
মিত্র বংশী।

বিজয়পুররাজের একটী দুর্গ অধিকার করিয়া শিবজী ক্ষান্ত রহিলেন না! তিনি টর্ণার গিরিদুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজপুতানার অনেক বীর, ক্রমে ক্রমে তাঁহার দস্যুদলের সহিত মিশিতে লাগিলেন। রীতিমত রণশিক্ষা চলিতে লাগিল। দস্যুসেনা সকল অল্পদিন মধ্যেই সুশিক্ষিত হইল।

শিবজীর যতই সৈন্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, অর্থের আবশ্যকতা ততই বাড়িয়া উঠিল। পিতার জায়গীরের তত্ত্বাবধারণ করিয়া যে সামান্য অর্থ আপনার খরচের জন্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে তাঁহার সৈন্যগণের ভরণপোষণ চলিত না। নিরুপায় হইয়া তিনি আপনার সৈন্যদল চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তাহাদের প্রত্যেক দলের এক এক জন অধিনায়ক হইল।

প্রথমতঃ নিকটস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশে, তৎপরে বিজ[illegible]ধিপতির অধিকৃত অরক্ষিত স্থান সমূহে, অবশেষে রাজ[illegible] প্রধান প্রধান নগরে লুট আরম্ভ হইল। কেহই এ অত[illegible]র প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না—কেহই জানিতে প[illegible]ন না—এ দস্যুদল কোথাকার? অনেকে জানিতেন, কঙ্কণপ্র[illegible] এক প্রবল পরাক্রান্ত দস্যু আছে। তাঁহারা তাহারই উপর সন্দেহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে শিবজীর অপরিমিত অর্থরাশি সংগৃহীত হইতে লাগিল! এই সময় টর্ণার গিরিদুর্গের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল।

পুনায় আপনার জায়গীরের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বড় বড় কেল্লাদার ও জায়গীরদারগণের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। যাহাকে উপযুক্ত বোধ করিতে লাগিলেন, তাহাকে আপনার দলভুক্ত করিয়া লইলেন! ভিতরে ভিতরে এই সকল চলিতে লাগিল, কেহই জানিতে পারিল না। জায়গীরদারগণ প্রকাশ্যে পাঠান রাজগণের সহিত কোন বিদ্রোহিতা প্রদর্শন করিলেন না বটে, কিন্তু অপ্রকাশ্যে নানাপ্রকার হানি করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি কোন কোন কেল্লাদার আপনার সৈন্য দিয়াও শিবজীর সময়ে সময়ে উপকার করিতে লাগিলেন। শিবজীর সৈন্যদল বনে-বনে, পর্ব্বতে-পর্ব্বতে, শিবির সংস্থাপন করিল, অথবা কোন ভগ্ন দুর্গে বাস করিতে লাগিল। যেখানে একবার তাহারা আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিত বা কোন ভগ্নদুর্গের সংস্কার করাইয়া আপনাদিগের বাসোপযোগী করিয়া লইত, সেখানে আর বড় কেহ অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইত না। শিবজী নিজে এই সকল

করিয়া দিতেন এবং যাহাতে আর কেহ তাহাতে
তে সমর্থ না হয়, তাহারও সুবন্দোবস্ত করিতেন।
সকল স্থানীয় বাসস্থান বন-জঙ্গলের মধ্যেই
ত্যক স্থানেরই শুভ বা অশুভ সংবাদ তিনি প্রতিদিন
করিতেন।

পাঠে জানা যায় যে, শিবজী, নিম্ভাসকরের
নামক একটী বালিকার পাণিগ্রহণ করেন।
গণ মনে করিতে পারেন "গ্রন্থকার এ ঘটনা
?" কিন্তু ইতিহাসে যে সকল ঘটনা বিবৃত থাকে,
টনা যে ইতিহাসোক্ত ব্যক্তির জীবনে ঘটে না,
এক প্রকার ভ্রম। "শিবজীর জীবনে হয়তো
ঘটিয়া থাকিবে" এই ভাবিয়া নীরব থাকা
গ্রন্থকারের নিকট ইহার একটী সাফাই উত্তর
ল তিনি, এই বলিয়া ইহার উত্তর দিবেন, যে
জীর বিবাহ সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত। ইহার
ভিত্তি নাই।

ল শিবজী একদিন এইরূপ কোন
স্থান আবাসস্থানে উপস্থিত ছিলেন। কেন?
কি লেন, তাহা কেহ জানিত না। অবশ্য
কোন

চ ল। তাহার মধ্যস্থলে একটী সুবৃহৎ
ময়দান ভাগে একটী ভগ্নবাটী। এই ময়দানের
উপর টান হইয়াছে। এই সকল তাঁবুর
ভিতরে । শিবজীর শিবির, ভগ্ন বাটীর

গণ নিজ নিজ বৈকালিক রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত। তাহাদিগের পরিচ্ছদ অতি সামান্য এবং সকলেরই এক প্রকার। মস্তকে একটী লোহিতবর্ণের পাগড়ী; একটী হরিতবর্ণের জামা এবং পীতবর্ণ পায়জামা মাত্র পরিধান। লোহিতবর্ণ কোমরবন্ধে সকলের কটিদেশ সুশোভিত। কটিবন্ধে একখানি তরবারি। ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যে ইহাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই।

"মিত্রবংশীধ্বনি" শ্রুত হইয়া কয়েকজন সেইদিকে অগ্রসর হইল।

ধীরে ধীরে যুবক অগ্রসর হইতেছিল। দস্যুগণ তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বোধ হয়, যুবা পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। কয়েকজন দস্যুর মধ্যে একজন সস্নেহবচনে জিজ্ঞাসা করিল—"কিহে অজয়সিং! সব খবর ভাল? তোমার ঘোড়াটী কিন্তু বেশ—আজ কতদূর থেকে আস্‌ছো?"

অজয়সিং উত্তর দিল—"হাঁ—খবর এবার খুব ভাল, এখন পাল্লে হয়। ঘোড়াটী আজ বেশী খাটে নাই, আমি অনেক জায়গায় বিশ্রাম নিতে নিতে এসেছি। জানি রাত্রি না হ'লে তো দস্যুপতির দেখা পাব না।"

দস্যু। দস্যুপতি এখানে আছেন. তুমি কি করে জান্‌লে? তা' যাইহোক্, আমাদের তা' জেনে দরকার নেই। তোমার ঘোড়াটী কিন্তু বেশ।

অজয়সিং। হাঁ, কিন্তু দস্যুপতির ঘোড়ার মত নয়। তা' সে কথা এখন থাক্, আমার ঘোড়াটিকে একটু যত্ন কর, আর আমায় তোমাদের প্রভুর কাছে নিয়ে চল।

দস্যু উত্তর দিল—"আচ্ছা এস।" কিয়দ্দুর গমন করিয়া সে আবার পশ্চাৎ ফিরিয়া আর একজন দস্যুকে লক্ষ্য করতঃ কহিল—"ওরে! অজয়সিংএর ঘোড়াটাকে দানা জল দিয়ে গা ডলে দে—"

তার পর উভয়ে ধীরে ধীরে দস্যুপতির উদ্দ্যেশ প্রস্থান করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।
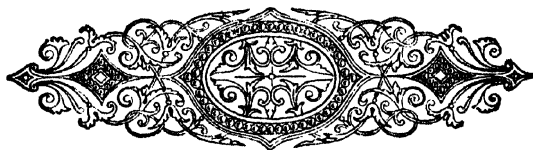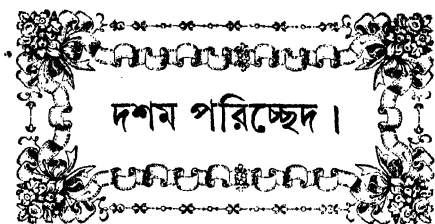
অজয়সিংহ।

অজয়সিং এবং সেই পথপ্রদর্শনকারী দস্যু সত্বরেই শিবজীর শিবিরের সম্মুখবর্ত্তী হইল।

দস্যুপতির শিবির সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। শিবির-শিরোপরি শ্বেত, পীত, লোহিত, হরিত, নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের নিশান উড়িতেছে, শিবিরদ্বার জরীর কাজকরা রেসমী কাপড়ের দ্বারা আবৃত। দ্বারদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে একজন দস্যু প্রজ্জ্বলিত উনানে দস্যুপতির খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে। চারি পাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী, উন্মুক্ত অসিহস্তে দ্বারদেশের নিকটেই দণ্ডায়মান। দেখিতে, এই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

দুইজনে ধীরে ধীরে শিবির দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, একজন সশস্ত্র প্রহরী উচ্চৈস্বরে কহিল—"সারং—"

অজয়সিং মূহুর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল—"জয়িৎ—"

তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র প্রহরীগণ, আগন্তুকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ, আপনাদিগের উন্মুক্ত তরবারি কোঁষমধ্যে সংস্থাপিত করিল।

অজয়সিং দূর হইতেই উচ্চৈস্বরে কহিল—"তোয়াজ—কি—ই—"

"রহি—ই—" এই কথা বলিয়া একজন প্রহরী আসিয়া অজয়সিংহের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্ব পথপ্রদর্শনকারী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

যুবক ধীরে ধীরে নব পথপ্রদর্শনকারী প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যখন তাহারা উভয়ে শিবির দ্বারে উপস্থিত হইল, তখন যুবক আবার একবার সেই "মিত্রবংশী" ধ্বনি করিল। মূহুর্ত্তমাত্র অতীত হইতে না হইতেই শিবিরদ্বারের রেসমী পরদা উন্মুক্ত হইল। উত্তমরূপ অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে সুশোভিত একজন ক্রীতদাস (বালক) শিবির হইতে বাহিরে আসিয়া যুবককে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর শিবির মধ্যে লইয়া গেল।

শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলে বাহিরের কথা আর মনে থাকে না। রাজকক্ষও বোধ হয় এত সুন্দররূপে সজ্জিত হয় না। চারিদিকে যত রজপুত বীরের চিত্র, নানাবিধ সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, ফুলমালায় এমনভাবে শিবির সজ্জিত যে বর্ত্তমান কালের ধনী সম্প্রদায়ের বাসর ঘরও তেমন ভাবে সজ্জিত হয় কি না সন্দেহ। মধ্যস্থলে বিস্তৃত শয্যা; বিস্তৃত শয্যার উপরে

আর একটী জরীর ক্ষুদ্র বিছানা; তদুপরি দস্যুপতি শিবজীর "নাতি দীর্ঘ, নাতি ক্ষুদ্র" দেহ অর্দ্ধশয়নাবস্থায় অবস্থিত।

অজয়সিংহের নিকট দস্যুপতি অপরিচিত ছিলেন না; সুতরাং যুবক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া নিকটে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি খবর অজয়-সিং? তোমার কথায় আমি ঘাট পর্ব্বতমালার সুরক্ষিত দুর্গ পরিত্যাগ করে এই সুরাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে বনমধ্যে আমার স্থানীয় সম্প্রদায়ে শিবির সংস্থাপন করেছি। তোমার কথায় আমি বড় বিশ্বাস করি, নহিলে এতদূর আসিতাম না। এখন বল দেখি, তুমি কি খবর লইয়া আজ এখানে আসিয়াছ?"

অজয়-সিং নতমুখে উত্তর করিল—"আমার কথা কি কখন মিথ্যা হইয়াছে?"

শিবজী। না অজয়! তোমার কথা কখনও মিথ্যা হয় নাই; এবারও যে মিথ্যা হইবে আমি এরূপ আশা করি না। কায়রার রাণী এবং আমেদাবাদের আলাউদ্দীনের বিষয় তুমি কি এখনও সুবিধাজনক বোধ কর?

মৃদুহাসি হাসিয়া অজয়-সিং বিদ্রুপচ্ছলে উত্তর করিল—"হাঁ উভয়কেই খুব সুবিধাজনক রাস্তা অবলম্বন করিয়া পুনায় আসিতে বলিয়াছি। তাঁহারা আমার কথায় এত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, বোধ হয় আমাদিগের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে আর কোন বাধা পড়িবে না।"

শিবজী। দেখ, তোমার কথায় আমি এই ভয়ানক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। যদি লীলার এ বিষয়ে এত আগ্রহ না

থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি সে দ্বিতীয়-স্বর্গের নাম শুনিয়াও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করিতাম না। লীলা বুদ্ধিমতী, লীলা বীর্য্যবতী। লীলার যাহা সত্য বলিয়া ধারণা হয়, তাহা কখন মিথ্যা হয় না। আমি জানি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে সে একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। এ বিষয়েও নিশ্চয় সে অনেক ভাবিয়াছে, নহিলে আমায় উৎসাহিত করিত না। আচ্ছা, সত্য সত্যই কি ঘাট পর্ব্বত মালায় এমন কোন উপত্যকা আছে?

অজয়সিং। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যে, ঘাট-পর্ব্বতমালায় এই প্রকার স্থান নিশ্চয়ই একটী আছে।

দস্যুপতি শিবজী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন— "আশ্চর্য্য! আমি ঘাট পর্ব্বতমালার কোথায় কোন গুহা আছে, কোথায় কয়টি ঝর্‌না আছে, কোন্‌স্থানে কোন্ কোন্ প্রকার বৃক্ষাদি জন্মগ্রহণ করে, কোন্ পর্ব্বতশিখরে কোন্ স্থান দিয়া সহজে উঠা যায়, তাহা বিশেষরূপ অবগত আছি ভাবিয়া আপনাকে গৌরান্বিত মনে করি, কিন্তু এই দ্বিতীয় স্বর্গের বিবরণ জানি না? অর্থের জন্য দস্যুতা অবলম্বন করিলাম, আর ধনরাশি পরিপূর্ণ এই উপত্যকার সন্ধান করিতে পারিলাম না। লীলাময়ীর মুখে শুনিয়াছি যে—"পৃথিবীর মধ্যে তিনজন মাত্র সে গুপ্ত স্থানের গুপ্ত বিবরণ জ্ঞাত আছে"। ধনরাশি প্রাপ্ত হই বা না হই, আমায় এ গুপ্তস্থান আবিষ্কার করিতেই হইবে। আমি শিবজী, আমি যদি এই সামান্য কার্য্যসাধন করিতে না পারি, তবে মোগল সম্রাটের স্বর্ণসিংহাসন টলাইবার আশা আমার নিকট ছায়াবাজীর ন্যায় প্রতীয়মান হওয়া উচিত।" এইরূপে অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার অজ্ঞাতে তিনি

কথঞ্চিৎ উচ্চৈস্বরে কহিলেন—"কিন্তু তথাপি যেন ইহা বিশ্বাস হয়! হইলেও হইতে পারে; এরূপ স্থান থাকিলেও থাকিতে পারে।"

"নিশ্চয় আছে!" অজয়-সিং দস্যুপতির চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া কহিল—"দস্যুপতি! আমার বোধ হয় ইহা নিশ্চয় আছে! যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের লোকে পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছে, যে বিষয় লইয়া, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, পূর্ব্ব-পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তখন তাহার মূলে অবশ্যই কোন সত্য নিহিত আছে। হয় সেস্থানে প্রবেশ করিতে গেলে কোন প্রকার মন্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক, নয় এমন কোন সরল পথ আছে, যাহা সকলে দেখিয়াও দেখে না।"

"সত্য!" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া দস্যুপতি কহিলেন—"সত্য! আমিও আমাদিগের বৃদ্ধ আত্মীয়বর্গের মুখে একথা শুনিয়াছি যে, 'ব্রহ্মার সৃষ্টিতে প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী এইরূপ স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কালকবলিত হইলে, আর কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। "পূর্ব্বকালে কখন কখনও কোন যোগী ঋষি ভগবানের বরে তথায় উপস্থিত হইতে পারিতেন এবং সেই পারিজাত উপবনে ভ্রমণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইতেন—"

শিবজীর কথায় বাধা দিয়া অজয়-সিং কহিল—"যখন আপনি জানিতেছেন, যে পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে এই প্রকার গল্প চলিয়া আসিতেছে এবং সকলেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন, তখন আপনি কেননা ইহা বিশ্বাস করিবেন? এতদিন আমায়

বিশ্বাস করিয়া আজ আমার কথায় সন্দেহ করেন কেন? আমি বলিতেছি, এ দেবভোগ্য পার্থিব-স্বর্গ আপনারই ভোগে আসিবে—”

বাধা দিয়া শিবজী কহিলেন—“না—না—আমি তোমায় অবিশ্বাস করি না। শুন অজয়সিং! আমি ভাবিতেছিলাম কি জান? ভাবিতেছিলাম এই যে, এত গোলমালের ভিতর না গিয়া একেবারে মূলে আঘাত করিলেই হইত।”

তোমার প্রভুকে যদি আমি একবার বন্দী করিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রহারের চোটে অনায়াসে এ সকল বাহির করিয়া লইতে পারিতাম।”

“সে চেষ্টা বৃথা।” অজয়সিং ধীরে ধীরে কহিল—“সে চেষ্টা বৃথা। কেন না, আমি কি সে চেষ্টায় কসুর করিয়াছি? গতবারে যখন আমার প্রভু তথায় গমন করেন, তখন আমি সেই অন্ধকার গুহার মধ্যস্থলে শাণিত ছোরা হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম। তিনি আমায় চিনিতে পারেন নাই, কারণ আমি বিকৃতস্বরে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। কত ভয় দেখাইলাম, তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন করিয়া“হত্যা করিব” বলিয়া শাসাইলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া উত্তর করিলেন—“আমি নিজের প্রাণকে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা করি। তুমি অনায়াসে আমায় বধ করিতে পার, কিন্তু তথাপি আমি সে কথা প্রকাশ করিব না।” আমি দেখিলাম যে তিনি হাস্যমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন, তথাপি সে গুপ্তকথা প্রকাশ করিবেন না। কাজেকাজেই নিরাশ-মনে ফিরিয়া আসিলাম। তার পর আজ এক বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকারে

চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোন উপায় করিতে পারিতেছি না। আজ দিনকয়েক ধরিয়া তিনি ক্রমাগত লিখিতেছেন; কি লিখিতেছেন, তাহা জানি না, কিন্তু একদিন তাঁহার অনুপস্থিতিতে, তিনি যে ঘরে বসিয়া লিখেন, তথায় প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অতি সাবধানে, চারিদিকে নজর রাখিয়া দুই এক ছত্র পাঠ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বোধ হইল, যে, নিশ্চয় তিনি এই গুপ্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইতেছেন। বোধ হয়, এই আমেদনগরের আলাউদ্দীন এবং কায়রার রাণীকে তাহা দিয়া যাইবেন।"

"অ্যা বল কি?" কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া দস্যুপতি শিবজী আবার বলিলেন—"অ্যা বল কি অজয়-সিং! তবে আর বিলম্ব করা হইবে না। তোমার মৎলবেই এখন কাজ করিব, দেখি কতদূর সফল হইতে পারি। অজয়! দেখ তোমার কথায় অবিশ্বাস করিয়াছিলাম বলিয়া তুমি কিছু মনে করিও না। কিন্তু আর না! এ পার্থিব স্বর্গ আমারই ভোগে আসিবে। বরোদা এবং বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্ত্তী স্থানে, আমার একজন সেনাপতি আমেদাবাদের আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিবে; এবং কায়রার রাণীকে নর্ম্মদা নদী তীরে বরোচ নামক স্থানে বন্দিনী করা হইবে। তুমি ঠিক বলিতে পার, যে তাহারা দুই চারিজন মাত্র শরীর-রক্ষক লইয়া এতদূর আসিবেন?"

অজয়-সিং গম্ভীর-স্বরে উত্তর দিল—"হাঁ"

শিবজী। তবে আজিকার মত এইস্থানে বিশ্রামলাভ কর। কালি আমি আমার কার্য্যারম্ভ করিব। তুমি পুনায় ফিরিয়া যাইও।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আক্রমণ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পর দুই তিন দিবস অতীত হইলে, একদিন সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, বরোদা এবং বিন্ধ্যাগিরির মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত পথ-পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র-বন হইতে ছয়জন অশ্বারোহী দস্যুসেনা বাহির হইল। তাহাদিগের পোষাক পরিচ্ছদের কিঞ্চিন্মাত্রও ভিন্নতা দৃষ্ট হইল না। প্রভেদের মধ্যে সকলের হস্তেই ভিন্ন আকারের এক একটী পিস্তল পরিলক্ষিত হইল।

একজনকে ইহাদিগের মধ্যে সেনাপতি বলিয়া বোধ হইল, কারণ অন্য পঞ্চজনের পরিচ্ছদাপেক্ষা তাহার পরিচ্ছদের কিছু অধিক পারিপাট্য ছিল। সে অন্যান্য সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"দেখ! দস্যুপতি যেস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে ঠিক এই স্থান। আর আমাদিগকে অধিক অগ্রসর হইতে

হইবে না। আমাদিগের অশ্বগুলিকে এই ক্ষুদ্র বনস্থলী মধ্যে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে দাও,—আহা! সমস্তরাত্রি উহারা নির্ব্বিবাদে আমাদিগকে বহন করিয়া আনিয়াছে।" ক্ষুদ্রদলের ক্ষুদ্র সেনাপতির আজ্ঞামত অশ্বগুলিকে ক্ষুদ্র বনমধ্যে বিচরণ করিবার জন্য পরিত্যাগ করা হইলে পর, একজন জিজ্ঞাসা করিল —"আচ্ছা! ঐ অজয়-সিংটা কে? বোধ হয়, ওই প্রভুকে কোন মৎলোভ দিয়ে থাক্‌বে। নইলে দেখনা কেন, তারপর দিন, যেই সে চলে গেলো, অমনি প্রভুর আমাদিগের উপর হুকুম জারি হলো যে—"

বাধা দিয়া সেনাপতি কহিল—"ও সব কথা এখন থাক্, এখন কাজের কথা শুন। দস্যুপতি শিবজীর আদেশ এই যে, এই পথে যে তিন জন লোককে আমরা আক্রমণ করিব, তাহাদিগকে কোনক্রমে হত্যা করা না হয়। দেখ, তাহারা তিনজন-মাত্র। একজন সুসজ্জিত মুসলমান যুবা, আর দুইজন তাহার অনুচর মাত্র। আমরা দলে ছয় জন আছি; বোধ হয়, অনায়াসেই প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিব?"

১ম দস্যু। কিন্তু যদি পিস্তল ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় লইয়া যাওয়া দুরূহ।

সেনাপতি। কিন্তু তাহাই প্রভুর আজ্ঞা। এই তিনজনের মধ্যে অনুচর দুইজন হত হয়, তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু যে যুবার কথা বলিয়াছি, তাহাকে বধ করিলে তাঁহার সকল কার্য্যই বিফল হইবে। প্রভুর আদেশ যে, কেবল আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল ব্যবহার করিতে পাইবে।

২য় দস্যু। এ অতি অন্যায় আদেশ। প্রভুর সব ভাল, কেবল ঐ এক দোষ। কি জন্য কি কাজ করিতেছেন, তাহা কখনও প্রকাশ করেন না—

বাধাদিয়া সেনাপতি কহিল—"আমি তো এখানকার স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতা এবং সর্ব্বোতোভাবে তাঁর খুব প্রিয়পাত্র, কিন্তু আমাকেও কখনও কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলেন না। ঐ দুঃখেই মাঝে মাঝে তাঁহার উপর আমার বিরক্তি জন্মে।"

৩য় দস্যু। যাই বল, এত অল্প বয়সে এমন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-জীবি আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। বল কি? যেমন করে হো'ক্ এই দশহাজার দস্যুসেনা ঐ সামান্য বালকের বুদ্ধিতে এক হয়ে আছে—একি সহজ ব্যাপার?

এই রূপ কথাবার্ত্তায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে পর, বহুদূরে, তিনজন অশ্বারোহীকে ঠিক সেই পথে অগ্রসর হইতে দেখা গেল। মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া ছয়জন দস্যু আপনাদিগের অশ্বে আরোহণ করিল। ক্রমে ক্রমে উক্ত তিন-জন অশ্বারোহী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহাদিগকে দেখিয়া দস্যুগণের মনে স্পষ্ট ধারণা হইল যে, যাহাদিগের জন্য তাহারা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল, ইহারাই তাহারা বটে। তিনজন অশ্বারোহীর মধ্যে একজন যুবা মুসলমান রাজকুমারের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধৃত। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। সুন্দর বদনে সূর্য্যের আভা পড়িয়া তাঁহাকে আরও সুন্দর দেখাইতেছে। পশ্চাতে অনুচরদ্বয়।

যখন ক্রমে ক্রমে তাহারা আরও নিকটবর্ত্তী হইল, তখন দস্যুগণ ক্ষুদ্র বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সময়ের অপেক্ষা করিতে

লাগিল। তিনজন অশ্বারোহীর মধ্যে অগ্রগামী সুসজ্জিত যুবাকে দেখিলে বোধ হয়, বাস্তবিকই তিনি অতিশয় রূপবান এবং বয়ঃক্রমে নবে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। অনুচরদ্বয়ের প্রৌঢ়াবস্থা।

দস্যুসেনাপতির প্রথম ইঙ্গীতে পঞ্চজন দস্যু মুহূর্ত্ত মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া অশ্বে আরোহিত হইয়া ক্ষুদ্র বনের বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে লুক্কায়িত হইল! দ্বিতীয় বার ইঙ্গীত করিবামাত্র পঞ্চজন দস্যু হিংস্র ব্যাঘ্রের ন্যায় সহসা তিনজন অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিল। সেনাপতি স্বয়ং এবং অপর একজন আলাউদ্দীনের উপর পড়িল, এবং অপর চারিজন অনুচরবর্গকে ঘেরিয়া ফেলিল।

তাহারাও নিরস্ত্র ছিল না। চকিতের ন্যায় আলাউদ্দীন এবং অনুচরবর্গের শাণিত তরবারি কোষবিমুক্ত হইল। একটী ক্ষুদ্র রণ বাধিল। দস্যুদলের সেনাপতি অনেকক্ষণ রণদক্ষ যুবার সহিত যুদ্ধ কয়িয়াও তাহাকে জীবিতাবস্থায় আবদ্ধ করিতে পারিল না। আলাউদ্দীনের তরবারির আঘাতে প্রথমেই একজন দস্যুর মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু রণকৌশলী সেনাপতি তখনও আলাউদ্দীনকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে অসিযুদ্ধ করিতেছিল। এমন সময়ে গুলির আওয়াজ শুনিয়া দস্যুসেনাপতি চাহিয়া দেখিল যে, তাহার দুইজন অনুচর সেইস্থানে অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করিয়াছে এবং অপর দুইজন পলায়ন করিতেছে। সেনাপতির আর অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে সাহস হইল না, বেগে পলায়ন করিল।

দস্যুসেনাপতি কিয়ৎদূর গমন করিয়াই আবার একবার

ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভাবিতেছিল, পিস্তল ব্যবহার করিবে কি না। এমন সময় আলাউদ্দীনের পিস্তলের শব্দ হইল। গুলি সেনাপতির কর্ণমূলের পার্শ্বদেশ দিয়া চলিয়া গেল! "আর কাজ নাই, প্রাণ বড় ধন" এই ভাবিয়া সেও তথা হইতে প্রস্থান করিল। কেবল তিনজন দস্যুর মৃতদেহ তথায় পড়িয়া রহিল, তাহাদিগের কল্যাণে আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

আলাউদ্দীন অনুচরবর্গের সহিত পুনরায় মিলিত হইলে পর, তিনজনে মিলিয়া মৃত দস্যুত্রয়ের দেহ রাস্তার উপর হইতে সরাইয়া বন জঙ্গলের ভিতর ফেলিয়া দিল। তিন জনেরই প্রথমতঃ বিশ্বাস হইল যে, দস্যুগণে সামান্য অর্থের লোভে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু যখন মনে হইল যে, তাহাদিগের হস্তে পিস্তলও ছিল কিন্তু তাহারা তাহা ব্যবহার করে নাই, তখন সে সন্দেহে কতকটা বাধা পড়িল।

আলাউদ্দীন কহিলেন—"দেখ! উহারা বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া আমাদিগের উপর গুলি চালাইলে নিশ্চয় আজ আমাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা কেন করে নাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। একেবারে আমাদিগকে আক্রমণ করিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল।"

দুইজন অনুচরের মধ্যে একজন উত্তর করিল—"কিন্তু রাজকুমার! আমার বোধ হয়, দস্যুগণের আমাদিগকে বন্দী করিতে ইচ্ছা ছিল। কারণ আমাদিগের নিকট সম্প্রতি যাহা আছে, তাহা লইলে তাহাদের সকল আশা মিটিত না। আমাদিগকে বন্দী করিতে পারিলে—"

বাধা দিয়া আর একজন কহিল—"আচ্ছা, তবে কি ইহারা সেই প্রসিদ্ধ দস্যুর চর? শুনিয়াছি নাকি, আজকাল সেই দস্যু স্থানে স্থানে বনমধ্যে আপনার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্যুরাট হইতে মহীসূর অবধি সকল গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, পার্ব্বতীয় প্রদেশে লুঠ পাট আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা যদি তাহারই দল হয়?"

আলাউদ্দীন কহিলেন—"তুমি কি সেই কঙ্কণ প্রদেশের দস্যুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমি তো চিরকালই সে কথা অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। কেন, তুমি কি জাননা, যে যুবা দূতরূপে নিয়োজিত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাকে দস্যু সম্বন্ধে বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল।"

১ম অনুচর কহিল—"রাজকুমার! সে বোধ হয়, এই সকল প্রদেশের কোন খপর রাখিত না, তাই আপনাকে—"

বাধা দিয়া আলাউদ্দীন কহিলেন—"তাহা কি কখনও হইতে পারে? আর বিশেষতঃ সেই যুবক এমন কোন লোকের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, যাহার নিকট এখন আমরা যাইতেছি—সে কি আমাদিগকে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিতে পারে। যাহা হউক, সে কথা এখন যাউক, ঐ সম্মুখে একটী গ্রাম দেখা যাই-তেছে না? চল আমরা নগররক্ষকের নিকট এই কথা বলিয়া যাই, নহিলে তিনটি মৃতদেহের যথাবিধি সৎকার হইবে না।"

এইরূপ নানাপ্রকার কথোপকথনে তিনজনে ক্রমে ক্রমে গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

অনতিদূরেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া গেল। তথায় একজন নগর-রক্ষককে অনুসন্ধান করিয়া আলাউদ্দীন এবং দুইজন অনু-

চর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, যথাযথরূপে তাহা বর্ণনা করিলেন। নগর-রক্ষক প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিলেন না। পরে যখন একজন অনুচর কহিল "বিশ্বাস না করেন, তবে চলুন, আমরা আপনাকে পথিমধ্যে নিপতিত দস্যুত্রয়ের মৃতদেহ দর্শন করাইব।"

এই কথা শুনিয়া নগররক্ষক কতকটা বিশ্বাস করিলেন, এবং আলাউদ্দীনের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়ের নাম কি? আপনার বেশ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়ের—"

আলাউদ্দীন নিঃসংশয়ে আপনার নাম ও পরিচয় প্রদান করিলেন। পরিচয় শুনিয়া নগররক্ষক মহাশয় চণ্ডাল এবং দশজন প্রহরী প্রেরণ করতঃ আগন্তুকের সম্মানরক্ষার্থে সাদর সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

আলাউদ্দীন তাঁহার ভদ্রতায় প্রীত হইয়া, ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে আলাউদ্দীন আপনার কার্য্য সমাপন করিয়া আবার আপনার গন্তব্য স্থানাভিমুখে প্রয়ান করিলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ ও আহারাদি করিয়া তিনি একটী ত্রিপথ-বাহিনী পথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কোন পথ অবলম্বন করিলে তিনি অগ্র বারোচি নাম স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই এখন তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। বারোচি নামক স্থান, নর্ম্মোদা নদী তীরে অবস্থিত তিনি কিন্তু কোন পথ অবলম্বন করিলে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন তাহা কে বলিয়া দিবে? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ

উত্তর পাইবেন, এই ভাবিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে-ছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, কিয়দ্দূরে একজন হীনবেশী কৃষক বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছে। তাহা-কেই আলাউদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সেই ত্রি-পথের মধ্যে একটী পথ দেখাইয়া দিল। আলাউদ্দীন পারিতোষিকস্বরূপ তাহার দিকে একটী আশরফি ফেলিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করি-লেন। একজন গরীব কৃষক এ প্রকার দাতাকে দেখিলে বোধ হয় দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত এবং শত ধন্যবাদের সহিত সেই আশ-রফি কুড়াইয়া লইত, কিন্তু এই হীনবেশী কৃষক এমন অগ্রাহ্যভাবে তাহা কুড়াইয়া লইল যে শতকরা ৯৯ জন তেমনভাবে তাহা কুড়াইয়া লইত কি না সন্দেহ। আলাউদ্দীন সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবামাত্র সে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতঃ নানা অকথ্য গালি উচ্চারণ করিয়া, সেই আশরফি দূরে নিক্ষেপ করিল এবং নিক-টস্থ কুটীরে উপস্থিত হইয়া, কৃষক বেশ ফেলিয়া দিয়া, নিজবেশ পরিধান করিল। কুটীর-নিবাসী কৃষক জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন ম'শায়! আপনার কার্য্য শেষ হইয়াছে তো?"

হীনবেশী কৃষক আর কেহই নয়, সেই দস্যুসেনাপতি; আলাউদ্দীনকে বিপরীত পথে চালিত করিবার জন্যই সে কৃষক-বেশে ঐ ত্রিপথ-বাহিনী পথে আসিয়া বসিয়াছিল। এখন নিজবেশ পরিধান করতঃ কুটীর নিবাসী কৃষককে যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কৃত করিয়া রোষে ক্ষোভে মর্ম্মান্তিক যাতনার সহিত, মনে মনে কহিল—"ওঃ—যাঁকে স্বহস্তে বিনাশ করিব বলিয়া এত পন্থা অবলম্বন করিতেছি, সে আমায় সামান্য কৃষকজ্ঞানে পারিতোষিক প্রদান করিয়া গেল—ধিক্—ধিক্!"

দস্যুসেনাপতিতো এই অবস্থায় অবস্থান করুন, আমরা ইতিমধ্যে একবার আলাউদ্দীনের বিষয় কি হইল, তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করি।

আলাউদ্দীন এবং তাঁহার অনুচরদ্বয় সেই দস্যুনির্দ্দিষ্ট পথাবলম্বনেই চলিয়াছেন। একজন অনুচর কহিল—"কুমার! আমার কিন্তু এখনও সন্দেহ ঘুচিতেছে না। যে কৃষক আমাদিগের এই পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, সে বোধ হয় সেই দস্যুরই চর! কেননা যখন আপনি তাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন সে আপনার কথায় উত্তর দিতে যত না অধিক মনোযোগ করিয়াছিল, তাহার নিজ পরিচ্ছদের উপর সে তদপেক্ষা প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিল, আড়ে আড়ে চাহিতেছিল। যখন আপনি আশরফি ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন, আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম, সে আপনার দিকে কট্ মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল; তাহার তৎকালীন মূর্ত্তি দেখিলেই আপনি স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন, সে প্রতিহিংসা তৃষায় তৃষিত!! যেন কাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া রক্তশোষণ করিতে সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।"

দ্বিতীয় অনুচর কহিল—"আরও দেখুন, এই পথটী প্রথমাবস্থায় কত সুপ্রশস্ত ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। নিশ্চয় সে বিশ্বাসঘাতক দস্যুর চর!!"

সত্যই সে পথ ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ক্রমে পথ যত অপ্রশস্ত হইয়া আসিতে লাগিল, প্রকৃতির রমণীয় শোভা ততই বাড়িতে লাগিল। চারিদিকে ফলপল্লব কুসুম পরিশোভিত বৃক্ষশ্রেণীর শোভা সন্দর্শন করিয়া আলাউদ্দীনের প্রাণ বড়ই পুলকিত হইল। তিনি কহিলেন—"দেখ,

আমার বোধ হয়, ইহাই বারোচি নগরের পথ ! কৃষক আমাদিগকে বঞ্চনা করে নাই। যাহাই হউক আমরা এবার যদি কোন পথিককে এই পথে চলিতে দেখিতে পাই, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিব।"

প্রথম অনুচর কহিল—"কুমার! তাহা কখনও হইতে পারে না; ঐ দেখুন সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রনদী প্রবাহিত হইতেছে।" সকলেই সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

আলাউদ্দীন। আহা! কি মনোহর স্থান!। গুণ গুণ রবে তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতেছেন, আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল। চল, আমরা নদীতীরে বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামগ্রহণ করি।

তিনজনে অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিবামাত্র, অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া, হেলিয়া দুলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে নদীতীরের নিকটবর্ত্তী হইল। আলাউদ্দীন সহসা বলিয়া উঠিলেন—"দেখ, দেখ, কাহার একটী ক্ষুদ্র শিবির এস্থানে স্থাপিত হইয়াছে, বোধ হয় এ প্রদেশে জনমানবের সমাগম আছে। বোধ হয়, এই ক্ষুদ্র নদীই নর্ম্মদা নদীর একটী ক্ষুদ্র শাখা। নিশ্চয়ই এখানে আমরা এমন কাহাকেও প্রাপ্ত হইতে পারি, যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বারোচি নামক স্থানে যাইবার রাস্তা বলিয়া দিবে। তথা হইতে দৌলতাবাদ, এবং দৌলতাবাদ হইতে পুনায় উপস্থিত হইতে পারিব।"

অনুচরগণ এ কথার কোন উত্তর প্রদান করিল না। সহসা আলাউদ্দীন দেখিলেন শিবিরের সম্মুখে একজন পূর্ণ যুবতী অপূর্ব্ব-সুন্দরী-রমণী বসিয়া আছেন।

আমেদাবাদের আলাউদ্দীনকে 'বে' না বলিয়া, অনুচরগণ কেন তাঁহাকে কুমার বলিত, এ কথা এস্থানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। আমেদাবাদের নবাব জাতিতে মুসলমান—তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না—কোন অভাবনীয় ঘটনায় তিনি একটী শিশু সন্তান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে ঘটনা তিনি কাহারও নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই; নবাব সেই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন—"আলাউদ্দীন" বোধ হয় ঐ নাম তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়। অন্যান্য বিষয়ে তিনি আলাউদ্দীনের জন্যে সমস্ত পৃথক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের আহারীয় প্রভৃতি রজপুত রন্ধন করিত, আলাউদ্দীনের দাস দাসী সহচর সমস্তই ক্ষত্রিয়, রাজসভায় আলাউদ্দীনের স্বতন্ত্র সিংহাসন ছিল। নবাব কিছুই প্রকাশ করিতেন না বটে, কিন্তু পারিষদগণে সন্দেহ করিত—আলাউদ্দীন নিশ্চয় ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব, নহিলে তাঁহার সমস্ত বিষয়ে এত ক্ষত্রিয় আচার পরিলক্ষিত হয় কেন?"
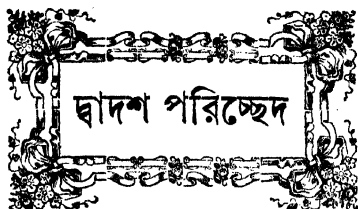
মীরা।

আলাউদ্দীন রূপসী রমণীকে এ নির্জ্জনস্থান আলো করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তুরঙ্গবেগ সম্বরণ করিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"একি কোন দেবী! না আমি কোন মায়ারাজ্যে আসিয়া পড়িলাম! যুবতী আপন মনে ভাবিতেছে; আমাদিগের অশ্বের পদশব্দেও চেতনা নাই। একি কোন মায়াবিনী! না, কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্না? আমি যদি ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হই, তাহা হইলে কি কোন হানি হইতে পারে? আমি পথিক, কেবল মাত্র নর্ম্মোদা নদী তীরবর্ত্তি হইতে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই জানিয়া লইব; অসন্তোষের কারণতো কিছু দেখিতে পাইনা।"

বাস্তবিকই আলাউদ্দীন এত সৌন্দর্য্যময়ী রমণী ইহার পূর্ব্বে কখন সন্দর্শন করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। কে যেন কি কুহকবলে তাঁহাকে রমণীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

যখন আলাউদ্দীন রমণীর দশহস্ত মাত্র দূরে অবস্থিত, তখন সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী রমণী একবার সম্মুখে চাহিল। দেখিল সম্মুখেই একজন উন্নতবক্ষ, বীর্য্যবান, সুন্দর, সুশ্রী, মুসলমান যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান। পশ্চাতে তাঁহার অনুচরদ্বয়।

চারিচক্ষু সম্মিলিত হইবামাত্র আলাউদ্দীন রমণীকে সম্মান প্রদর্শনার্থ মস্তক অবনত করিলেন। দেখাদেখি অনুচরবর্গও তাহাই করিল। রমণীও ঠিক সেইরূপ ভাবে নিজ মস্তক অবনত করিয়া যুবকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি করিল না।

আলাউদ্দীন ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বারোচি নামক স্থানের পথ বলিয়া দেন, তাহা হইলে এ দাস চির-কৃতার্থ হয়—"

আলাউদ্দীনের লৌকিকতায় লজ্জিত হইয়া নতমুখে রমণী উত্তর করিল—"যেদিক হইতে আপনি আগমন করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমার অনুমান হইতেছে, যে আপনি ভ্রমবশতঃ বোধ হয় এ বিপরীত পথে আসিয়া পড়িয়াছেন।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুচরদ্বয়ের মধ্যে একজন আর একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"দেখেছ! আমি তো তখনই পাজী চাবার উপর সন্দেহ করেছিলেম—"

রমণী কহিল—"কিন্তু এখান হইতে এই নদীতীর দিয়া একটী পথ আছে, যদিও সাধারণে সে পথ অবগত নহেন, তথাপি সেই পথ দিয়া গেলে বারোচি নামক স্থানে উপস্থিত হইবার রাস্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি আপাততঃ বারোচি নামক স্থানেই গমন করিতেছি—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রমণী নিস্তব্ধ হইল। মনে করিল,—"যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই হয়তো যুবকের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ হইতে পারে।"

আলাউদ্দীন চিন্তা করিতে লাগিলেন। রমণী কহিল—"আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিলে, আমি কৃতার্থ হইব।"

আলাউদ্দীন বসিলেন। তারপর সেই স্থানে বসিয়া কত কথাবার্ত্তা হইল, সে কথাবার্ত্তা ক্রমে ক্রমে কিরূপ আকার ধারণ করিল, এবং তাহার পরিণাম কি তাহা অতি শীঘ্রই পাঠকবর্গ অবগত হইবেন।

অনেকক্ষণ অনেকানেক কথাবার্ত্তার পর আলাউদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুন্দরী! তোমার নাম কি!

উত্তর হইল—"এ অধিনীর নাম মীরা।"

আলাউদ্দীন। আপনি কি বিবাহিতা?

মীরা। না। আমার পিতা দিল্লীর সম্রাটের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। বিপুল ধনরাশি রাখিয়া গত বৎসর তিনি কাল-কবলিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা—সেই অতুল বিষয় সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী! সম্প্রতি কোন বিষয় সম্পর্কীয় কার্য্যবশতঃ আমায় গুজরাটে আগমন করিতে

হইয়াছিল। এখন আমি বারোচি, সুরাট, ভূমেণ্ডন হইয়া দৌল-তাবাদ নামক স্থানে গমন করিব।

আলাউদ্দীন। আপনার সঙ্গে অনুচরবর্গ কেহই নাই, ইহার কারণ?

মীরা। কার্য্যান্তরে আমি তাহাদিগকে কোন স্থানে প্রেরণ করিয়াছি। তখন জানিতাম না, যে, আমায় এত শীঘ্র দৌলতাবাদে উপস্থিত হইতে হইবে, কিন্তু আমার বোধ হয়, শীঘ্রই তাহারা পথে আমার সহিত মিলিত হইবে। এখন আমার সঙ্গে কেবল দুইজন মাত্র সহচরী আছেন; আর চারি-জন শরীররক্ষক—

আলাউদ্দীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই, আপনার শরীররক্ষক চারিজন কোথায়? এখনতো কেবলমাত্র আপনার সহচরীদ্বয়কেই দেখিতে পাইতেছি।"

মীরা। তাহারা নিকটস্থ গ্রামে আমাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে।

আলাউদ্দীন। এ সকল প্রদেশে আপনার ন্যায় স্ত্রীলোকের অরক্ষিতা অবস্থায় থাকা উচিত নহে—

অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?—কেন?"

আলাউদ্দীন। আপনি বোধ হয় সদাসর্ব্বদা এ প্রদেশে যাতায়াত করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আপনি এখনও কঙ্কণ প্রদেশের প্রসিদ্ধ দস্যু-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন নাই।

মীরা মৃদুহাসি হাসিয়া কহিল—"এ সকল গল্প বাল্যকালে আয়ির নিকট শুনিতাম বটে—"

আলাউদ্দীন কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া উত্তর করিলেন—"আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু গল্পতো দূরের কথা, আজি প্রাতঃকালে আমি দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি! কিন্তু আমার এখন বোধ হইতেছে, ইহা গল্পকথা নহে, সত্য সত্যই এ দস্যু-সম্প্রদায় বর্ত্তমান। তাহারা যে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহাও আমার বিশ্বাস হয়। কারণ, কঙ্কণ প্রদেশের দস্যু-সম্প্রদায় যখন এতদূর পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তখন আর প্রতাপের কসুর কি?"

মীরা। বলেন কি? আপনি আজ প্রভাতে দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন? তা'র পর কি হইল?

আলাউদ্দীন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। মীরা অনেকক্ষণ ধরিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে কহিল —"তবে আমি এ প্রকার অ-রক্ষিত অবস্থায় কি করিয়া অগ্রসর হই? আমি প্রায়ই বৎসরের মধ্যে পাঁচ সাতবার এ পথ দিয়া যাতায়াত করি বটে, কিন্তু কখনও তো আমার বিপদ ঘটে নাই। বোধ হয়, তখন দস্যুর প্রতাপ এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই।" মীরার মুখে ভীতিচিহ্ন প্রকাশিত হইল। আলাউদ্দীন রূপে মজিয়াছিলেন, রমণীকে ভীত হইতে দেখিয়া তিনি কহিলেন— "আপনার শরীররক্ষকগণ যদিও আসিয়া পৌছে নাই, তথাপি আপনার ভয়ের কারণ কি? আমিও পুনা অবধি গমন করিব। যদি আপনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমার অনুচরদ্বয় এবং আমি, আপনার শরীর রক্ষকের কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছি।"

মীরা কহিল—"আমার কি এমন ভাগ্য হইবে?" এস্থানে মুগ্ধ আলাউদ্দীনের উপর সেই কুরঙ্গনয়নার একটী নয়নবাণ নিক্ষেপিত হইল। বাণবিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে আলাউদ্দীন মরিলেন। এ মৃত্যু বড় সুখের! যুবকেরা যদি এরূপ মরিতে পায়, তাহা হইলে মরিতে বড় একটা ভয় ডর রাখেনা। একবার কেন, এমন মরা শতবার মরিতে চায়। দুই দিক হইতে দুইজনের অব্যর্থ সন্ধান! ক্ষুদ্রপ্রাণী আলাউদ্দীন সহিবেন কি প্রকারে? সেই ধনুর্দ্ধর ঠাকুরইতো ফুলবাণ হানিয়া যত গোল বাধাইয়াছিলেন।

পাঠক! বিশ্বাস করিবেন কি, যে, মীরা সেই লীলাময়ী? অবশ্য পরিচ্ছদের ভিন্নতা আছে। আজি লীলাময়ী ক্ষুদ্রবুদ্ধি আলাউদ্দীনের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মুসলমান বেশে কমলাবতী ও সংযুক্তাকে লইয়া এ নির্জ্জন প্রদেশে আসিয়া বসিয়াছে। আলাউদ্দীন যে দস্যুদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন তাহা লীলাময়ী সেই (কৃষক বেশধারী) সেনাপতির মুখে শুনিয়া নিরপরাধীর সর্ব্বনাশ করিতে স্বচ্ছসলিলা নদীতট আলোকিত করিয়া বসিয়া আছে।

তা' আলাদ্দীনের কি সর্ব্বনাশ হইল? হইল বৈকি। যাহা হইল তাহা যেন আর কাহারও না হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

ষড়যন্ত্র ভঙ্গ ।
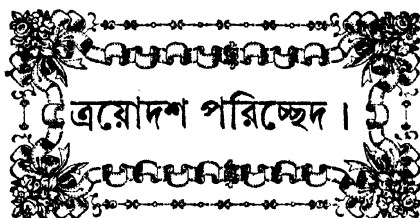
সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তিনজন অশ্বারোহী এবং তিনজন অশ্বারোহিনী একটী বৃহৎ ভগ্নবাটীর সম্মুখে অবতরণ করিল। প্রথমে দুইজন, পশ্চাতে চারিজন। মীরা (ওরফে লীলাময়ী) এবং আলাউদ্দীন। পরে চারিজন, সহচর এবং সহচরী বৃন্দ।

পূর্ব্ব হইতেই লীলাময়ীর সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ছিল। বিশেষতঃ দস্যুদলের সকলেই সুশিক্ষিত! ইঙ্গিতে কথা বুঝিতে পারে। পাঠকগণ! সিহরিত হইবেন না। ইহাও দস্যুদিগের অধিকৃত একটী বাসবাটী। সময়ে সময়ে এস্থানে পাঁচ ছয় শত দস্যুও বাস করিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এস্থানে সম্প্রতি কেহই ছিল না। কেবল মাত্র একজন পাচক, একজন অশ্বপালক ও দুইজন দাসী ছিল।

লীলাময়ী আলাউদ্দীনের সাহায্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিবামাত্র দ্বারী সেলাম করিল। লীলাময়ী জিজ্ঞাসা করিল-- "তোমাদের কর্ত্তা বাটীতে আছেন?"

দ্বারী নতমুখে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর উত্তর করিল—"আজ্ঞে হাঁ, তিনি হেথায় আছেন। অন্যান্য পরিবার সমস্তই দিল্লী চলিয়া গিয়াছেন, সমস্ত দাস দাসী তাঁহাদিগের সহিত চলিয়া গিয়াছেন, বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে। কর্ত্তাও কাল প্রাতঃকালে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

"হাঁ" এই কথা বলিয়া লীলাময়ী আলাউদ্দীনের দিকে ফিরিয়া কহিল--"আমরা তো বড় সময়ে আসিয়াছি। দেখুন এই বাটীর যিনি কর্ত্তা, তিনি আমার একজন প্রাণের বন্ধু। আমিও সম্প্রতি পিতৃহীনা হইয়াছি, তিনিও সম্প্রতি পিতৃহীনা হইয়াছেন। আহা! ইনিও আমারই ন্যায় হতভাগিনী। আমিও অবিবাহিতা, ইনিও অবিবাহিতা।"

এইরূপে লীলাময়ী আলাউদ্দীনের সন্দেহ দূরীকরণার্থে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা কহিয়া মিথ্যা পরিচয় সকল প্রদান করিতে লাগিল। অশ্বপালক আসিয়া একে একে ছয়টী অশ্ব অশ্বশালে লইয়া গেল। মীরার (ওরফে লীলাময়ীর) হস্তধারণ করিয়া আলউদ্দীন বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অনুচরদ্বয় দ্বারীর নিকট উপবেশন করিল, সংযুক্তা ও কমলাবতী দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সেথায়, দুর্গাবতী মীরা অপেক্ষা বহুমূল্য মুসলমান-পরিচ্ছদপরিধৃত হইয়া বসিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ সকল বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছিল, সুতরাং সংযুক্তা ও কমলাবতী উপ-

স্থিত হইবামাত্র দুর্গাবতী জিজ্ঞাসা করিল—"কতদূর ?"

সংযুক্তা। কতদূর আবার কি লো! এইতো এসে পড়েছি। দামী পোষাক পরেছো বলে কি চিন্তে পা'চ্ছনা নাকি ?

দুর্গাবতী। দূর পোড়ার-মুখী! আমি সেখান থেকে চলে আস্‌বার কতক্ষণ পরে পাখী জালে পড়িল ?

কমলাবতী। আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

দুর্গাবতী। লোক জনের যোগাড় হয়েছে তো ?

সংযুক্তা। দস্যুসেনাপতি তাড়াতাড়ি এসে আমাদের তো সব খবর দিয়ে চলে গেল। তার পর আবার সেখানকার শিবিরে খবর না দিলে তো আর লোকজন পাওয়া যাবেনা ? তাই দৌড়াদৌড়ি সেখানে গেল। আজ রাত্রিতেই সব এসে পড়্‌বে।

কমলাবতী। কিন্তু, এই ক'ঘণ্টা কোন রকম করে আলা-উদ্দীনকে এই খানে আট্‌কে রাখ্‌তে হ'বে।

সবে মাত্র এই কয়টী কথা শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে লীলাময়ীর ডাক পড়িল। ব্যগ্রভাবে অমনি তিনজনে লীলাময়ীর কাছে উপস্থিত হইবামাত্র, মীরা (ওরফে লীলাময়ী) আলা-উদ্দীনের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল—"মহাশয়! ইনিই এই বাটীর কর্ত্তৃ, বড় সুরসিকা! আপনি ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইবেন।"

হর্ষচিত্তে আলাউদ্দীন দুর্গাবতীর সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল, আলাউদ্দীন আজি সেই বাটীতে বাস করিবেন। পর দিন প্রাতঃকালে মীরার সহিত তিনি পুনাভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং উক্ত বাটীর কর্ত্তৃ

দিল্লী যাত্রা করিবেন।

সন্ধ্যাকালে আহারাদির আয়োজন হইলে, সকলে মিলিয়া একত্রে আহারে বসিলেন। লীলাময়ীর অপূর্ব্ব কৌশল! বাক্-পটুতায় সে অমন শত শত আলাউদ্দীনকে মুগ্ধ করিতে পারে; নয়নবাণে ইন্দ্রিয়জয়ী মহাপুরুষেরও মন টলাইতে সক্ষম! আলাউদ্দীন ছার!! ধীরে ধীরে পানীয়ের সহিত অজ্ঞানতার ঔষধ মিশ্রিত হইল, ধীরে ধীরে তাহা তাহা আলাউদ্দীনের মস্তিষ্ক বিকৃত করিল, ধীরে ধীরে তিনি ঢলিয়া পড়িলেন। এতক্ষণে লীলা নিশ্চিন্ত হইয়া নানাবিধ পরামর্শ করিতে লাগিল। কতক্ষণে দস্যুসেনা তথায় উপস্থিত হইবে, তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়! একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

আলাউদ্দীন যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরগণ কিন্তু সতর্ক ছিল। তাহারা মনে মনে আগাগোড়াই সন্দেহ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতক্ষণ কোন কথাই বলে নাই। যেস্থানে তাহাদের থাকিতে দিয়াছিল, তথায় বসিয়া তিনজনে নানাবিধ পরামর্শ করিতেছিল, আর আমোদ-তরঙ্গের মধ্য হইতে প্রভুর স্বর লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল। যখন দেখিল, আমোদ আহ্লা-দের উচ্চরব আর কিছুই শুনা যায় না, তখনই তাহারা সন্দেহ করিল—"হয়তো প্রভু মদিরায় অচেতন।" তার পর যখন দেখিল, তিনজন রমণী বাটীর মধ্যে সর্ব্বস্থানে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে, প্রতিমুহূর্ত্তে যেন কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন সে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করা তাহাদের পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠিল। একবার মুখ চাওয়া চাহি করিয়াই একজন অতিশয় লুক্কায়িত ভাবে উপরে

উঠিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না।

* * * * * * "

আলাউদ্দীন নেসায় বিভোর! সংজ্ঞাহীন!! শবসম ভূমিতলে নিপতিত!

ইব্রাহিম (আলাউদ্দীনের প্রধান অনুচর) ব্যগ্রভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রভুর গাত্রে হস্ত প্রদান করিল, অনেক ঠেলাঠেলি করিল—কিন্তু কে উত্তর দিবে?

ইব্রাহিম কাতর স্বরে ডাকিল—"প্রভু! প্রভু! উঠ, এখনও উঠ! এখনও উঠিলে আমরা বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার পাইব।"

কে উত্তর দিবে? আলাউদ্দীন অনেক কষ্টে রক্তবর্ণ নেত্র নিমীলিত করিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একজন মনুষ্য তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে, কিন্তু লোকটী কে তাহা চিনিতে পারিলেন না।

ইব্রাহিম ব্যগ্রভাবে আবার কহিল—"প্রভু। প্রভু! আলাউদ্দীন। এখনও উঠ! এখনও রক্ষা হ'বে—এখনও প্রাণে বাঁচিবে—আমরা ভয়ানক বিপদে পতিত হইয়াছি।—"

বিপদের কথা শুনিয়া আলাউদ্দীনের যেন কিছু জ্ঞান হইল—কিছু কিছু যেন মনে আসিতে লাগিল। সহসা ইব্রাহিমকে চিনিতে পারিয়া তিনি বিকৃতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে ইব্রাহিম!"

ইব্রাহিম তাড়াতাড়ি আলাউদ্দীনের চক্ষে মুখে জল দিয়া কহিল—"আমরা দস্যুর আবাস মন্দিরে আসিয়া পড়িয়াছি,

আপনি যদি এখনও গাত্রোত্থান করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই খানেই আমাদিগের জীবলীলার অবসান হইবে। এখনও গাত্রোত্থান করুন—এখনও—"

আর অধিক কিছু বলিতে হইতে হইল না, চমকিয়া আলাউদ্দীন উঠিয়া বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বলিতেছ? এসব কি সত্য!"

কথার উত্তর দিতে না দিতে আর একজন সহচর আসিয়া উপস্থিত হইল। ইব্রাহিম ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"হয়েছে কি? পেরেছ কি?"

সহচর প্রভুকে গাত্রোত্থান করিয়া, দাঁড়াইতে দেখিয়া, আনন্দের সহিত উত্তর করিল—"সব হয়েছে! দুজনে তিন জন স্ত্রীলোককে দড়ী দিয়ে বাঁধতে আর কত দেরী লাগে। চলো আর দেবী করা নয়! দেরী হলে হয়তো আমরা কঙ্কণ প্রদেশীয় দস্যুদলের হাত এড়াতে পারবো না—"

আলাউদ্দীন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন—"সত্য! আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি? তোমরা কি বল্‌চো?"

ইব্রাহিম। আপনার কি এখনও নেসার ঘোর কাটে নাই! অশ্বারোহণে সক্ষম হইবেন তো? ভয়ানক সর্ব্বনাশ আমাদের সম্মুখে! এখনি হয়তো আবার দস্যুদলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।"

আলাউদ্দীন কহিলেন—"তাহা আনি পারিব—আমার নেসা কাটিয়াছে, কিন্তু তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহা কি সত্য?"

মীরা এবং তাহার সহচরীগণের রূপলাবণ্য তখনও তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই—তিনি তখনও বিশ্বাস করিতে

পারিতেছিলেন না—"ইহা সত্য কিনা।"

ইব্রাহিম ব্যগ্রভাবে উত্তর করিল—"যথেষ্ঠ পরিচয় পাইয়াছি—যথেষ্ঠ বুঝিয়াছি? প্রভু বাক্যব্যয়ের সময় নাই—আসুন্—আসুন্!"

সহসা আলাউদ্দীন চমকিয়া উঠিলেন, ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"দেখ, দেখ, আমার তরবারি কে সূক্ষ্ম তার দিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। তরবারি উন্মোচন করা যায় না! তবে সত্য সত্যই বিশ্বাসঘাতকতা! সত্যই সর্ব্বনাশ সম্মুখে আমার!"

আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনজনে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। শিবজী ও লীলাময়ীর সকল কৌশল ভাসিয়া গেল।
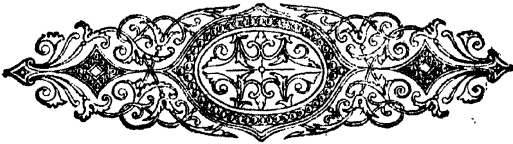
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ।

অনুচরবর্গের সহিত বাহির হইয়াই আলাউদ্দীন দেখিলেন বিস্তৃত প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে মীরা বন্ধনাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এই অলোক-সামান্য রূপবতীর এ প্রকার দুর্দ্দশা করিয়াছে—ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও।"

সুযোগ বুঝিয়া লীলাময়ী কহিল—"মহাশয় আপনি থাকিতে আপনার অনুচরগণ আমার প্রতি বিনাদোষে এইপ্রকার জঘন্য ব্যবহার করিয়াছে ইহা জানিয়া কেমন করিয়া স্থির রহিয়াছেন? এই কি উপকারির প্রত্যুপকার!"

সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই ইব্রাহিম কহিল—"তুই ডাইন্! ডাকাতের অনুচারিণী! আমোদচ্ছলে মদিরায় বিষ মিশান যদি উপকার হয়, অতিথিকে ডাকাইতের হস্তে

সমর্পণ করিবার জন্য তাহাকে অধিক পরিমাণে মাদক সেবন করাইয়া, তাহার সহিত অজ্ঞানতার ঔষধ মিশ্রণ করিয়া, তাহাকে সমস্ত রজনী অজ্ঞান করিয়া রাখা যদি উপকার হয়, বিপক্ষ-পক্ষে অনায়াসে করায়ত্ব করিতে পারে এরূপ ভাবে সূক্ষ্মতারে তরবারি জড়িত করিয়া রাখা যদি উপকার হয়,—তবে তুই উপকার করিয়াছিস্ বটে। তুই যে কিরূপ উপকারিণী, তাহা আমরা বেশ বুঝিয়াছি। প্রভু! আপনি শীঘ্র চলিয়া আসুন! আর অপেক্ষা করিবেন না—বিলম্বে বিপদ বাড়িতে পারে।

এতক্ষণে আলাউদ্দীনের চৈতন্য হইল, তিনি যেন কতক কতক বুঝিতে পারিলেন। আর সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই তিনজনে বেগে অশ্বশালে উপস্থিত হইলেন।

অশ্বশালে অশ্বরক্ষক দারুণ নেসার ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল—সে এ সমস্ত কিছুই জানিত না। তাহার অভ্যাস-বশতঃ সে প্রতিদিন রজনীতে অধিক মাত্রায় সুরাপান করিত, সুতরাং কোথায় কি ঘটিয়াছে, তাহার তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না।

তিনজনে অশ্বশালে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অশ্বশালে সারি সারি ছয়টী কি সাতটী সুসজ্জিত অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে। অশ্বশালে সারারাত্রিই আলোক জ্বলিত, কারণ ইহাই দস্যুগণের নিয়ম। কখন কে আসে, কখন কে যায়, তাহার বড় স্থিরতা ছিলনা—দস্যুদলের কাণ্ড-কারখানাই এইরূপ। সমস্ত অশ্বই সুসজ্জিত—কখন কোথায় যাইতে হইবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আপনার অশ্ব মনে করিয়া আলাউদ্দীন প্রথম অশ্বের নিকট যাইয়াই চমকিয়া উঠিলেন। ইব্রাহিম কহিল—"কি!

কি! অশ্ব দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন যে? অশ্বে আরোহণ করুন, আর বিলম্ব করিবেন না।

আলাউদ্দীন কহিলেন—"দেখ, দেখ, অশ্বের বল্‌গায় কি লিখিত রহিয়াছে!"

ইব্রাহিম ও আর একজন অনুচর ব্যগ্রভাবে উহা পাঠ করিল—"দস্যুপতি।"

আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনজনে আপন্ আপন অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সেই অন্ধকার রজনীতে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। প্রায় ছয়ক্রোশ পথ অতিবাহিত হইলে পর একস্থানে একটী বৃহৎ অট্টালিকা পরিদৃষ্ট হইল। সেইস্থানে তিনজনে তুরঙ্গবেগ সংবরণ করতঃ দ্বারে বার বার করাঘাত করিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগি-লেন। প্রথমে বাটীর কেহই উত্তর দেয় নাই, তাহাদিগের বড় ডাকাতের ভয় ছিল। অনেক কাকুতি মিনতির পর গৃহস্বামী গবাক্ষ প্রদেশ হইতে আগন্তুকত্রয়ের চেহারা ও বেশভূষাদি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দ্বারবানকে দরজা খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন।

তিনজনে তখন গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ দিতে দিতে শ্রান্ত, ক্লান্তদেহে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অশ্বত্রয় অশ্বশালে রক্ষিত হইল, আলাউদ্দীন এবং তাঁহার সহচরদ্বয় গৃহস্বামীর নিকট নীত হইলেন।

* * * * * * *

গৃহস্বামীর নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত হইলে পর, তিনি শয়ন করিতে গেলেন।

আলাউদ্দীন কহিলেন—"ইব্রাহিম! তুমি কেমন করিয়া তাহাদিগের ষড়যন্ত্র সমস্ত বুঝিতে পারিলে, আমায় খুলিয়া বল, নচেৎ আমার মন সুস্থির হইতেছে না।"

ইব্রাহিম কহিল—"কুমার! যখন আমরা প্রথমে ক্ষুদ্র তটিনী তীরে সেই যুবতীকে দেখি, তখনই মনে মনে নানাপ্রকার সন্দেহ করিয়াছিলাম। একেতো সেই পাজী চাষা পথ ভুলাইয়া দিয়াছিল বলিয়া প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার উপর রূপসী রমণী! যেন আমাদের জন্যই বসিয়া ছিল!! সন্দেহের উপর সন্দেহ হইতে লাগিল। তার পর যখন স্বইচ্ছায় তাহার নিজ শরীররক্ষকের আশা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহায়ে আসিতে স্বীকৃত হইল, আমরা যেদিকে যাইতে মনস্থ করিয়াছি, তাহারও সেইদিকে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, আর ক্ষণে ক্ষণে বক্রনয়নে আপনার দিকে চাহিতে লাগিল, তখনই সন্দেহ বাড়িয়া উঠিল। তথাপি আপনার সাক্ষাতে তাহা বলিতে সাহস করিলাম না। আর তেমন সুযোগও পাইলাম না; বিশেষতঃ আপনি রমণীর প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, আপনাকে সাবধান করাও দায় হইয়া উঠিল—"

বাধা দিয়া কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে আলাউদ্দীন কহিলেন—"তার পর?"

ইব্রাহিম দেখিল প্রভু লজ্জিত হইয়াছেন সুতরাং আপাততঃ রমণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া কহিল—"তারপর আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা পথে একবার একটী সরাইয়ে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিতে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম—"

আলাউদ্দীন উত্তর দিলেন—"হাঁ—তারপর?"

ইব্রাহিম। সেই সরাইয়ে অবতরণ করিবার সময় অশ্বরক্ষক বৃদ্ধ রূপসী ললনার অশ্বে হস্তপ্রদান করিয়াই চমকিয়া উঠিয়াছিল। আপনারা কেহই তাহা দেখেন নাই, কিন্তু আমি তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আপনারা সকলে সরায়ের ভিতর চলিয়া গেলে আমি বৃদ্ধ অশ্বরক্ষককে, তাহার চমকিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে প্রথমে কিছুই বলিতে চাহিল না—আমার প্রতিও সে সন্দেহনেত্রে চাহিতে লাগিল। আমি কোন প্রকারে ঘুষ ঘাস দিয়া, আমাদিগের সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত্ত করিয়া, যখন তাহার সন্দেহ অপনোদন করিলাম, তখন সে বলিল—"তোমরা দস্যুর হস্তে পড়িয়াছ, সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!" আর অধিক কথা হইল না, আপনারা বাহিরে আসিলেন, আবার আমরা যাত্রা করিলাম। কতবার মনে করিলাম, আপনাকে সাবধান করি, কিন্তু একবিন্দুও সময় পাইলাম না। আপনি রমণীত্রয়ের সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমি তখন হাফিজ্‌কে সমস্ত খুলিয়া বলিলাম। আমাদিগের নানাবিধ পরামর্শ চলিতে লাগিল, ওদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। আমি সেই এক সুযোগ পাইলাম। অন্ধকারে লুকাইয়া লুকাইয়া অন্তঃপুরের দিকে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম একটা নিভৃত কক্ষে সেই দুইটী সহচরী বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছে।"

আলাউদ্দীন। কি পরামর্শ?

ইব্রাহিম। আমি যে কথা হইতে শুনিয়াছিলাম তাহাই বলিতেছি,—

একজন বলিল—"ইহার মধ্যে কি আর দলবল সমেত তাহারা আসিয়া পড়িতে পারিবে? তাহা কখনই সম্ভব নয়। কাজী ইহাদিগকে পথ ভুলাইয়া বনজঙ্গলের ভিতরের সহজ পথ দিয়ে এসে আমাদের খবর দিয়ে, দুর্গাবতীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এই বাটীতে এসে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে গেল। তার পর সে সেই সুরাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে দস্যুপতির স্থানীয় আবাসে গিয়ে সংবাদ দেবে, তবেতো দলবল এখানে আস্‌বে?"

আর একজন বলিল—"ততক্ষণ পাখীকে জালে ফেলে রাখ্‌তে হ'বে। যে মদ খেয়েছে, এখন সহজে তো সমস্ত রাত চেতনাই হচ্চেনা—এখন এই দুটো অনুচরের, কি করা যায়? ওরা তো কিছু গোল কর্ব্বেনা?"

পূর্ব্বোক্ত রমণী অমনি কহিল—"উপরে লীলাময়ী আর দুর্গাবতীতে অমন ডব্‌কা ছোঁড়াকে কাবু করে ফেল্‌তে পারলে, আর আমরা ঐ দুটো চাকরকে পারবোনা? তুমি একটা ঘরে খাবার টাবার সাজিয়ে রাখগে আর আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসিগে—ওদেরও মদে অজ্ঞান করে ফেল্‌তে হ'বে—কেমন?"

আমি এই সকল কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি হাফিজের কাছে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বলিলাম। হাফিজ আমায় জিজ্ঞাসা করিল "এসময় কি করা উচিত?" আমি বলিলাম—যেমন রমণী তোমায় ডাকিতে আসিবে অমনি তুমি, যাইবার ভান করিয়া ধীরে ধীরে উঠিবে, খুব সাবধানের সহিত একেবারে হঠাৎ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াই বাঁধিয়া ফেলিবে—চীৎকার করিতে না পারে। ইতিমধ্যে আমি অন্য রমণীকে হস্তগত

করিব। তারপর তুমি পাকশালায় গিয়া দেখিবে পাচক পাচিকা কি করিতেছে। যদি তাহারা এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এরূপ বোধ কর, এবং তাহাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত দেখ, তাহা হইলে কিছু বলিও না। ধীরে ধীরে চলিয়া আসিও, তারপর যাহা করিতে হয় আমি তোমায় বলিয়া দিব।”

হাফিজ কহিল—“আমি তোমার কথামত পাকশালায় গিয়াছিলাম· কিন্তু দেখিলাম তাহারা সুরাপানে মত্ত—শীঘ্রই অচেতন হইয়া পড়িবে, সুতরাং তাহাদের কিছু না বলিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। মেয়ে মানুষটার হাত পা এমন করিয়া বাঁধিয়াছিলাম যে তাহার নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা ছিল না। তাহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম যে যদি তাহার গলার স্বর বাহির হয় তাহা হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব, সেই ভয়ে সে মড়ার মত পড়িয়াছিল।” পাকশালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় আর একটী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল —সে চীৎকার করিবার যোগাড়ও করিয়াছিল, তাহারও মুখ চোখ্‌, হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম—সেও কথাটী কহে নাই।”

ইব্রাহিম কহিল—“আমিও তোমাকে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়া দেখিলাম· সে, একটা সুসজ্জিত কক্ষে পশ্চাত ফিরিয়া আহারাদি সমস্ত সাজাইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া ব্যাঘ্রের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলাম—সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।তাহার মুখ চোক বাঁধিয়া সেইখানে ফেলিয়া রাখিলাম—সেও কোন কথা কহিতে পারিল না। তার পর তাড়াতাড়ি উপরে উঠিলাম। দেখিলাম

সেই রূপসী রমণী, যে ক্ষুদ্র তটিনী তীরে আপনার রূপের ডালি লইয়া বসিয়াছিল,সে প্রভুকে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় ফেলিয়া সেই কক্ষে চাবি প্রদান করিতেছে। তদ্দৃষ্টে আমি প্রথমতঃ তাহাকে কিছু বলিলাম না ; সে কি করে তাহাই দেখিতে লাগিলাম। সে প্রথমে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তারপর তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া আমরা যে কক্ষে ছিলাম সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; অবসর বুঝিয়া আমি তাহাকেও ঠিক পূর্ব্বের মত হস্তগত করিলাম, তাহার কটীবন্ধ হইতে চাবি খুলিয়া সভীত অন্তরে প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কুমার অবগত আছেন—আমি আর কি বলিব।"

আলাউদ্দীন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উত্তর করিলেন—"ইব্রাহিম! তুমি এবং হাপিজ—আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, দুইবার দস্যু কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছ, ইহার পুরস্কার, এখানে আর কি দিব? যদি দিন পাই—তবে একদিন আমি ইহার কতকাংশ ঋণ পরিশোধ করিতে যত্নবান হইব।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববৃত্তান্ত।
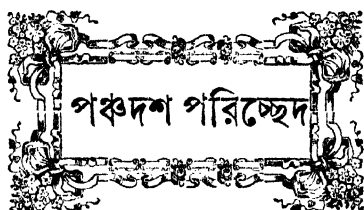
শিবজী অজয়সিংহকে বিদায় দিয়া দুইদিনের মধ্যে নর্ম্মোদা নদীতীরে বারোচি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অজয়সিংহ পুনায় ফিরিয়া গেল। বিশেষ অনুসন্ধানের পর তিনদিনের দিন তিনি জানিতে পারিলেন, তিনজন স্ত্রীলোক কোন সরাইয়ে অবস্থান করিতেছে। তখন তিনি ছদ্মবেশে রজনী যোগে সেই সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। কেহ কিছু সন্দেহ করিল না—কেহ জানিতেও পারিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সহসা মহা গোল-যোগ শুনিয়া সকলেই জাগ্রত হইল। সকলেই শুনিল, সেই দিন যে তিনজন রমণী সরাইয়ে বাসা লইয়াছিলেন—তাহার মধ্যে একজনের হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরী দস্যুতে অপহরণ করিয়াছে। দস্যু এক হস্তে ছোরা ও অপর হস্তে পিস্তল লইয়া নিঃশব্দ

পাদবিক্ষেপে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিল। সহচরীদ্বয় অঘোরে নিদ্রা যাইতেছিল, তাহারা দস্যুর প্রবেশ লাভ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারে নাই—কিন্তু সম্ভ্রান্ত মহিলা কোন বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি দস্যুর প্রবেশ জানিতে পারিয়াও ভয়ে কিছুই বলেন নাই—দস্যুও তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া একটী অঙ্গুরীয়ক এবং মূল্যবান দুই চারি খানি অলঙ্কার খুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়াছিল।

সম্ভ্রান্ত মহিলা কায়রার রাণী এবং দস্যু শিবজী স্বয়ং। লীলাময়ীর অনুরোধে শিবজী এতদূর পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। পাঠক! বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে এই দুই চারি খানি অলঙ্কার ও একটী অঙ্গুরীয়ক লইবার জন্য তিনি স্বয়ং এত যত্ন করিলেন কেন?

অজয়সিংহের সহিত শিবজীর সাক্ষাৎ ও কথোপকথন যাহা পাঠক এই পুস্তক পাঠে জানিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে আর একবার তাঁহার সহিত অজয়সিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—সে সাক্ষাৎ পুনায় হয়।

অজয়সিংহ সে সময় শিবজীকে বলে যে, সে তাহার প্রভুর আদেশে কায়রার রাণী এবং আমেদাবাদের রাজকুমার আলাউদ্দীনের নিকট দুইটী অঙ্গুরীয়ক লইয়া যাইতেছে। দুইটী অঙ্গুরীর নির্ম্মাণ কৌশল অতি বিচিত্র—দুইটীই এক আকৃতির! অঙ্গুরীর কারুকার্য্য এত সূক্ষ্ম যে সামান্য স্বর্ণকার কৃত বলিয়াতো বোধই হয় না। ইহা ব্যতীত তাহাতে এমন কতকগুলি সঙ্কেত আছে, যাহা সাধারণ মানবের সম্পূর্ণ অবোধ্য। এই অঙ্গুরী

দুই জনে পরিয়া আসিলে তবে তিনি তাহাদিগকে, আমেদা-বাদের রাজকুমারী এবং কায়রার রাণী বলিয়া চিনিবেন, এবং বিশ্বাস করিবেন। আসিবার কারণ অতিশয় গুহ্য—পত্রে তাহা লিখিত—আসিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।

শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন "কই সে পত্র দেখি?"

অজয়সিংহ কহিল—"পত্র দেখিয়া কি করিবেন? সে আমা-দিগের ভাষায় লিখিত নয়। আমার প্রভু ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত তিন চারি প্রকার ভাষা অবগত আছেন—তাহারি মধ্যে একটা অস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন আমি কি সে চেষ্টার কসুর করিয়াছি? তবে আমি জানি তিনি কি লিখিয়া-ছেন?

শিবজী। কেমন করিয়া জানিলে!

অজয়। প্রথমে তিনি আমাদিগের ভাষায় পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, আমি তাহা রজনীযোগে লুকাইয়া পাঠ করি। পাঠ সমাপ্ত হইলে যথাস্থানে রাখিয়া যেমন ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছি, অমনি আমার পায়ে লাগিয়া একটা কি জিনিস পড়িয়া যাওয়াতে একটা শব্দ হয়—সেই শব্দে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি "কেও! কেও!!" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। যদি আমায় সে যাত্রা ধরিতে পারেন নাই, তথাপি সেই অবধি তিনি এদেশের ভাষায় আর কিছুই লিখেন না। এ পত্র দুই-খানিও বিজাতীয় ভাষায় লিখিয়াছেন।

শিবজী। তুমি তাহা কেমন করিয়া জানিলে!

অজয়। আমার সম্মুখে তিনি ইহা মুড়িয়া শীলমোহর করি-য়াছেন। তাঁহার অন্যান্য শত শত দাস দাসী আছে, কিন্তু

আমায় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস করেন ; তাই এ কার্য্যে আমায় প্রেরণ করিয়াছেন। যদি বলেন, পত্রখানি অন্য কাহাকেও দিয়া পড়াইয়া লইবেন, তাহাতেই বা আমাদের কি ফল! পত্রেতো আর সে দ্বিতীয় স্বর্গের কথা লেখা নাই!

শিবজী। পত্রে কি আছে?

অজয়। দুই জনকেই এক মর্ম্মে পত্রখানি লেখা। তাহার ভাবার্থ এই যে, কায়রার রাণী এবং আমেদাবাদের রাজকুমার উভয়েই বোধ হয় জানেন না যে, তাঁহারা যাঁহাদের আপাততঃ পিতা মাতা বলেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের পিতা মাতা নহেন। জগতের মধ্যে কেবল একজনে তাঁহাদিগের বংশবিবরণ জানেন -- তিনি আমার প্রভু। যদি সে সকল বিষয় জানিবার বাসনা থাকে, তবে পত্র প্রাপ্তি মাত্রই নিজ নাম, স্বাক্ষর ও রাজকীয় মোহর করিয়া পত্র প্রাপ্তি সংবাদ প্রেরণ করিবে। তাহার পর দুইজনে অঙ্গুরীয়ক লইয়া যাত্রা করিবে। পত্রে এই পর্য্যন্ত, বাকি কথা দূত মুখে।

শিবজী। তোমায় কি বলিয়া দিয়াছেন?

অজয়। আমায় বলিয়াছেন, "তুমি প্রথমতঃ কায়রার রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে পত্রখানি দিবে। তাহার পর তিনি তোমায় যখন আসিবার বন্দোবস্তের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন বলিবে যেন তিনি রীতিমত সশস্ত্র শরীররক্ষক-সেনা সমভিব্যাহারে আসেন, দুই দশজন শরীর রক্ষকের সাধ্য নয়, যে তাঁহাকে কঙ্কণ প্রদেশীয় দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। তারপর আমেদাবাদের রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াও ঠিক ঐ কথা বলিবে।

শিবজী। তা অত গোলে কাজ কি? তুমি অঙ্গুরীয়ক দুইটী আমাকে দাও, আমি এবং লীলাময়ী, আমেদাবাদের রাজকুমার ও কায়রার রাণী সাজিয়া উপস্থিত হইব।

মৃদু হাসি হাসিয়া অজয় সিংহ উত্তর করিল—"তাহা হইলে আর ভাবনা কি? আমার প্রভু কি এতই নির্ব্বোধ! তিনি ঐ জন্যইতো তাহাদিগের পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই নিজ নাম, স্বাক্ষর ও রাজকীয় মোহর সংযুক্ত পত্রে, পত্রপ্রাপ্তিসংবাদ লিখিতে বলিয়াছেন।"

শিবজী অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তৎপরে আর কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া শেষে বলিলেন—"আচ্ছা তুমি আপাততঃ যথায় যাইতেছ, যাও! "মিত্রবংশী" সঙ্গে লইয়া যাইও। তোমার জন্য আমি সুরাট প্রদেশের সীমান্ত প্রদেশে আমার স্থানীয় সম্প্রদায়ের আবাস স্থলে শিবির সংস্থাপন করিব। তুমি ফিরিয়া আসিয়া আমায় সংবাদ দিলে তবে আমি অগ্রসর হইব। দূর হইতে তাহাদিগের গতিরোধ করাই উত্তম পরামর্শ। সেই স্থানে তাহাদিগকে বন্দীভাবে রাখিয়া অঙ্গুরীয়ক দুইটী সংগ্রহ করিব। তুমি তাহাদিগকে বলিও যে, দুইজন মাত্র সহচর সহচরী লইয়া উভয়ে যেন এ প্রদেশে আসেন। আরও বলিবে, তোমার প্রভুর ইহাই একান্ত ইচ্ছা; কেননা কায়রার রাণী ও আমেদাবাদের রাজকুমার পুনায় গুপ্তভাবে আসেন, ইহাই প্রার্থনীয়। কথাগুলি এমন সরলভাবে বলিবে যেন তাঁহারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করেন। যদি তাঁহারা কঙ্কণ প্রদেশীয় দস্যুর কথা উল্লেখ করেন, তবে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। তোমার সেই হাসিতে তাঁহাদিগের মনে যেন এমন ধারণা হয়, যে উহা ভ্রম মাত্র। তোমার প্রভুর যে প্রকার বন্দোবস্ত

দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, তিনি যদিও দুইজনকে এক-ভাবের কথা লিখিয়াছেন এবং বলিতে বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায়, একজনের কথা অপরে না শুনেন—কেমন কি না?”

অজয়। হাঁ, তিনি তাহাও স্পষ্ট করিয়া আমায় বুঝাইয়া বলিয়া দিয়াছেন যে যদিও এককথা দুইজনের কাছে বলিতে হইবে, তথাপি একের কথা অপরে না জানিতে পারেন। কায়রার রাণীও জানিবেন না, যে আমেদাবাদের রাজকুমার তাঁহার সহিত এক সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন,—আমেদাবাদের রাজকুমারও জানিবেন না, যে কায়রার রাণীও একই উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিতেছেন।

শিবজী। তবে কেবল তোমার প্রভুর কথার পরিবর্ত্তে আমার কথা গুলি উভয়কে বলিয়া আসিবে, আর যাহাতে পাখী বিনা আয়াসে জালে পড়ে সে বিষয় যত্নবান হইবে।

অজয়। তা আমায় কিছুই বলিতে হইবে না কিন্তু যদি আপনি কার্য্যে সফল হয়েন, তাহাহইলে আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিবেন না। আমিও যেন সে দ্বিতীয় স্বর্গে প্রবেশলাভের উপায় অবগত হই।

শিবজী। নিশ্চয়! নিশ্চয়!! সে বিষয় কতবার তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিব; সে বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আজি চল, আমাদের পার্ব্বতীয় দুর্গে অবস্থান করিবে, কালি বুদ্ধিমতী লীলাময়ীর সহিত পরামর্শ করিয়া যাত্রা করিবে। অন্যান্য অনেক কথা তোমায় সেই সঙ্গে বলিয়া দিব।

এই বলিয়া দুইজনে অশ্বারোহণে ঘাটপর্ব্বতমালার দিকে চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সর্প দংশন।

কায়বার রাণীর অঙ্গুরী অপহৃত হইলে পর, তিনি পরদিন বিষাদ অন্তরে সহচরীদ্বয়ের সহিত সরাই হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে যাইতে মনস্থ করিলেন। সহচরীগণ কেহই জানিল না, কেন তিনি অঙ্গুরীয় হরণে এত সন্তাপিত হইয়াছেন। তাহারা উভয়েই ভাবিল,—"বোধ হয়, অঙ্গুরীয়-কটী কোন প্রিয়জনের নিকট হইতে প্রাপ্ত—ঠাকুরাণী বোধ হয় তাহার প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ—নহিলে সামান্য অঙ্গুরীয় হরণে তাহার এত মনব্যথা কেন?"

* * * * * * *

একদিন প্রাতঃকালে উষার কাঞ্চন ঘটা প্রকাশিত হইতে

না হইতেই, তাপ্তী নদীতীরবর্ত্তি সুরাট বন্দরের নিকটবর্ত্তী স্থানে কায়রার রাণী এবং সহচরীদ্বয় অশ্বারোহণে চলিয়াছেন।

১ম সহচরী কহিল—"কাল আমরা যে বুড়ীর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, সে অতি অমায়িক। আহা! বৃদ্ধা পতিপুত্র-শোকে পাগলিনী প্রায়, তথাপি আমাদের পাইয়া কত যত্ন করিল।"

২য় সহচরী। রাজকুমারি! আপনাকে এক কথায় ভুলা-ইতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আপনি সেই অবধি যে ম্রিয়মান, সেই ম্রিয়মান!"

কায়রার রাণী। দেখ সখী! আমি যে দুঃখে কাতর, তাহা জানিলে তোমরা আমায় প্রবোধ দিতে অগ্রসর হইতে না। এক অঙ্গুরীয়ক হারাইয়া আমি যে কি মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা শত্রুকেও যেন কখন পাইতে না হয়।

২য় সহচরী। কেন সে অঙ্গুরী কাহার প্রদত্ত?

কায়রার রাণী। দেখ, তোমরা প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মান-সিক তেজের হীনতা দেখিয়া মনে করিতেছ, আমি "কি সামান্য বস্তুর জন্য এত সন্তাপিত হইয়াছি"—কিন্তু তাহা মনে করা তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম! তোমাদের এইটুকু বুঝিয়া দেখা উচিত যে, আমার কত বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী থাকিতে, আমি সেই সামান্য অঙ্গুরীয়ের জন্য এত খেদ করি কেন? অবশ্য ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে।

১ম সহচরী। অঙ্গুরীয়কটী কি কোন প্রিয়জন হইতে প্রাপ্ত?

কায়রার রাণী মৃদুহাসি হাসিয়া কহিলেন—"সখি! প্রিয়জন

হইতে প্রাপ্ত” সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি যাহা ভাবিয়াছ—তাহা নয়। তুমিতো জান, আমার প্রতিজ্ঞা যতদিন না আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, ততদিন আমি বিবাহ বা পুরুষের সহিত আলাপ করিব না।”

২য় সহচরী। তাহা জানি, কিন্তু কেন এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তাহা আজিও বুঝিতে পারিলাম না। আপনার এই নবীন বয়স, যৌবনের ষোল কলা পূর্ণ!—এসময়ে আপনি অবিবাহিত থাকিতে এত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর!

কায়রার রাণী। তোমার বুদ্ধির অগোচর হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সে অঙ্গুরীয়ক থাকিলে হয়তো আমার উদ্দেশ্য সফল হইত। আমি আজ যথায় যাইতেছি, সেই অঙ্গুরীই কেবলমাত্র আমার প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ হইত। হায়! কি কুক্ষণেই আমরা বিনা শরীররক্ষক সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়াছিলাম।

১ম সহচরী। আহা! দেখ দেখ সখি! কে চারিজন রমণী একটী শিবির সম্মুখে ওখানে বসিয়া রহিয়াছে। আহা! কি সুন্দর রূপ!

কায়রার রাণী সহচরীর কথায় সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন—অপূর্ব্ব দর্শন! জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা-রূপিণী কে একজন রমণী ক্ষুদ্র বনস্থলী মাঝে বসিয়া আপন মনে বীণাবাদন করিতেছে। সকলে সেই দিকে চলিলেন।

বা লীলাময়ী! কত লীলাই তুমি জান? তোমার লীলা অভাবনীয়!—অচিন্ত্য!! তুমি ঐরূপে বীরশ্রেষ্ঠ শিবজীকে

কিনিয়া রাখিয়াছ, ঐরূপে তুমি আলাউদ্দীনকে মজাইয়াছ? তোমার লীলা কে বুঝিবে? কে জানে আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিতে তুমি আজ বনঃপার্শ্বদেশ আলোকিত করিয়া বসিয়া আছ?

কায়রার রাণী এবং সহচরীদ্বয় নিকটস্থ হইলে, লীলাময়ী আপনার ভুবনমোহিনী রূপ লইয়া তাঁহারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কোথা যাইবেন? তিনজন মাত্র রমণী মিলিয়া কি সাহসে এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন? জানেন না কি, এ সকল স্থলে কঙ্কণ প্রদেশীয় দস্যুর বড়ই প্রাদুর্ভাব! তাহারা পথিকের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়, সতীর সতীত্ব হরণ করে।

কায়রার রাণী চমকিয়া উঠিলেন! লীলাময়ী তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইলেন। দুর্গাবতী, কমলাবতী ও সংযুক্তা কায়রার রাণীর সহচরীদ্বয়কে অবতরণ করাইল। সকলে মিলিয়া আবার সেই শিবির সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

লীলাময়ী কহিল—"আপনি কোথায় যাইবেন?"

কায়রার রাণী। পুনায়।

লীলাময়ী। আমিও পুনার নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইব! চলুন —এক সঙ্গেই যাই।

কায়রার রাণী সে কথায় বড় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া কহিলেন—"আপনি যে বলিতেছিলেন, এ প্রদেশে দস্যুর বড় প্রাদুর্ভাব, তাহা আমি যথেষ্ট বুঝিয়াছি—সম্প্রতি আমি দস্যুর হস্তে পড়িয়াছিলাম!"

লীলাময়ী যেন কত আশ্চর্য্যের সহিত বলিল—"বলেন কি? কোথায়?—কি ভাবে দস্যু আপনাদের আক্রমণ করিয়াছিল? —হায়! আপনাদের যথা সর্ব্বস্ব হয়তো লুণ্ঠন করিয়াছে।"

ব্যগ্রভাবে কায়রার রাণী কহিলেন,—"না, আমাদের যৎ সামান্যই লইয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে সে অতি সামান্য! কিন্তু—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

লীলাময়ী অধিকতর ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"কিন্তু কি? দস্যু আপনার যৎসামান্য হরণ করিয়াছে বলিতেছেন—আবার "কিন্তু" কি? তবে কি—"

কায়রার রাণী লীলাময়ীর এ প্রকার ভাব দেখিয়া কহিলেন—"না এমন কিছুই নয়, দস্যু আমার হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া লইয়াছে—তাহাই আমার অত্যন্ত দুঃখের কারণ! সেই অঙ্গুরীয়কটী আমার সমস্ত জীবনের সুখের আধার!! তাহা হইতেই আমার ইহলীলার সমস্ত সুখ পূর্ণ হইত—কিন্তু হায়!—"

উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হইল। লীলাময়ী একে একে সমস্ত কথা কায়রার রাণীর মুখে শুনিল। যেন কত আশ্চর্য্য হইল, যেন কথা নূতন কথা শুনিল। কায়-রার রাণী কিন্তু সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল না, কিছু কিছু অপ্র-কাশ থাকিল, কিন্তু লীলাময়ীর কাছে লুকান বৃথা, সে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিত। যাহা হউক সেও কায়রার রাণীকে জানিতে দিল না যে সে, সে সকল কথা পূর্ব্ব হইতেই জানিত। কায়রার রাণী প্রকাশ করিল না কেবল দুইটী কথা। একটী নিজ পরিচয়; অপরটী অঙ্গুরীয়ের প্রকৃত বিবরণ। লীলাময়ী

যেন তাহাই বুঝিয়া গেল, ভাল মন্দ কোন কথায় সন্দেহ ভাব প্রকাশ করিল না। শেষে আপনার সহচরীত্রয়কে ইঙ্গিত করিয়া কি বলিল, তাহাতে তাহারা কায়রার রাণীর সহচরীদ্বয়কে লইয়া শিবির মধ্যে আহারের আয়োজন করিতে গেল।

কায়রার রাণী কহিলেন—"আপনি যদি পূর্ব্ব হইতেই জানেন যে এ সকল স্থানে দস্যুর বড় উপদ্রব, তবে নিঃসহায় অবস্থায় কেন বহির্গত হইয়াছেন—আপনার সঙ্গেতো অন্য লোকজন দেখিতেছি না।"

লীলাময়ী মৃদুহাসি হাসিয়া কহিল--"তাহারা নিকটেই আছে—শীকার করিতে গিয়াছে। আপনি দেখিতে চানতো আমি আপনাকে এখনি দেখাইতে পারি। আমি বংশীধ্বনি করিলেই তাহারা আসিবে।"

কায়রার রাণী। কই দেখি?

লীলাময়ী বংশীবাদন আরম্ভ করিল, দূরে অশ্বপদ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল--সহসা লীলাময়ী চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল!

কায়রার রাণী চমকিয়া—"কি! কি!!" বলিয়া লীলাময়ীর নিকট যাইবামাত্র, লীলাময়ী ইঙ্গিতের দ্বারা কি দেখাইল। সহচরীগণ ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সকলেই বুঝিল, কি ঘটনা ঘটিয়াছে। বংশীবাদনে কালফণী বিবর হইতে বহির্গত হইয়া লীলাময়ীর পশ্চাতে আসিয়াছিল, অভাগিনী তাহা জানিতে পারে নাই। বংশীবাদন শেষ হইলে, যেমন সে আপন পশ্চাতে বংশীটী রাখিতে যাইবে, সর্পের গাত্রে করস্পর্শ হওয়াতে, অমনি সর্প দংশন করিল—লীলাময়ী চমকিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে একজন দস্যুসেনা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল —দুর্গাবতী ব্যগ্রভাবে তাহাকে কহিল—"যাও, যাও, শীঘ্র যাও— দস্যুপতিকে সংবাদ দাও—লীলাময়ীকে সর্পে দংশন করিয়াছে।"

দস্যুপতি নাম শুনিয়া কায়রার রাণী চমকিয়া উঠিল। সহচরীদ্বয় বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে মুখ চাওয়া চাহি করিতে লাগিল। দস্যুসেনা বেগে প্রস্থান করিল।

দুর্গাবতী সর্প দংশনের ঔষধ জানিত, সে অতিশয় দ্রুত-ভাবে বন জঙ্গলের ভিতর ছুটিল। দেখিতে দেখিতে বিষ মস্তকে উঠিল, মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল—লীলা, সংযুক্তা ও কমলাবতীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। কায়রার রাণী এবং তাঁহার সহচরীদ্বয় দূরে সজল নয়নে দণ্ডায়মান রহিল।

যখন লীলা দেখিল যে দেহ অবসন্ন—চক্ষু জ্যোতিহীন—কর্ণ শ্রবণশক্তি রহিত হইবার উপক্রম হইতেছে, তখন জড়িতস্বরে ডাকিল—"রাজকুমারি! আমার নিকটে এস!"

লীলাময়ীর মুখে "রাজকুমারী" নাম উচ্চারিত হইবামাত্র কায়রার রাণী অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন—ভাবিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আমিতো আমার কোন পরিচয় দিই নাই—লীলাময়ী তবে তাহা কেমন করিয়া জানিল?"

যাহা হউক, ভাবিবার আর সময় ছিল না। লীলাময়ী আবার ডাকিল—"রাজকুমারি! কায়রার অধিশ্বরী!! আমার নিকটে এস, মৃত্যুকালে তোমার দ্রব্য তোমায় দিয়া যাই।"

কায়রার রাণী সজলনয়নে ধীরে ধীরে লীলাময়ীর পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

লীলাময়ী যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে কহিল—"দেখ

আমি দস্যুপত্নী! আমার কথায় আমার পতি তোমার হস্ত হইতে এই অঙ্গুরী লইয়া আসিয়াছিলেন। এ অঙ্গুরী লইয়া আমার মহা উদ্দেশ্য সাধন হইত, কিন্তু বিধাতা সে সাধে বাদ সাধিলেন। আমিই যখন চলিলাম, তখন অঙ্গুরী রাখিয়া আর কি হইবে। তোমার অঙ্গুরী তুমি লও—আমায় বিদায় দাও। তোমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতা "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয়" দেখাইলেন। আর কথা কহিতে পারি না—জিহ্বা —জড়তা—প্রাপ্ত হয়ে আস্‌ছে। তুমি পালাও—পালাও—শীঘ্র পুনায় উপস্থিত হয়ে স্বকার্য্য সাধন—কর—আমি যাই—আমায় ক্ষমা—কর—" আর স্বর বাহির হইল না, লীলাময়ী অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।
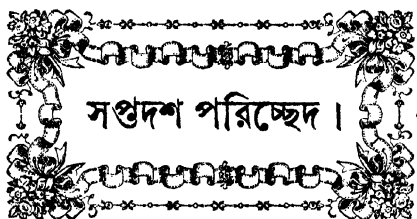
পান্থজীর দৌত্য।

কায়রার রাণীর দয়ার শরীর!! অঙ্গুরী পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দস্যুপত্নীর সর্পদংশনে মৃত্যু হওয়াতে ততোধিক বিষাদিত হইয়াছিলেন। সখীগণ অনেক কষ্টে তাঁহাকে অশ্বারোহণ করাইলে, তিনি শত্রুর মৃত্যুতেও কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

লীলাময়ীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শিবজী তথায় আসিয়াছিলেন। ক্রন্দন, হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস, আশায় নিরাশ, যতদূর হইবার তাহা হইয়াছিল—সে কথা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। এরূপ স্থলে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহার বিন্দুমাত্র ক্রটী হয় নাই। লীলাময়ীর দেহ নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে বলিয়া তিনি অবশেষে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

দুর্গাবতী সর্পদংশনের অনেক প্রকার ঔষধ লীলাময়ীকে সেবন করাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই।

অবশেষে লীলাময়ীর দেহ নদীজলেই ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

* * * * * * * *

বিজয় পুরাধিপতির অনেক গুলি পার্ব্বতীয় দুর্গ ছলে, বলে বা কৌশলে শিবজী হস্তগত করিয়াছিলেন। ইহাতে বিজয়-পুরাধিপতি, শিবজীর দমনাভিলাষে, পঞ্চ সহস্র সৈন্যের অধি-নায়ক করিয়া আফ্‌জল খাঁ নামক জনৈক মুসলমান বীরপুরুষকে প্রেরণ করেন। শিবজী লীলাময়ীর শোকে সেই সময় প্রতাপগড় নামক দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অর্থাভাবে দস্যুসেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক স্থানীয় সম্প্রদায়ের সেনাপতি সকল এক একজনে এক একটী দল বাঁধিয়া আপনা আপনি স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছিল।

শিবজী যখন শুনিলেন, পঞ্চসহস্র সেনা সমভিব্যাহারে আফ্‌জল খাঁ তাঁহাকে দমন করিতে আসিতেছেন, তখন তিনি, সম্মুখ যুদ্ধে আপনাকে অপারক জানিয়া, কৌশলজাল বিস্তার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একজন দূতের হস্তে, এই মর্ম্মে একখানি পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন যে—"আমি একজন সামান্য ব্যক্তি! বিজয়পুরাধিপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করি না—আর সাহস করিলেও সে ক্ষমতা আমার নাই। আমি বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে অভয় দান করিলে, আমি আমার অধিকৃত দুর্গগুলি—বিজয়-পুরাধিপতির হস্তে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহার অধীনে কেল্লাদারের পদ গ্রহণ করিব।"

আফজল খাঁ শিবজীর পত্র পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন

এবং হৃষ্টচিত্তে দূতকে বিদায় দিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, দুরারোহ পার্ব্বতীয় দুর্গ সকল অধিকার করিতে ভীষণ জঙ্গলময় দুর্গম গিরি প্রদেশে সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হওয়া দুরূহ ব্যাপার! পঞ্চসহস্রের মধ্যে এক সহস্র ফিরিয়া আসিত কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় শিবজী, বিনা আয়াসে, অবনতি স্বীকার করিলেন, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে। আফ্‌জল খাঁ দুইদিন পরেই পান্থজী গোপীনাথ নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে দূতরূপে নিয়োজিত করিয়া শিবজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। দুর্গের বাহিরে আসিয়া শিবজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পর, পান্থজী শিবজীকে কহিলেন,—"আপনার পত্র পাইয়া সেনাপতি আফ্‌জল খাঁ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনার পিতা তাঁহার বন্ধু! অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল প্রভুর আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইয়াছিল। এখন আপনি যখন স্বইচ্ছায় অবনতি স্বীকার করিতে স্বীকৃত হইতেছেন, তখন আর তাহার উপর কোন কথা নাই। আহ্লাদের সহিত তিনি আপনার প্রতি ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ একটী জায়গীর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

শিবজী বিশেষ ভদ্রতা সহকারে বিনীত ভাবে কহিলেন-- "যথেষ্ট! যথেষ্ট!! একটী জায়গীর পাইলেই আমি আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। আমি বিজয়পুরাধিপতির দাসানুদাস মাননীয় আফ্‌জল খাঁর অনুগ্রহের পাত্র!! তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমায় যাহা প্রদান করিবেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব—দ্বিরুক্তি করিব না। আপনি আফ্‌জল খাঁকে গিয়া বলি-

বেন, আমি বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি।”

পান্থজী গোপীনাথ শিবজীর ভদ্রতায় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন —“ভাল, আমার সহিত যে কয়জন অনুচর আসিয়াছে তাহাদের মধ্যেই একজনকে দিয়া আমি এ সংবাদ এখনি আফ্‌জল্‌ খাঁর নিকট প্রেরণ করিতেছি। পরে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া অন্যান্য কথা বলিব।” এই বলিয়া তিনি একজন অনুচরকে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিলেন।

শিবজী কহিলেন—“আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ এই স্থানে অবস্থান করুন, কাল প্রাতঃকালে আমি আমার মোহরাঙ্কিত সন্ধিপত্র আপনার হস্তে প্রদান করিব—তার পর সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ঠাক হইলে, যথাসময়ে আমি আফ্‌জল্‌ খাঁ এবং বিজয়পুররাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

পান্থজী গোপীনাথ সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া দুর্গের বহির্দ্দেশে অর্দ্ধক্রোশ দূরে নিজ শিবির সংস্থাপন করিলেন। অনুচরগণের জন্যেও কিয়দ্দূরে আর একটী শিবির সংস্থাপিত হইল।

ঘোরা গভীরা রজনীযোগে শিবজী একাকী ছদ্মবেশে পান্থজী গোপীনাথের শিবিরে প্রবেশ করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

পান্থজী জিজ্ঞাসা করিলেন—“আবার কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার আগমন?”

শিবজী ধীর প্রশান্তভাবে উত্তর দিলেন—“পান্থজী গোপীনাথ! আপনি হিন্দু! পবিত্র মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ! আপনি যবনের দাসত্ব কেন করেন?”

পান্থজী আশ্চর্য্য হইলেন। উত্তর করিলেন—"যবনেরা রাজা! আমি রাজসেবা করি—ইহাতে পাপ কি?"

শিবজী। "যবনেরা রাজা!" কিন্তু কেমন করিয়া রাজা হইয়াছিল জানেন? বিশ্বাসঘাতকতায়, আর গুপ্তহত্যায়;—ছলে আর কৌশলে, পবিত্র সন্ধিভঙ্গে, নিশীথে অসতর্কিত অবস্থায় আক্রমণে যবনেরা রাজা হইয়াছে। এ সকল জানিয়া শুনিয়া কোন প্রাণে তাঁহাদের ভক্তি করিব? আপনি কি সত্য সত্যই মনে করিয়াছেন আমি অবনতি স্বীকার করিব? আমি কি জানি না, যে এই সকল পার্ব্বতীয় প্রদেশে আসিলে আফ্‌জল্ খাঁর জয়ের আশা অতি অল্প? আফ্‌জল্ খাঁ কি জানে না, যে এ "পার্ব্বত্য-মূষিককে" এ পার্ব্বতীয় দুর্গ হইতে বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া কত দুরূহ? আপনি হিন্দু! আপনি অবশ্য জ্ঞাত আছেন, যবনেরা আমাদিগের নিকট কত ঘৃণ্য নিকৃষ্ট জাতি। যদি হিন্দু-রাজ্য পুনরায় সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে আপনি তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করুন। যাহারা এক একবার ভারত অধিকার করিতে আসিয়া আমাদের শত শত দেবমন্দির নষ্ট করিয়াছে, কত গাভী হত্যা করিয়াছে, কত সতীর সতীত্ব লোপ করিয়াছে, ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছে, তাহারা কি আমাদের নিকট পূজনীয়? শত্রুর দাসত্ব করিতে কি আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? আপনি ব্রাহ্মণ, আমার সাহায্য করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। আমি একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি—যবনগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া ভবানীভক্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের নূতন রাজ্যের কল্পনায় একে একে এ সকল প্রদেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ

সময়ে আপনার ন্যায় লোকের সাহায্য আমার বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি স্বজাতির অপমানের প্রতিশোধ লইতে আপনার বিন্দুমাত্র সাধ থাকে, যদি দেবালয় ভঙ্গকারী পাপাচারী যবনগণকে দেশ হইতে বিদূরিত করিতে আপনার কামনা হয়, যদি হিন্দুজাতির পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মান রক্ষা করিতে আপনি যত্নবান হয়েন. তবে আমার সহায়তা করুন—মুসলমানের দাসত্ব পরিত্যাগ করুন। আমি আপনাকে একখানি গ্রাম উপহার দিব।"

পান্থজী গোপীনাথ শিবজীর কথায় চমৎকৃত হইলেন—তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

তারপর সেই স্থানে বসিয়া কত পরামর্শ হইল, কত বাদানুবাদ চলিল—শেষে শিবজী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি রাজা হও!"

শিবজীর পরামর্শ মত, পান্থজী গোপীনাথ আফ্‌জল খাঁর নিকট ফিরিয়া আসিয়া নানাবিধ প্রলোভনীয় বাক্যাবলী ও শিবজীর নম্রতা, শীলতা ও ভদ্রতার উল্লেখ করিলেন যে সেনাপতি তাহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন; শিবজী, সাক্ষাতের দিন ও স্থান অবধারণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। আফ্‌জল খাঁর—তাঁহার নিকট আসিতে যাহাতে কোন ক্লেশ না হয়, এবং পঞ্চজন একত্রে আসিতে পারে, এরূপ ভাবে বনজঙ্গল কাটিয়া একটী পথও প্রস্তুত করাইলেন।

যথাসময়ে আফ্‌জল খাঁ সসৈন্যে শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। শিবজীও তিন সহস্র দস্যুসেনা পথপার্শ্বস্থ বনমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন। আফ্‌জল

খাঁর সৈন্যগণ তাহা জানিতে না পারিয়া নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিজয়পুর-সেনাপতি, শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। পান্থজী গোপীনাথের কুচক্রে তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ দুর্গের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল; কেননা পান্থজী বলিয়াছিলেন যে "যদি বিজয়পুরের সৈন্যগণ প্রতাপগড় দুর্গ অবধি অগ্রসর হয়, তাহা হইলে শিবজী ভাবিবেন "ইহা মিত্রতা নহে—শত্রুতা! ইহা বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করা নহে—বিশ্বাসঘাতকতা!" আফ্‌জল খাঁ একজন মাত্র শরীর রক্ষক সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই, তাই তিনি সামান্য একখানি তরবারি মাত্র লইয়া এবং মোটা মস্‌লিপের পরিচ্ছদ পরিধৃত হইয়া শিবজীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। যথারীতি অভ্যর্থনার পর শিবজী আফ্‌জল খাঁকে যেই আলিঙ্গন করিলেন, অমনি বিজয়পুর-সেনাপতি ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শিবজী আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার ভিতরে লৌহ বর্ম্ম পরিধান করিয়াছিলেন. ঐ বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ ছিল। তদুপরি কার্পাস বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। আলিঙ্গন কালে ঐ সকল বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ আফ্‌জল খাঁর উদরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি যাতনায় অস্থির হইয়া "বিশ্বাস ঘাতকতা! ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা" করিয়া ভীষণ চীৎকার করিয়াছিলেন। সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ কেহই তথায় ছিল না; কেবল একজন শরীর রক্ষক অসীম সাহসে প্রভুহন্তার প্রতিশোধ দিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু শিবজীর তরবারির আঘাতে তাহার ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইতে দেখিয়া আফ্‌জল খাঁ স্বীয় তরবারি উন্মো-

চন করিয়া শিবজীর দেহে সজোরে আঘাত করিলেন—শিবজী হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহ লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল—তরবারী আঘাতে কোন ফল দর্শিল না। রণদক্ষ শিবজীর অস্ত্রাঘাতে শীঘ্রই তাঁহার পতন হইল। শিবিকা বাহকগণ সেনাপতির দেহ লইয়া পলায়ন করিতেছিল, কিন্তু মাওয়ালী সৈন্যগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদানে তাহাদের উপর পড়িয়া আফজল খাঁর মস্তকচ্ছেদন করিয়া প্রতাপগড় দুর্গে লইয়া গেল। ওদিকে দস্যুসেনা বন হইতে পালে পালে বাহির হইয়া বিজয়পুরের সেনাগণকে সহসা আক্রমণ করিল। তাহারা যুদ্ধের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং কিছুই করিতে পারিল না। নিমেষের মধ্যে সে দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইল। শত শত সাহসী সৈনিক অকালে অনন্তনিদ্রায় শায়িত হইল—কতক পলায়ন করিল। শিবজীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তিনি এই অবসরে বহু অস্ত্র সঞ্চয় করিলেন এবং অরক্ষিত মুসলমান রাজ্যে লুটপাট করিয়া বহু ধনসঞ্চয় করিলেন। শিবজীর চাতুরীময় কৌশলে, বিজয়পুর-রাজের এত আয়োজন, অনন্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল।

যুদ্ধে জয়ী হইয়া শিবজী সাদরে পান্থজী গোপীনাথকে প্রতাপগড় দুর্গে লইয়া গেলেন। পান্থজী কহিলেন—"এরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় আপনার কি যশ হইবে? দেশে আপনার কলঙ্ক গাহিবে।"

মৃদুহাসি হাসিয়া শিবজী উত্তর করিলেন—"পান্থজী গোপীনাথ! আপনি পণ্ডিত,—আমি মূর্খ! আপনি বলিতে পারেন চাতুরী অবলম্বন না করিয়া, মুসলমানগণ কখনও ভারতে

পদার্পণ করিতে পারিত কি? বীরবর পৃথ্বীরাজ দৃশদ্বতী নদী-তীরে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় কৃতসংকল্প হইয়া যখন বহুসৈন্য লইয়া দুরন্ত সাহাবদ্দীনকে রণে আহ্বান করেন, তখন পাপিষ্ঠ পামর যবনকুলগ্লানি সাহাবদ্দীন রজনীতে হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে কখনও জয়ী হইবার সম্ভাবনা ছিল কি?—কখনও ভারতবক্ষে পদক্ষেপ করিতে পারিত কি? বীরকেশরী পৃথ্বীরাজের পতন হইত কি?—ভারত দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত কি? যে জাতি চাতুরী অবলম্বনে আমাদের অমূল্যমণি স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে —তাহাদের সহিত বিশ্বাস,ঘাতকতা করায় কোন অপরাধ নাই।"

পান্থজী গোপীনাথ শিবজীর কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইল।

ক্রমে শিবজীর সৈন্য সকল যখন প্রতাপগড়ে ফিরিয়া আসিল। ভবানীভক্ত শিবজী তখন উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিয়া তাহাদের সাহসের বহুবিধ প্রশংসা করিলেন—নানাবিধ মনোহর কথায় উৎসাহিত করিতে কহিলেন—"আজ আমাদের আর একটী কার্য্য বাকি আছে। পানেলাদুর্গে আমাদের সাহসী সৈন্যগণ, ছদ্মবেশে মুসলমান সেনানীগণের সহিত প্রায় মাসাবধি কাল মিশিয়া রহিয়াছে। দুর্গাধিপতি জানেন, তাহারা আমাদিগের সহিত বাদ বিসম্বাদ করিয়া তাঁহাদের পদাতিক সেনাপদ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে কথা মিথ্যা। তাহারা আমারই পরামর্শে তথায় এতদিন বাস করিতেছে। পানেলা দুর্গ, কঙ্কণপ্রদেশীয় অন্যান্য সকল দুর্গাপেক্ষা দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্মুখযুদ্ধে যদি জয়ী হইতে না পারি, তজ্জন্য আমি এই কৌশল করিয়া রাখিয়াছি। এই আটশত সৈন্য সাহসী

ও বীর। মুসলমান দুর্গাধিপতি তাহাদিগের অস্ত্রশিক্ষা সন্দর্শন করিয়া সকলকেই উচ্চপদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইবামাত্র দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হইবে—বিনা আয়াসে সে দুর্গ অধিকৃত হইবে। আমি শুনিয়াছি এই দুর্গ অত্যন্ত দুর্ভেদ্য বলিয়া বিজয়পুরাধিপতি প্রভূত ধনরত্ন তথায় রক্ষিত করিয়াছেন। এ ধন আমাদেরই ভোগে আসিবে, চল আজি রজনীযোগে পানেলা দুর্গ আক্রমণ করিব।"

আবার সৈন্যগণ দুর্গ হইতে বাহির হইল, রণপ্রতীক্ষায় তাহাদিগের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যথা সময়ে শিবজী তাহাদিগের অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া অশ্বচালনা করিলেন। পশ্চাতে পার্ব্বতীয় প্রদেশ কম্পিত করিয়া,—বনস্থলী আলোড়িত, পদদলিত ও কম্পিত করিয়া, দস্যুসেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্ত কৌশলানুসারে পানেলা দুর্গ অধিকৃত হইল। শিবজীর প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

* * * * * * *

বিজয়পুরাধিপতি এই সকল কথা যখন শুনিলেন, তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া—তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরূপে নিয়োজিত শাহজীকে (শিবজীর পিতাকে) কহিলেন—"যদি তোমার পুত্র আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করে, তাহা হইলে আমি তোমায় জীবন্ত কবর দিব। সামান্য বালকের অত্যাচার ভাবিয়া আমি ছাড়িয়া দিব না।"

শাহজী কহিলেন—"আপনি একজন দূত প্রেরণ করিয়া এই সকল কথা আমার দুরন্ত পুত্রকে জ্ঞাত করুন, যদি সে না

শুনে, তবে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিবেন।”

বিজয়পুরাধিপতি সাহজীর কথামত দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা জ্ঞাপন করিলে.—শিবজী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর দিলেন—“দূত! আমি মন স্থির করিয়াছি। তোমার প্রভু যখন আমার অপরাধের জন্য আমার পিতার প্রাণদণ্ড করিবেন বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ন্যায়, অবিবেচক লোকের হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিতে সাহস করি না। তুমি এখান হইতে প্রস্থান কর, আমি আর কোন কথা শুনিতে চাহি না।”

দূত সেই সকল কথা বিজয়পুররাজের নিকট আসিয়া যথাযথ বর্ণনা করিল। শাহজী কারারুদ্ধ ছিলেন, বিজয়পুরপতি মন্ত্রীবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন, এবং আপনার অন্যায় আচরণের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া কহিলেন—“শাহজী তুমি তোমার পুত্রের নিকট যাইয়া তাহাকে বুঝাইয়া বল, যাহাতে সে আত্মসমর্পণ করে। বালক বলিয়া আমি এত অপরাধেও তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছি।”

শাহজী স্বীকৃত হইয়া শিবজীর নিকট আসিলেন।

বিজয়পুরাধিপতি মনে করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় চতুরতার সহিত একার্য্য করিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না, যে শিবজী তাঁহাপেক্ষা অধিক চতুর। শিবজী পূর্ব্ব হইতেই এই সকল ঘটিবে জানিতেন, তাই তিনি কৌশলময় কথা বলিয়াছিলেন যে “তোমার প্রভু যখন আমার অপরাধে আমার পিতার প্রাণদণ্ড করিবেন বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ন্যায় অবিবেচক লোকের

হস্তে আমি কি প্রকারে আত্ম সমর্পণ করি।" এই কথায় যে ফল ফলিবে, তাহাও শিবজী জানিতেন। বিজয়পুরাধিপতি মনে করিলেন, শিবজীর পিতাকে পরিত্যাগ করিলে শিবজী আত্ম সমর্পণ করিতে পারেন,—এই জন্য সাহজীকে মুক্তিদান করিলেন, কিন্তু শিবজী যে তাঁহা অপেক্ষাও কৌশলময়, তাহা যদি তিনি জানিতেন, তাহা হইলে এ প্রকার কার্য্য করিতেন না। যতদিন শাহজী বন্দীভাবে ছিলেন, ততদিন শিবজী মুসলমান রাজ্যের উপর আর কিছু অত্যাচার করেন নাই ভালমানুষী দেখাইয়া ছিলেন, তাহাতেই বিজয়পুরাধিপতির ধারণা হইয়া ছিল, তিনি বশ্যতা স্বীকার করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু যে দিন সাহজী শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহার পরদিন হইতেই আবার অত্যাচার আরম্ভ হইল, বিজয়পুরাধিপতি ভীত হইলেন।

সাহজী শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাহার পাদুকা হস্তে লইয়া জানু পাতিয়া সিংহাসন তলে, সামান্য আজ্ঞাবাহী দাসের ন্যায় আজ্ঞাপেক্ষায় জনকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

শাহজী আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বৎস! তোমার কামনা পূর্ণ হউক। আমি তোমার পূর্ব্ব আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে তোমায় কত তিরস্কার করিয়াছিলাম, কিন্তু আজি তোমার পিতৃভক্তি দেখিয়া আর তোমায় তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমি কায়মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি রাজা হও।"
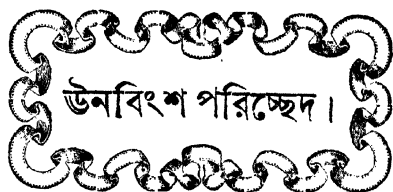
উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপস্থিতি।

যথাসময়ে কায়রার রাণী পুনা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সারি সারি বৃহৎ বাটী সকল সহরের ঔজ্জল্য সম্পাদন করিতেছে দেখিয়া, তথাপি কথঞ্চিৎ মন প্রাণ পুলকিত হইল। এদিক ওদিক চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া, কাহাকে সেই সম্ভ্রান্ত বণিকের বাটী কোথায় জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড বাটীর সিংহদ্বার হইতে একটী সুন্দর যুবাপুরুষ বাহির হইল। যুবাকে দেখিয়া অবশ্য তিনি চমকিত হইলেন না, কিন্তু তাহার মুখের বিমর্যভাব ও বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন সন্দর্শনে তাহার উপর তাঁহার সন্দেহ বাড়িতে লাগিল।

অজয় সিংহ কায়রার রাণীর নিকট গিয়াছিল, সেই তাঁহাকে অরক্ষিতাবস্থায় নির্ভয়ে পুনায় আসিতে কহিয়াছিল, কঙ্কণ-প্রদেশীয় দস্যুর কথা উত্থাপিত হইলেও তাহা হাসিয়া উড়াইয়া

দিয়াছিল! তাহার পর কায়রার রাণী কত বিপদে পড়িয়াছেন, নির্ব্বিবাদে যদিও তাহাতে উদ্ধার হইয়াছেন তথাপি শরীররক্ষক লইয়া আসিলে হয়তো তাহা ঘটিত না। বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও অজয় সিংহ শরীররক্ষক লইয়া যাওয়া তাহার প্রভুর সম্পূর্ণ মত-বিগর্হিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, পথে "কোন বিপদের আশঙ্কা নাই" বলিয়া অভয় প্রদান করিয়াছে, তথাপি কেন এমন হইল।—তবে কি অজয় সিংহ শঠ? ঐ সুন্দর নম্র-ভাষী যুবা কি দস্যুর চর? না—এতদূর বিশ্বাস করিতে কায়রার রাণীর সাহস হইল না।

এদিকে অজয়সিংহ কায়রার রাণীকে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল—"তঁবে কি দস্যুপতি এই সামান্য রমণীত্রয়কে হস্তগত করিতে পারেন নাই?—এত কল কৌশল কি সকলি বিফল হইল?

কায়রার রাণী ডাকিলেন—"অজয়! এই কি তোমার প্রভুর বাটী?"

অজয় সিংহ প্রথমত উত্তর করিতে পারিল না, তাহার মুখ-ভাব বদল করিতে খানিকক্ষণ সময় গেল। তারপর সহসা, যেন অপ্রস্তুতভাবে উত্তর করিল—"আসুন, আসুন, আমি প্রতি-দিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষায় এই স্থানে বসিয়া থাকি। বেশ নিরাপদে আসিয়াছেন তো? পথিমধ্যে তো কোন বিপদ হয় নাই?"

কায়রার রাণী তাহার সহসা এরূপ ভাব পরিবর্ত্তন ও অত্যন্ত আগ্রহ পূর্ব্বক অভ্যর্থনায় আরও সন্দেহ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"হাঁ এখনতো আসিয়া পড়িয়াছি—বিপদ যদিও

কিছু কিছু হইয়া থাকে, তাহা আর মনে করিবার আবশ্যক নাই—”

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তথায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক রমণী, যথারীতি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলে পর তিনজনে অজয় সিংহের সাহায্যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাপ্ত বয়স্কা রমণী তাঁহাদিগকে বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া গেল অজয় সিংহ প্রস্থান করিল।

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী তাঁহাদিগকে দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া কহিলেন—“আমার প্রভু আজ কয়েক দিবস হইল বাটিতে নাই—”

ব্যগ্রভাবে কায়রার রাণী কহিলেন—“তোমার প্রভু বাটিতে নাই?—তিনি কোথায় গিয়াছেন?

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী উত্তর করিল—“তাহা আমরা জানিনা, তবে আমাদিগের উপর তাঁহার এই হুকুম যে, আপনি আসিলে আপনাকে অতি যত্নের সহিত, আপনার জন্য স্বতন্ত্র রক্ষিত এই চারিটী কক্ষে আপনাকে লইয়া আসিব এবং যখন যাহা আবশ্যক হইবে, মুখের কথা বাহির হইতে না হইতে আনিয়া যোগাইব। প্রভুর অনুরোধ, যেন আপনি ইহা আপনার বাটীর ন্যায় ভাবিয়া নির্ব্বিঘ্নে দুই চারি দিবস তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে দুই চারিদিন অন্যস্থানে যাইতে হইতেছে।”

কায়রার রাণী এই সকল কথা শুনিয়া নতমুখে নম্রমধুর বচনে কহিলেন—“আচ্ছা তবে তাহাই হউক।”

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"আপনার জন্য কয়টী দাস দাসী প্রেরণ করিব ?"

কায়রার রাণী। না আপাততঃ আমার কিছুই আবশ্যক নাই, আমার সহচরীদ্বয়ই আমার সমস্ত কার্য্য করিবেন। সময়ে সময়ে যদি দুই একজন দাসীর আবশ্যক হয়, তাহা আমি বলিয়া পাঠাইব।

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিলেন—"তবে এখন আপনি আপনার চারিটী কক্ষ দেখিয়া লউন? যেখানে যাহা থাকা আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী হয় নাই। যদি কোন দ্রব্য না থাকে, আমায় অনুমতি করুন, আমি এখনি তাহা আনাইব। যদি কোন দ্রব্য আপনার মনোমত না হয়, এখনি তাহা বদলাইয়া অন্য দ্রব্য সেই থানে স্থাপিত করিব। যেরূপে আপনি সন্তুষ্ট হয়েন—তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত। ইহাই প্রভুর আজ্ঞা।"

নতমুখে কায়রার রাণী উত্তর করিলেন—"তোমার প্রভুকে আমার শত শত ধন্যবাদ! তিনি অতিশয় সদাশয় ব্যক্তি! তাঁহার অনুপস্থিতি ব্যতীত, আমার আর কোন অভাব অনুভব করিতে হইবে না। এক কথা এই, আমার জন্য এত অর্থব্যয় করিয়া কক্ষ না সাজাইলেই হইত—এ অনর্থক ব্যয় কেন?

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী লজ্জিতভাবে কহিলেন—"না আপনার জন্য কিছুই বিশেষ করিয়া সাজান হয় নাই, প্রভুর অন্যান্য গৃহ গুলিও এইরূপ ভাবে সজ্জিত—"

'কায়রার রাণী একথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, মনে

মনে ভাবিলেন—"যাহার একটী কক্ষ সজ্জিত করিতে এত ব্যয় করা সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে না জানি তিনি কত বড় ধনী ব্যক্তি।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"আচ্ছা, তুমি আপাততঃ যাইতে পার, আমরা যথাসময়ে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লইব।"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী চলিয়া গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।
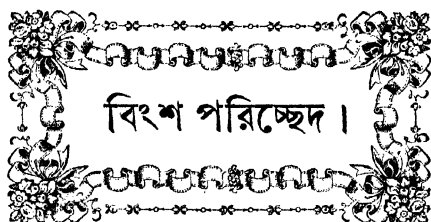
বিশ্রাম।

কায়রার রাণী এবং সহচরীগণ প্রথমে উত্তমরূপে চারিটী ঘর দেখিয়া লইলেন।

একজন সহচরী কহিল—"রাজকুমারী! ইনি কত বড় ধনী লোক?"

আর একজন অমনি সমস্বরে কহিল—"আমিও সেই কথা ভাবিতেছিলাম! রাজকুমারী! আমার বোধ হয় আপনার বিশ্রাম কক্ষেও এত বহুমূল্য দ্রব্যাদি নাই। আবার এখনি শুনিলাম, যে শুধু এই চারিটী কক্ষ নহে, ইঁহার সকল কক্ষই এইরূপ ভাবে সজ্জিত। এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়!"

কায়রার রাণী কহিলেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় নিশ্চয়ই!" তার-পর মনে মনে ভাবিলেন, ইঁহার আগাগোড়াই আশ্চর্য্যজনক। আমার সঙ্গে কোনকালে ইঁহার পরিচয় নাই অথচ ইনি আমার বংশাবলী সম্বন্ধে, আমার অজ্ঞাত অনেক কথা জানেন এবং তাহা

আমায় বলিয়া যাইবেন বলিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। আমি নিজ বংশাবলী সম্বন্ধে খুব সামান্য কথাই জানি—তাই অন্যান্য কথা জানিবার জন্য আমার এত আগ্রহ। নচেৎ ইঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইবার কোন আবশ্যক ছিলনা। এই গৃহসজ্জা দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, পছন্দ-অনুযায়িক লোকে সুন্দর বস্তু ক্রয় করিয়া থাকেন। অনেকের অর্থ থাকে, পছন্দ থাকে না,—অনেকের পছন্দ থাকে, অর্থ থাকে না। হয়তো ইঁহার পছন্দও আছে, অর্থও আছে; তাই ইনি নিজ ইচ্ছামত উত্তমোত্তম দ্রব্য ক্রয় করিয়া আপন কক্ষগুলি রাজকন্যাপেক্ষা পরিপাটিরূপে সজ্জিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়, যে এত সুদূরে অবস্থান করিয়াও ইনি আমার বংশাবলীর নিগূঢ় তত্ত্ব রাখেন এবং সম্পূর্ণ সদেচ্ছার উপর আমাকে সে গুলি জ্ঞাত করিতে চাহেন। অথচ সেগুলি হয়তো এমন গুহ্য বিষয়, যে পত্রের দ্বারা ব্যক্ত করিতে সাহসী নহেন। তজ্জন্য কত কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষ নিপুণ শিল্পী হস্ত-প্রস্তুত সুন্দর কারুকার্য্য খচিত, এই অঙ্গুরীয়ক বিশ্বাসী অনুচরদ্বারা আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাই আমার পরিচয়ের নিদর্শন! যদি ইহা আমি না ফিরাইয়া পাইতাম, তাহা হইলে ইনি আমায় কায়রার রাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন কি না সন্দেহ—"

সহচরীগণ তাঁহাকে এইরূপ ভাবিত দেখিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিবার জন্য একজন কহিল—"রাজকুমারী! দেখুন—আপনার শয্যা কিরূপ বহুমূল্য মখমল্‌ দ্বারা নির্ম্মিত, না জানি কত মুদ্রা

ব্যয় করিয়া ইনি ইহা আপনার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছেন।"

বাস্তবিক চারিটী কক্ষ এত সুন্দর ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, যে সকলেই তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

কায়রার রাণী চারিটী কক্ষ একে একে বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন,—"দেখ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের জন্য যথেষ্ঠ আয়োজন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁহার কিছুই ত্রুটি দেখিতে পাই না। এস, আমরা সত্বর স্নান করিয়া লই।"

সহচরীগণ তাহাতে কেহই অসম্মত ছিল না, রাজকুমারীর কথামত সকলেই স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

স্নান সমাপ্ত হইলে, একজন সহচরী ঘণ্টা বাজাইবামাত্র, সেই প্রাপ্তবয়স্কা রমণী তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। সহচরী কহিল—"রাজকুমারীর স্নান করা হইয়াছে, তাঁহার জন্য প্রস্তুত আহারাদি সত্বর লইয়া আইস।"

"যথা আজ্ঞা" বলিয়া প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অন্তর্হিত হইল। বাহিরে দৌড়াদৌড়ি শব্দ শ্রুত হইল, যেন দশ বারজন রমণী, আহারীয়ের আয়োজনে ব্যস্ত।

কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাপ্তবয়স্কা রমণী পুনরায় কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সংবাদ দিল—"আহারীয় প্রস্তুত হইয়াছে—আপনারা আসুন।"

যথাসময়ে আহারাদি সমাপ্ত হইলে পর কায়রার রাণী এবং সহচরীগণ বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন!
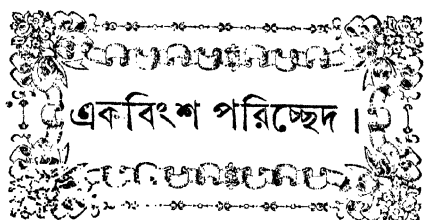
একবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

রজনী ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, রাস্তায় জনমানব দৃষ্টি-গোচর হয় না—এমন সময়ে পুনা বন্দরের নিকটে একটী বৃক্ষতলে দুইটী মানব পরিদৃষ্ট হইল।

একজন কহিলেন—"অজয় সিংহ! তোমার কথা শুনিয়া, কায করিতে গিয়া, কি ফল পাইলাম দেখ! প্রাণসমা প্রিয়তমা লীলাময়ীকে হারাইলাম, দস্যুসেনা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইল, অথবা যে উদ্দেশ্যে এতটা করিলাম, তাহার বিন্দুমাত্র লাভ করিতে পারিলাম না। অবশ্য ইহাতে আমি তোমার কোন দোষ দিই না। তুমি আমাকে যে প্রকার সংবাদ দিয়াছিলে, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ হইল।"

অজয় সিংহ কহিল—"দস্যুপতি! তথাপি নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখি না। আজি যে বস্তু গিয়াছে, কালি আবার

তাহা হইবে। আপনার লীলাময়ী গিয়াছে, মনে করিলে, কায়রার রাজ্ঞীকে আপনি অঙ্কলক্ষ্মী করিতে পারেন।"

দস্যুপতি কহিলেন—"সকলই পুনরায় হইতে পারে, কিন্তু সে লীলাময়ী আর হইবে না। লীলার অপূর্ব্ব কৌশল! তাহার মত বুদ্ধিমতী রমণী ভারতে আর একটীও আছে কি না সন্দেহ। আমি লীলাকে হারাইয়া একেবারে বুদ্ধি হীন হইয়া পড়িয়াছি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দস্যুপতি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অজয় সিংহ কহিল—"আপনার ন্যায় বীরপুরুষের এত সামান্য বিষয়ে রোদন করা উচিত নহে। কথায় বলে—"নারীর রোদন, প্রতিহিংসা বীরের ভূষণ!" আপনি বীর, প্রতিহিংসা তৃষা নিবারণ করুন। এখনও আমার প্রভু বাটীতে অনুপস্থিত—এখনও কায়রার রাণী এবং আলাউদ্দীন সে দ্বিতীয় স্বর্গের বিবরণ জ্ঞাত নহেন, এখনও আপনি মনে করিলে, মূলে আঘাত করিতে পারেন।"

দস্যুপতি। তোমার প্রভু কোথায় গিয়াছেন?

অজয়। তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় যাহার জন্য আমরা এত লালায়িত, তিনি সেই স্থানেই গিয়াছেন।

দস্যুপতি। কেমন করিয়া তাহা তোমার মনে উদয় হইল?

অজয়। যে অশ্বে চড়িয়া তিনি তথায় গমন করেন, এবারও সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

দস্যুপতি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আলাউদ্দীন

এবং কায়রার রাণী উভয়েই তোমাদের বাটীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন ?”

অজয়। হাঁ।

আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দস্যুপতি কহিলেন—“তুমি এখন আমায় কি করিতে বল ?”

অজয়। আপনি প্রথমে আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করুন; তাহার পর যদি আমার মনের সহিত অনৈক্য হয়, তাহা হইলে আমি আমার মনের কথা বলিব।

দস্যুপতি কহিলেন—“চল আমরা তোমার প্রভুর সন্ধানে অগ্রসর হই, যদি ধরিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহাকে আমার একটী দুর্গের ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া দলবল সমেত তাঁহার বাটী লুঠ করিব।”

অজয়। আমার মনের কথাও প্রায় ঠিক তাই। চলুন আমরা আরও নির্জ্জন স্থানে গিয়া পরামর্শ করি।

উভয়ে তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।
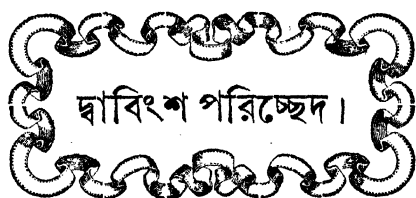
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য সোপান শ্রেণী।

রীতিমত বিশ্রামের পর যখন কায়রার রাণী গাত্রোত্থান করিলেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। একজন সহচরী জিজ্ঞাসা করিল—"একবার উদ্যানে বেড়াইতে যাইবেন কি?"

কায়রার রাণীর তাহাতে অসম্মতি ছিল না, তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে সহচরীগণ পরিবৃত হইয়া নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। যে সোপান শ্রেণী দিয়া তিনি অবতরণ করিতেছিলেন, তথায় যে কয়জন প্রহরী ছিল, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া মস্তক অবনত করিল, রাজকুমারী নিজ উদারতা গুণে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মানচিহ্ন প্রদর্শনের মানরক্ষা হেতু ঘাড় নাড়িয়া প্রতিনমস্কার করিলেন, তাহারা অপ্যায়িত হইল।

পথে, সেই প্রাপ্তবয়স্কা রমণী আসিয়া জুটিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কোথায় যাইতেছেন?"

একজন সহচরী অমনি উত্তর দিল—"উদ্যানে।"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"তা' এত ঘুরিয়া যাইতেছেন? আপনার স্নান কক্ষের দক্ষিণ-পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র দ্বার আছে, ঐ দ্বার খুলিলেই একটী গুপ্ত সোপান শ্রেণী দেখিতে পাইতেন। সেই সোপান শ্রেণী দিয়া অবতরণ করিলে, একেবারে উদ্যানে উপস্থিত হইতে পারিতেন।"

কায়রার রাণী। আচ্ছা চল, সেইটী দিয়াই অবতরণ করি।

তখন তিনজনে আবার ফিরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন। চারিজনে স্নানকক্ষে প্রবেশ করিলে পর প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিলেন—"দেখুন রাজকুমারী! এই যে ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতেছেন—"

চমকিত হইয়া একজন সহচরী কহিল—"ও কি? এটি কি সোপান শ্রেণীর দ্বার?—এ যে কাচের ডালা—দেখিলেই আলমারীর মত বোধ হয়।"

কায়রার রাণী মৃদুহাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন—"তবে আর গুপ্তদ্বার বলিয়াছে কেন? সকলেই যদি সহজে বুঝিতে পারিবে তাহা হইলে আর শিল্পীর বাহাদুরী কি?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী যেন কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"আবার ইহা উন্মোচনের কৌশল অপূর্ব্ব। এই যে চাবি—"

"চাবি" অবধি বলিয়া সে আলমারির বিটের উপর হাত দিল। বোধ হয়, চাবি সেই খানে থাকিত। প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল—"অ্যাঁ—তাইতো চাবিটা তো এই খানেই ছিল—গেল কোথায়?"

কায়রার রাণী তাহার ভয়জড়িত স্বর শ্রবণে কহিলেন—

"আচ্ছা! আজ চাবি না পাওয়া গেল বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না; চল আজ আমরা সদর সিঁড়ি দিয়াই না' হয় উদ্যানে যাই।"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"না—তা' আপনাকে যাইতে হইবে না—চাবি আমার নিকট আর একটী আছে সেইটি দিয়া আমি আপাততঃ ইহা খুলিয়া দিতেছি; কিন্তু চাবি এস্থান হইতে লইল কে?"

একজন সহচরী কহিল—"বোধ হয় তোমার প্রভূ কোন সময় কোথায় রাখিয়াছেন, তিনি আসিলে জিজ্ঞাসা করিও।"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী এই আশ্বাস বচনে কতকটা যেন আশ্বাসিত হইয়া কহিল—"হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনিতো এরূপ অসাবধানী লোক নহেন—যাহা হউক এখন আর সে কথা ভাবিবার সময় নহে।"

এই বলিয়া সে তাহার মুখের ভাব অন্য প্রকার করিয়া আপনার কটিবন্ধ হইতে আর একটী চাবি বাহির করতঃ কহিল —"হ্যাঁ—বলিতেছিলাম কি, ইহার উন্মোচন কৌশলও অপূর্ব্ব!"

একজন সহচরী জিজ্ঞাসা করিল—"কি প্রকার?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"এই, এইরূপ করিয়া প্রথমে চাবিটি লাগাইতে হয়, এইরূপ করিয়া একবার—তুইবার—তিনবার—কলে ঘুরাইতে হয়, তাহা হইলেই ভিতর হইতে সুমধুর বাজনা বাজিয়া উঠিবে—"

বাস্তবিকই বাজনা বাজিয়া উঠিল। সহচরীগণ অবাক হইয়া রহিল।

কায়রার রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বাজ্‌নার শব্দ কোন দিক হইতে আসিতেছে? বোধ হইতেছে, যেন ঘরের চতুর্দ্দিকের দেয়াল, ফুঁড়িয়া ক্ষীণ সুমধুর শব্দ বাহির হইতেছে—বাজ্‌নাটী কোথায় আছে?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী মৃদুহাসি হাসিয়া কহিল—"বাজ্‌নাটী এই সোপান শ্রেণীর পার্শ্বস্থিত দেয়ালে একটী খিলানের মধ্যে বসান আছে। তাহাও সহজে কেহ দেখিতে পায় না। একতো সে স্থান মস্তকের অনেক উচ্চে, তার উপর আবার সে খিলানের গর্ত্তটিও এইরূপ ভাবে কাঁচনির্ম্মিত ডালার দ্বারা আবরিত।"

ব্যগ্রভাবে একজন সহচরী কহিল—"বাজে কেমন করে?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী আবার চাবিতে হস্ত প্রদান করিয়া কহিল—"এই চাবি তিন পাক ঘুরাইলে একটি সূক্ষ্ম তারে আঘাত লাগে। সেই তারের সহিত বরাবর উক্ত বাজ্‌নার সহিত যোগ আছে। আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল! তারে আঘাত লাগাইলে উহা আপনা আপনি বাজিয়া উঠিবে।"

কায়রার রাণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারপর।"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"তার পর, আবার এইরূপভাবে এক—দুই—তিন—চারিবার চাবি ঘুরাইলে বাজ্‌না থামিয়া যাইবে; যে মুহূর্ত্তে বাজ্‌না থামিবে, অমনি এই দরজার হাতল্ টিপিয়া ধরিবেন। কারণ, যদি টিপিয়া না ধরেন, তাহাহইলে এ চাবি খট্ করিয়া এমন একটী তারে আট্‌কাইয়া যাইবে, যে, রক্ষীদিগের কক্ষে ভীষণরবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে—অমনি তাহারা যে যথায় আছে আপনার রক্ষার্থ আসিয়া পড়িবে, তখন আপনি মহা অপ্রস্তুত হইবেন, কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া

ঠিক করিতে পারিবেন না।"

কায়রার রাণী ক্রমে অধিকতর বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তার পর কি করিব ?"

"তার পর, হাতলটী টিপিয়া ধরিয়াই চাবিটা আর একপাক ঘুরাইবেন ; তাহা হইলেই দরজাটী আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে। একটী আলমারি খুলিলে যতটা স্থান পাওয়া যায় ততটা স্থান পাইবেন—এই দেখুন কাচের দ্বার খুলিয়া গেল।"

বাস্তবিকই কাচের দ্বার খুলিয়া গেল, কায়রার রাণী দেখিলেন, সম্মুখে একটী লৌহদ্বার—জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার চাবি কোথায় ?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী হাসিয়া কহিল—"ইহার চাবি নাই। এই যে চাবির ঘর রহিয়াছে, দেখিতেছেন উহা কিছুই নয়—লোক ঠকান মাত্র। আপনি হয়তো মনে করিয়াছিলেন যে কাচের দ্বার উন্মুক্ত হইলেই সোপান শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু দেখুন তাহা নয়। এটি ঘষা কাচের ডালা বলিয়া বাহির হইতে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। তাই আপনারা প্রথমতঃ দেখিতে পান নাই যে উহার ভিতরে আবার একটী লৌহদ্বার আছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ থামিল, তারপর লৌহদ্বারের এক স্থানে হস্তপ্রদান করিয়া কহিল—"দেখুন, এই স্থানে হাত দিলে দরজা আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে।"

বাস্তবিকই লৌহদ্বার খুলিয়া গেল—একটী সোপান শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। কায়রার রাণী এবং সহচরীগণ ব্যগ্রভাবে সোপান শ্রেণী দিয়া অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া প্রাপ্তবয়স্কা

রমণী কহিলেন—"যাইবেন না—ইহা কেমন করিয়া বন্ধ করিতে হয় তাহা দেখিয়া যাউন।"

কায়রার রাণী এবং সহচরীগণ দণ্ডায়মান হইলেন—প্রাপ্তবয়স্কা রমণী আবার নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইতে লাগিলেন।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কায়রার রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে এ সকল নির্ম্মিত কেন—ইহার অবশ্য কোন উদ্দেশ্য আছে।"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"আছে—কিন্তু তাহা আমরা কেহই জানি না। জানি কেবল এইমাত্র, যে দেয়ালে এই যে সারি সারি খিলানের মধ্যে লৌহ সিন্দুক গাঁথা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেছেন, উহাতে তাঁহার ধনরত্ন, মণি, মুক্তা, হীরকাদি আছে তাই বোধ হয় এত সাবধানে ও নানাবিধ কৌশলে ইহা নির্ম্মিত।"

কায়রার রাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরূপ গুপ্তস্থান এ বাটিতে আর কয়টী আছে?"

উত্তর। আর তিনদিকে তিনটি আছে।

প্রশ্ন। এ বাটির মধ্যে সকলেই কি এ সকল বিষয় অবগত আছে?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে কে কে এ বিষয় জানে?

উত্তর। আমি, অজয়, আর প্রভু নিজে জানেন!

প্রশ্ন। অজয় কি তাঁহার খুব বিশ্বাসী ভৃত্য?

উত্তর। হাঁ।

কায়রার রাণী কিয়ৎক্ষণ যেন চিন্তা করিলেন, তথাপি কথাটা যেন তাঁহার মনঃপুত হইল না। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির নিদ্ধান্ত করিলেন—"তাহা হইলে এ অজয় সিংহটা নিশ্চয় বিশ্বাস-ঘাতক!"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"আপনি কি ভাবিতেছেন? প্রভুর বিশ্বাসের উপর সন্ধিহান হইবার কোন কারণ আছে কি?"

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে অজয় সিংহের নাম উচ্চারণ করিতে না করিতেই চিন্তান্বিত হইলেন কেন?

উত্তর। ও কিছু নয়, তুমি কিছু মনে করিও না। একটা কথা সহসা মনে উদয় হইল, তাহাই ভাবিতেছিলাম।

আর কোন কথা হইল না। সোপান শ্রেণী দিয়া অবতরণ করিয়া, আবার নানাপ্রকার কৌশলে আর দুইটী দ্বার খোলা হইলে, কয়জনে উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। আহা! উদ্যা-নের কি রমণীয়তা! কি সুন্দরভাবে থরে থরে পুষ্পবৃক্ষ সজ্জিত!! গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া রহিয়াছে।

কায়রার রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর তিনদিকে যে তিনটী এই প্রকার সোপান শ্রেণী আছে বলিলে, সে সকল গুলির সমস্ত কৌশলও কি তুমি অবগত আছে?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। তোমার প্রভু কবে আসিবে?

উত্তর। দুই তিন দিনের মধ্যে।

প্রশ্ন। তিনি কোথায় গিয়াছেন?

উত্তর। তাহা জানি না।

প্রশ্ন। কেন, তিনি কি তাহা বলিয়া যান না?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমাকে এত বিশ্বাস করেন, আর এ সকল কথা বলিয়া যান না কেন?

উত্তর। সে তাঁহার ইচ্ছা! আমি কি বলিব বলুন।

প্রশ্ন। তোমার প্রভুর বয়ক্রম কত?

উত্তর। সাত্‌ষট্টি বৎসর।

প্রশ্ন। দেখিতে কি খুব বৃদ্ধ হইয়াছেন?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। দেখিতে খুব বলিষ্ঠ?

উত্তর। না—তাহাও নহে—মাঝারি গোছের।

এইরূপ অনেকানেক কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
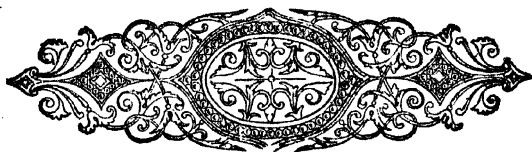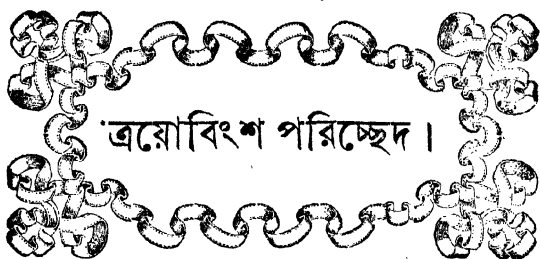
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্যান-ভ্রমণ।

সকলে মিলিয়া উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ কি দেখিয়া কায়রার রাণী চমকিয়া উঠিলেন।

একজন সহচরী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজকুমারী! চমকিত হইলেন কেন?

কায়রার রাণী কোন কথা না কহিয়া ত্বরিতপদে সেই সোপান শ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন সকলেই তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তিনি কহিলেন— "তোমরা ব্যস্ত হইও না আমার কোনরূপ অসুখ হয় নাই। কোন বিষয় দেখিয়া আমার একটী ভয়ানক ঘটনা মনে পড়িয়াছে, তাহাতেই আমি চমকিত হইয়াছি। তোমরা উদ্যানে ভ্রমণ কর, আমি কিয়ৎক্ষণ একেলা থাকিতে ইচ্ছা করি।"

সহচরীগণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। কায়রার

রাণী দ্রুপতদে সোপান শ্রেণী অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিলেন।

প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত সহচরীগণ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

একজন সহচরী কহিল—"কি এমন বিশেষ ভাবনা উহাঁর মনোমধ্যে উদয় হইল যে—"

বাধা দিয়া আর একজন অমনি কহিল—"আর এখানেই বা উনি কি দেখিলেন, যাহাতে চমকিত হইলেন ?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী কহিল—"আমিতো কিছু ভাবিয়া পাই না।"

এইরূপে তাহারা অনেকক্ষণ কায়রার রাণী সম্বন্ধে অনেকানেক কথা কহিয়া শেষে অন্য কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা রাজ্ঞীকে রাজকুমারী বলো কেন ?

১ম সহচরী। আমরা কি করিব—উহাই উহাঁর আজ্ঞা। উনি বলেন—"যতদিন আমি বিবাহিত না হইব, ততদিন আমায় রাজ্ঞী বলিয়া সম্বোধন করিবে না !" কাজেই আমরাও তাঁহার কথা মত কাজ করি !

এমন সময় অজয় সিংহ সেই স্থানে আসিয়া জুটিল। প্রাপ্তবয়স্কা রমণী জিজ্ঞাসা করিল—"প্রভুর আসিবার কোন সংবাদ পাইলে ?"

অজয়। হাঁ, কাল আসিবেন।

ব্যগ্রভাবে একজন সহচরী কহিল—"কখন ?"

অজয়। বৈকালে।

২য় সহচরী। কোথায় গিয়াছেন ?

অজয়। তাহা জানিবার অধিকার আমাদের নাই—আমাদের নিকট কখনও সে কথা প্রকাশ করেন না।

এইরূপে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে উদ্যান পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশ্রান্ত হইলে পর অজয় একদিগে চলিয়া গেল এবং সহচরীগণ ও প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অন্য দিকে প্রস্থান করিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ
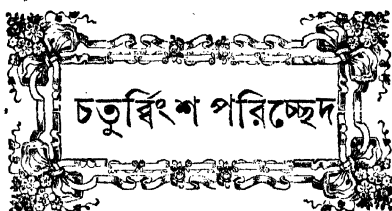
"ভগবান রক্ষা করিবেন।"

সহচরীগণ কায়রার রাণীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তিনি ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন।

কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া একজন জিজ্ঞাসা করিল —"রাজকুমারী! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?"

প্রথমবার তিনি শুনিতে পাইলেন না। পুনরায় আর একজন সহচরী সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি মুখোত্তলন করিলেন।

১ম সহচরী। রাজকুমারী! কি ভাবিতেছেন?

কায়রার রাণী সহচরীদিগের প্রতি চাহিয়াও কোন উত্তর না দিয়া সেই প্রাপ্তবয়স্কা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, এ বাটিতে এখন কে কে উপস্থিত আছেন?"

প্রাপ্তবয়স্কা রমণী বিনীতভাবে উত্তর করিল—"রাজকুমারী! সে বিষয় আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি তাহা বলিতে পারিব না, প্রভুর তাহাতে নিষেধ আছে।"

কায়রার রাণী কহিলেন—"আচ্ছা, যাহাতে তোমার প্রভুর নিষেধ আছে, সে কথা শুনিতে আমি ব্যগ্র হইব না—তুমি আপাততঃ বিদায় গ্রহণ করিতে পার।"

সে তাহাতে কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিল—"রাজকুমারী! আমার উপর বিরক্ত হইলেন?"

কায়রার রাণী তাহাকে লজ্জিত হইতে দেখিয়া কহিলেন—"না—না—আমি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হই নাই, বরং তোমরা কায়-মনে প্রভুর আজ্ঞা পালন কর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন--"আর একটী কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করিব—তাহাতে বোধ হয় তোমার প্রভুর কোন আপত্তি হইতে পারে না—তোমার নাম কি?"

উত্তর। আমার নাম হীরা।

কায়রার রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা হীরা! তোমার প্রভুর স্ত্রীপুত্র কেহই কি নাই?"

হীরা। না।

কায়রার রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতদিন তোমার প্রভু-পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে?"

হীরা। শুনিয়াছি প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে।

কায়রার রাণী কহিলেন—"তবে তোমার প্রভুর যৌবন কালেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হই-য়াছিল?"

হীরা। তাঁহার মৃত্যু কল্পনা মাত্র! তিনি হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া যান।

কায়রার রাণী ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"সে কি প্রকার?"

হীরা। শুনিয়াছি তিনি খুব সাহসী রমণী ছিলেন—পতি-ভক্তিও তাঁহার অসাধারণ ছিল—শেষে সেই পতিভক্তিই তাঁহার কাল হইয়াছিল।"

আরও ব্যগ্রভাবে কায়রার রাণী কহিলেন—"সে কিরূপ—সে কিরূপ?"

হীরা। প্রভু একবার, কি কারণে কেহ জানিত না, হঠাৎ প্রায় মাসাবধি কাল বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হন। প্রভুপত্নী ভাবিয়া ভাবিয়া,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া—শেষে একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পতির অনুসন্ধানে বাহির হ'ন। সেই অবধি আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কায়রার রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কেমন করিয়া জানিলে, তিনি স্বামীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিলেন?"

হীরা। ঠিক তাহার দুইদিন পরে প্রভু বাটী ফিরিয়া আসেন। তিনি অনেক অর্থব্যয় করিয়া, অনেক অনুসন্ধানের পর নাকি জানিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার স্ত্রী দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন। দস্যুগণ তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া তাঁহাকে কোন মুসলমান দুর্গরক্ষকের নিকট বিক্রয় করে।"

চাবি দিয়া কায়রার রাণী কহিলেন—"কই আমার কথার তো কোন উত্তর দিলে না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার প্রভু কেমন করিয়া জানিলেন যে তিনি স্বামীর অনু-সন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন?"

হীরা অপ্রস্তত হইয়া কহিল—"প্রভু বাটিতে ফিরিয়া, আসিয়া যখন শুনিলেন, যে তাঁহার স্ত্রী দুই দিবস নিরুদ্দেশ কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে লেখা ছিল—"আমি স্বামীবিরহে কাতরা হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। যদি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারি ফিরিয়া আসিব, নচেৎ নয়।" সেই পত্র পাইয়া অবধি প্রভু কত অনুসন্ধান করিয়াছেন—কত অর্থব্যয় করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু ফলে উপরোক্ত অনুসন্ধান ভিন্ন তিনি আর কোন সংবাদই প্রাপ্ত হয়েন নাই—তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল!"

অনেকক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হীরা প্রস্থান করিল।

একজন সহচরী জিজ্ঞাসা করিল—"রাজকুমারী কি দেখিয়া আপনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন?"

কায়রার রাণী কহিলেন—"দেখ, এই বাটীর অন্যদিকে ঠিক এই চারিটি কক্ষের ন্যায় আরও চারিটি কক্ষ আছে, তাহা হীরার কথায় তোমরা বুঝিয়াছ। আমি তাহারই একটী কক্ষে একজন লোককে দেখিয়াছি, যাহার মূর্ত্তি ঠিক সেই দস্যুর ন্যায়! বোধ হয় এ বাটিতে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে; অথবা এ সমস্তই দস্যুর কৌশল!"

২য় সহচরী। কোন্ দস্যু?

কায়রার রাণী সেই, যে আমার অঙ্গুরীয় হরণ করিয়াছিল।

১ম সহচরী। সে কথা আপনি হীরাকে বলিলেন না

কেন? তাহা হইলে হয়তো সে প্রকৃত কথা আপনাকে অবগত করাইতে পারিত।

২য় সহচরী। হয়তো সে প্রতিহিংসা তৃষায় তৃষিত হইয়া, আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য, এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছে।
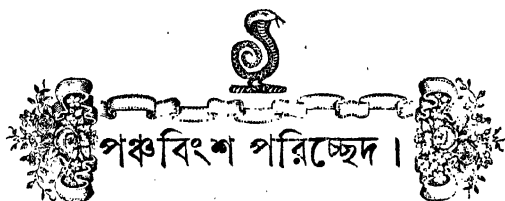
১ম সহচরী। অথবা আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাই যদি হয়?

কায়রার রাণী। কি?

১ম সহচরী। যদি সমস্তই দস্যুর চক্রান্ত হয়।

কায়রার রাণী। যাহা হয় হউক, ভগবান আমাদের রক্ষা করিবেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অজয় ও দূত।

রজনী ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন—কোলের মানুষ দেখা যায়না—জনপ্রানীরও কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায় না—এমন সময় উদ্যানের প্রান্তভাগে দুইজন লোকের চুপি চুপি কি কথা-বার্ত্তা হইতেছে।

অজয় সিং কহিল—"তুমি কে?"

উত্তর। তুমি কে?

অজয়। আমি অজয় সিং।

উত্তর। আমি শিবজী প্রেরিত দূত।

অজয়। তাহার চিহ্ন আছে?

দূত। আছে।

অজয়। দাও?

দূত। নাও।

এই বলিয়া দূত অজয়ের হস্তে একটী দ্রব্য প্রদান করিল।

অজয়। আচ্ছা ভাল, দস্যুপতি আসিলেন না কেন? তিনি কি অসুস্থ আছেন?

দূত। না—তিনি অন্য আর একটী বিষয়ে লিপ্ত হইয়াছেন।

অজয়। তুমি কি তাঁহার খুব বিশ্বাসী পাত্র?

দূত। নহিলে আমায় পাঠাইয়াছেন!

অজয়। তোমার সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র কি?

দূত একটী পিস্তল ও দুইখানি দুই রকমের ছোরা দেখাইল।

অজয়। আচ্ছা, আজ তোমায় আমার আবশ্যক নাই—কাল ঠিক এই সময়ে এই স্থানে সাক্ষাৎ করিও।

দূত। আচ্ছা।

অজয়। তোমার সঙ্গে কয়জন অনুচর পাঠাইয়াছেন?

দূত। ছয়জন।

অজয়। ছয়জনে পারিবে?

দূত। পারিব।

অজয়। একজন লুক্কায়িত ভাবে প্রভুর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিবে, আর চারিজনে কায়রার রাণীকে বহন করিয়া, আমি যেখানে বলিব সেইখানে লইয়া যাইবে—আর দুইজন এই কয়জনকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিবে।

দূত। আচ্ছা।

অজয়। চল তোমায় বাহিরে রাখিয়া আসি।

উভয়ে প্রস্থান করিল। আরও অনেকানেক কথাবার্ত্তা হইল। ক্রমে তাহাতে কি সর্ব্বনাশ হইল, তাহা পরে উক্ত হইবে।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

"প্রস্তুত!"

দুইদিন তাহার পর কাটিয়া গেল, বর্ণনাযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটিল না। তৃতীয়দিন প্রাতঃকালে কায়রার রাণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ হস্ত প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় একজন সহচরী আসিয়া বলিল—"রাজকুমারী! হীরা আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—তাহার প্রভু বাটিতে আসিয়াছেন।"

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কায়রার রাণী কহিলেন—"আসিয়াছেন! কখন আসিলেন?"

সহচরী। হীরা বলিল তিনি কাল বৈকালে আসিয়াছেন।

কায়রার রাণী কহিলেন—তবে আর কি ভালই হইয়াছে—আমি এখনই যাইতেছি।" মনে মনে কহিলেন—"আঃ বাঁচিলাম! মনে মনে কত ভয়, কত আন্দোলন করিতেছিলাম।"

যত শীঘ্র সম্ভব তিনি রাজরাণী যোগ্য পোযাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া হীরার সহিত মিলিত হইলেন। হীরা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া একটী কক্ষের দ্বার অবধি লইয়া গিয়া কহিল— "রাজকুমারী! এই গৃহে আমার প্রভু আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আপনি প্রবেশ করুন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হীরা পশ্চাৎ ফিরিল। কায়রার রাণীও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যেমন আগ্রহের সহিত গৃহ প্রবেশ করিয়াছিলেন, প্রবেশ করিবামাত্র আবার তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন— একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পার্শ্বে সেই দস্যু বসিয়া আছে।

কায়রার রাণী গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সেই দস্যু সেই দিকে চাহিলেন। কায়রার রাণীকে সহসা চমকিত হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ গম্ভীরভাবে ডাকিলেন—"এস ভয় কি?"

কায়রার রাণী কথঞ্চিৎ লজ্জিত ভাবে অগ্রসর হইয়া অবনত মুখে বৃদ্ধের একপার্শ্বে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কিয়ৎ কেহই কোন কথা কহিলেন না। বৃদ্ধ একদৃষ্টে কায়রার রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবীতে তিনি অনেকদিন কাটাইয়াছেন, অনেক প্রকারের মানব দেখিয়াছেন, অনেক চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। মুখের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, মনের ভাব অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অপর পার্শ্বে আলাউদ্দীন দণ্ডায়মান, সেদিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই—দৃষ্টি কেবল সেই সুন্দর কমণীয় মুখ খানির প্রতি। আহা!

বাস্তবিক দেখিবার জিনিস বটে! বৃদ্ধও সেই মুখের দিকে চাহিয়া আছেন, আলাউদ্দীনও মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতে-ছেন। একবার নদীতীরে লীলাময়ীর মোহন মূরতী দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন—আজ আবার এই এক সুন্দর মূর্ত্তি! আহা, সৃষ্টিকর্ত্তা নির্জ্জনে বসিয়া বুঝি এ চিত্র আঁকিয়া ছিলেন।

আলাউদ্দীনের মনে একভাব, কায়রার রাণীর মনে আর একভাব। আলাউদ্দীন কমণীয় কান্তি দর্শনে মোহিত, বিস্মিত চমকিত আর কায়রার রাণী "সম্মুখে কালসর্প দেখিয়া ভাবনায় আকুলিত।"

বৃদ্ধ দুইজনের মুখভাব দেখিয়া দুই জনের হৃদয়ভ্যন্তরস্থ ভাব সংগ্রহ করিলেন। তিনি উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বস, তোমরা দুই জনে আমার দুই ধারে ব'স। আজি তোমরা আমার সম্মুখে এইরূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিলে না, দেখিয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমার বেশ বোধ হইতেছে, তোমরা উভয়েই পক্বকেশের সম্মান রক্ষা করিতে জান। নহিলে আজি যাহার সম্মুখে তোমরা এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছ, সামাজিক অবস্থা এবং পদে তোমরা তাহাপেক্ষা অনেক উচ্চ, অনেক মান্যাস্পদ। তাই আবার বলিতেছি, ব'স রাজ্ঞী রাজলক্ষ্মী! ব'স রাজকুমার আলা-উদ্দীন!"

"রাজ্ঞীরাজলক্ষ্মী" নাম শ্রবণ মাত্রই আলাউদ্দীন চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"ওহো, তাইতো! রাজ্ঞী নহিলে এমন রূপসী রমণী কি সাধারণ গৃহস্থের গৃহে

সম্ভব! বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া এ রূপবতীকে স্বজন করিয়াছিলেন।"

এদিকে রাজ্ঞী রাজলক্ষ্মী (কায়রার রাণী) "রাজকুমার আলাউদ্দীন" শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"ওঃ কি সর্ব্বনাশ! কি ছলে আজি এই দস্যু ইহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে।"

বাস্তবিক রাজলক্ষ্মী তখনও বিশ্বাস করেন নাই যে তাঁহার অপর পার্শ্বস্থ যুবা দস্যু নহে। শিবজী যখন অঙ্গুরীয় হরণ করিবার জন্য গুপ্তভাবে, একহস্তে ছোরা লইয়া, ধীরপাদ বিক্ষেপে পথিমধ্যস্থ সরাইয়ের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ঠিক আলাউদ্দীনের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন। কৌশলজাল বিস্তার করিবার জন্য তিনি অনেক সময়ে অনেক প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; মুখশ্রী, রং মাখিয়া হউক বা অন্য কোন প্রকারে হউক তিনি অনেক সময়ে অনেক রকম করিতেন। এমন কি তাঁহার বিচিত্র বেশভূষায় অনেক সময়ে অনেক পরিচিত লোক, দিবালোকেও তাঁহাকে চিনিতে পারিত না।

রাজ্ঞী রাজলক্ষ্মী, অঙ্গুরীয় হরণের পূর্ব্বে, ভয়ে চাহিতে পারেন নাই, কিন্তু দস্যুপতি যখন তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তিনি একবার চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, সেই অবধি তাঁহার মনে যে ধারণা হইয়া গিয়াছিল, সহজে তাহা অপনোদিত হয় নাই।

যাহাহউক, উভয়ে বৃদ্ধের দুইপার্শ্বে উপবেশন করিলে, তিনি

মৃদুহাসি হাসিয়া কহিলেন—"আমি দেখিতেছি, তোমাদের উভয়কে যথাযোগ্য নামে অভিহিত করাতে, তোমরা উভয়েই বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছ—কিন্তু বাস্তবিক বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আপাততঃ আমি তোমাদের দুই জনকে দুই জনের সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিব। কিন্তু তৎ-পূর্ব্বে আমি তোমাদের দুই জনকে এখানে আনিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলাম, এবং তাহার হস্তে আশ্চর্য্য শিল্পকৌশল যুক্ত যে দুইটি অঙ্গুরীয়ক দুই জনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহা প্রদর্শন কর।

"এই নিন্" বলিয়া রাজলক্ষ্মী আপনার হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিলেন।

আলাউদ্দীনও তাড়াতাড়ি আপনার কোমর বন্ধ খুলিয়া ফেলিয়া, বুকের জেবের ভিতর হইতে, একটী ঠিক সেইরূপ অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে প্রদান করিলেন। তাঁহার হীরক-মণ্ডিত তরবারি ভূতলে পড়িয়া গেল, তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

বৃদ্ধ অঙ্গুরীয়ক দুইটী লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজ্ঞী রাজলক্ষ্মী আলাউদ্দীনকে ঠিক সেই প্রকার আর একটী অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দিতে দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন। ভাবিলেন—"একি? ইহার অর্থ কি? ইনি আমায় যে প্রকার অঙ্গুরী প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইঁহারও হস্তে ঠিক সেইরূপ আর একটী অঙ্গুরীয়ক দেখিতেছি, ব্যাপার কি? তবে কি আমি এতক্ষণ এই নির্দ্দোষী যুবার উপরে অনর্থক

সন্দেহ করিতেছি? ইনিও কি আমার ন্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন?"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে পরীক্ষার পরে বৃদ্ধ কহিলেন—"আর দেখিতে হইবে না, ঠিক হইয়াছে। এই অঙ্গুরীয়কদ্বয়ই আমি তোমাদের উভয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম বটে।" কিয়ৎক্ষণ দুই জনের মুখভাব অবলোকন করিয়া কায়রার রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"রাজ্ঞী রাজলক্ষ্মী! ইহার নাম আলাউদ্দীন 'বে,' আমেদাবাদের নবাবের পালিত পুত্র!" তাহার পর আবার আলাউদ্দীনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"রাজকুমার! ইনি কায়রার অধিশ্বরী, রাজ্ঞী রাজলক্ষ্মী; বাস্তবিক ইনি রাজলক্ষ্মীই বটে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার তিনি কহিলেন—"এখন তোমরা দুইজনে আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া স্বীকার কর যে আমি যাহা বলিব তাহা শুনিতে তোমরা প্রস্তুত।"

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত দুইজনে বৃদ্ধের হস্তের উপর হস্ত রাখিয়া কহিলেন—"প্রস্তুত।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।
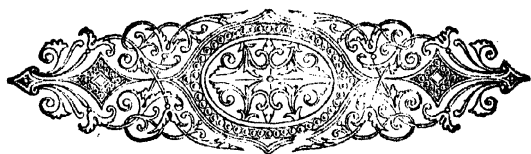
যোগী।

কায়রার রাণী এবং আলাউদ্দীন হাতে হাত দিয়া দুই জনেই ব্যগ্রভাবে বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া রহিলেন—কতক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে আবার কথা বাহির হয়, সেই অপেক্ষায় যেন, জল আশে পিপাসিত চাতকের ন্যায় বসিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ ভাবে কাটিলে পর, বৃদ্ধ উভয়ের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া মুদিত নেত্রে কহিলেন—"ভগবান! বিপদে সম্পদে এই দুজনের প্রতি যেন তোমার আশীর্ব্বাদ থাকে। বিপদে পড়িলে তোমার আশীর্ব্বাদে, যেন ইহারা সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়; সম্পদে যেন, তোমাকে না ভুলে। আমি তোমার নাম লইয়া ইহাদিগের সেই দেববাঞ্ছিত দ্বিতীয় স্বর্গের গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত করাইব, ইহারা যেন চিরদিন আপনার হৃদয়মধ্যে পবিত্রভাবে তাহা রক্ষণ করিতে সমর্থ হয়।"

বৃদ্ধের কথাগুলি এত ভক্তিভাবে ও এত গম্ভীরতার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, যে আলাউদ্দীন এবং কায়রার রাণী ভাবে বিভোর হইয়া, আপনাদিগের নিজের অবস্থা ভুলিয়া বৃদ্ধের পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ। উঠ—আমার প্রিয়তম বন্ধুগণ! বস, আবার সেই রূপে আমার দুই পার্শ্ব আলোকিত করিয়া উপবেশন কর; মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন।

দুইজনে আবার নিজ নিজ আসনে বসিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—"এইবার আমরা সেই দ্বিতীয় স্বর্গের কথা শুনিতে পাইব।"

বৃদ্ধ কায়রার রাণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"মহারাণী! যদি কেবল তোমাকে বলিতে হইত, তাহা হইলে হয়তো আমি অনেক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতাম, কারণ তোমার বংশাবলী সম্বন্ধে অনেক কথা তোমার জানা আছে।" আবার আলাউদ্দীনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কিন্তু আলাউদ্দীন 'বে'! তুমি কায়রার রাণীর বংশাবলী ও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিয়া আমি আগাগোড়া বলিয়া যাইব।" কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণানন্তর কহিলেন—"বোধ হয়, তুমি জান, যে সমরেন্দ্র সিংহ এককালে কায়রার স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে কায়রার অন্য নাম ছিল। আজি যে রাজবাটী হইতে কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবী বাহির হইয়া আসিয়াছেন, সেই বাটিতেই সমরেন্দ্র সিংহ বাস করিতেন। শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমনে তাঁহার ন্যায় ন্যায়বান রাজা আর কেহ ছিল না।

প্রায় চতুর্ব্বিংশ বৎসর পূর্ব্বে, একদিন একজন সৌম্যকান্তি, প্রশস্ত ললাট, আয়তলোচন, উন্নতবক্ষ, জটাজুটধারী মহাত্মা যোগী রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজদর্শনাভিলাষী হয়েন। সমরেন্দ্র সিংহ যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসীগণের সম্মান রক্ষা করিতে জানিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ মন্ত্রীকে—পাঠাইয়া সসম্মানে সাদরে, যোগীকে রাজসভায় লইয়া আসেন। অন্যান্য নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর তিনি কহিলেন—"মহারাজ! আমি কোন বিশেষ কারণে আপনার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিতে অভিলাষী—আমার অনুরোধে অন্ততঃ একদিন রাজকার্য্যে অবসর লউন।"

সমরেন্দ্র তাহাই করিলেন। রাজসভা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যোগী কহিলেন—"মহারাজ! এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে কেবল দুইজন মাত্র একটী বিশেষ গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত আছেন, দুই তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তিন জন ইহা জানিতেন, কিন্তু এক জনের মৃত্যু হওয়াতে এখন দুই জনের হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে সেই গুপ্তকথা আবদ্ধ রহিয়াছে। সেই গোপনীয় বিষয়ের পবিত্র নিয়মানুসারে, এখন আর এক জনকে ইহা জ্ঞাত করিতে হইবে, কেননা যদি একজনের মৃত্যু হইলে আর একজন তাঁহার স্থান অধিকার না করেন, তাহা হইলে কালে এই দ্বিতীয় স্বর্গের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হইবে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সমরেন্দ্র সিংহ কহিলেন—"দ্বিতীয় স্বর্গ!"

যোগী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া কহিলেন—"হাঁ দ্বিতীয়

স্বর্গ! পিতৃ পুরুষানুক্রমে অনেকেই ইহার গল্পকথা মাত্র শুনিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে, প্রকৃতই এরূপ স্থান আছে।"

সমরেন্দ্র সিংহ কহিলেন—"তার পর?"

যোগী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনজন লোক ব্যতীত এই পৃথিবীর জনমানবও সেই গুপ্তস্থানের বিষয় অবগত নহেন। দ্বিতীয় স্বর্গের গোপনীয় বিষয় জানিতে গেলে যে সকল পবিত্র নিয়ম সংরক্ষণ করিতে হয়, সেই নিয়মানুসারে এক জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আর একজন উপযুক্ত লোককে ইহা জ্ঞাত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়সের কোন স্থিরতা নাই, কিন্তু ধর্ম্মের বিষয় ঠিক ইহার বিপরীত! যে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান নহে—হিন্দু সন্তান নহে, তাহাকে এ অমর বাঞ্ছিত পুরীর বিষয় জ্ঞাত করা সম্পূর্ণ নিয়ম বিগর্হিত। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে সেই তিন জনের মধ্যে একজন সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; এখন, একজন ধার্ম্মিক প্রধান ন্যায়বান জিতেন্দ্রীয়, লোক নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাকে এই দ্বিতীয় স্বর্গের অধিকারী করিয়া দিবার ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আপনার ন্যায় উপযুক্ত লোক আর খুঁজিয়া পাইলাম না, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবী ও আলাউদ্দীন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত এই সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন—"মহারাণী! তোমার প্রপিতামহ সমরেন্দ্র সিংহ যোগীর মুখে নিজ প্রসংশা শুনিয়া কথঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন এবং কহিলেন—"আমার ন্যায় লোকের দ্বারা কি আপনার

উদ্দেশ্য সফল হইবে, আমি কি সেই দ্বিতীয় স্বর্গের নিয়মাবলী সংরক্ষণে সমর্থ হইব ?"

যোগী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সুমরেন্দ্র সিংহের গুণ গরিমার একজন প্রধান প্রশংসাবাদী ছিলেন। তিনি কহিলেন—"মহারাজ! আমায় বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবেন না। আমি আপনার গুণগরিমা সমস্তই অবগত আছি। এই দ্বিতীয় স্বর্গের বিষয় ভারতবর্ষের অপামর সাধারণ সকলেই শুনিয়া আসিতেছে—সৃষ্টির প্রথমাবধি মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী হইতে যোগী ঋষি পর্য্যন্ত কতলোকে যে ক্রমান্বয়ে এই কথা জানিয়া আসিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি আজি আপনাকে সেই দ্বিতীয় স্বর্গে প্রবেশাধিকার করিতে যে সকল নিয়ম পালন ও যে যে গোপনীয় বিষয় জ্ঞাতব্য, তাহা বলিব। আপনি একমনে তাহা শ্রবণ করুন।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া যোগী মহারাজকে একে একে সকল বিষয় বলিতে লাগিলেন। সমরেন্দ্র সিংহ ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত, চকিত ও শিহরত হইতে লাগিলেন। সে সকল কথাগুলি যদিও এখন আমি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আলাউদ্দীনকে বলিতে পারি না, কিন্তু কাল প্রাতঃকালে তাহা তোমরা জানিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। যদি ইহার মধ্যে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তোমরা উভয়ে আমার বিষয়ের অধিকারী হইবে এবং দলিল পত্রের কাগজের সঙ্গে এই দ্বিতীয় স্বর্গের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবীকে আমি এখনি তাহা বলিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সাধ, দুইজনকে এক সঙ্গে সে সকল কথা শুনাইব।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। সেই অবসরে আলাউদ্দীন ভাবিলেন—"আমায় ইনি কেমন করিয়া একথা বলিবেন, আমি যে মুসলমান।"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"সময়েন্দ্র সিংহ এই দ্বিতীয় স্বর্গের বিষয় অবগত হইলে পর যোগীর সহিত একবার তথায় গিয়া সকল বিষয় জানা আবশ্যক বোধ করিলেন। রাজ্যের অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া, মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যভার দিয়া তিনি দিন কয়েক অবসর গ্রহণ করতঃ অতি গুপ্তভাবে যোগীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজ্যের কেহই জানিতে পারিল না—তিনি কোথায় গিয়াছেন। যখন কায়রায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি সেই দ্বিতীয় স্বর্গের অধিকারী হইয়াছেন। এই রূপে অনেক দিন কাটিলে পর, একদিন হঠাৎ সংবাদ আসিল, যে, যে যোগী তাঁহাকে কোন গোপনীয় বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিল, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সময়েন্দ্র সিংহ যত শীঘ্র সম্ভব, সেই যোগীর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। মৃত্যুকালে যোগী তাঁহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন—অনেক কথা বলিলেন, শেষে তাঁহাকে কাঁদাইয়া এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া আবার বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন—"সমরেন্দ্র সিংহের উপর আর একজন উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনের ভার পড়িয়াছিল—তিনি এই অধীনকে উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন—"

কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবী এবং আলাউদ্দীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর?"

বৃদ্ধ কায়রার রাণীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"হাঁ, তোমার পিতামহ তাঁহার উদারতার গুণে আমাকেই এই দ্বিতীয় স্বর্গের অধিকারী করিতে অগ্রসর হইলেন। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমি যথাসময়ে এই গোপনীয় বিষয় অবগত হইলাম।"
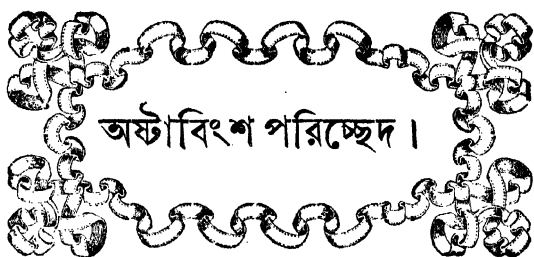
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"রাজকুমারের মৃত্যু!"

বৃদ্ধ কহিলেন—"মহারাজ সমরেন্দ্র সিংহের দুইটী সন্তান ছিল। তাহারা উভয়েই বিবাহিত। তিনি মনে করিলে তাঁহার দুই পুত্র বা পুত্রবধূদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও নির্ব্বাচিত করিতে পারিতেন। কেননা, আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহাতে বয়সের বা পুরুষ অথবা স্ত্রীর কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু যদিও তাঁহার সন্তানদ্বয় কার্য্যকুশল ও পিতার প্রিয়তম পুত্র ছিলেন, যদিও তাঁহাদের স্ত্রীগণ অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন, কিন্তু তথাপি সমরেন্দ্রসিংহ ভাবিয়াছিলেন, যে তাঁহারা এখনও মায়াময় সংসারের প্রলোভনে মুগ্ধ, তাঁহাদের দেহ সুন্দরতার আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ, সুতরাং এত বড় দায়ীত্বভার স্কন্ধে লইতে তাহারা সম্পূর্ণ অপারক। এইরূপে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি শেষে আমায় মনোনীত করেন।"

"সমরেন্দ্র সিংহের সন্তানদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের, প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে, একটী কন্যাসন্তান হইয়াছিল। সেই কন্যা তুমি প্রকৃতি দেবী।"

কায়রার রাণীর চক্ষে জল আসিল। তিনি কোন কথা কহিলেন না।

বৃদ্ধ কহিলেন—"ঠিক সেই সময় মুসলমান সেনা কায়রার রাজ্য আক্রমণ করে। সমরেন্দ্র সিংহ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণান্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! যবনের বিশ্বাসঘাতকতায় শেষে তাঁহার পরাজয় হয়। সেনাগণ দুর্গমধ্যে ফিরিয়া আসিলে যবনসৈন্য রাজ্য অধিকার করতঃ তাঁহাকে দুর্গ ছাড়িয়া দিতে বলে, কিন্তু উন্নতমনা ক্ষত্রিয়ের বীরহৃদয় তথাপি অবনতি স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। সমরেন্দ্র-সিংহ দুর্গমধ্যে থাকিয়া সংবাদ পাঠাইলেন—"আমার মৃত্যু না হইলে আমি বিশ্বাসঘাতক যবনের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিব না। যবনেরা এই উত্তর পাইয়া রাজ্যমধ্যে ভীষণ অত্যাচার লুটপাট, আহারীয় নষ্ট, দেব মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া তিনমাস রাজ্য অধিকার করিয়া রহিল, এদিকে দুর্গমধ্যে আহারীয় সংস্থান আর নাই—বাহির হইতেও আসিবার উপায় নাই—দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল, অবশেষে প্রজাগণ ও সেনানী বৃদ্ধের অনাহারে প্রাণ যায় দেখিয়া, যবন সেনাপতির নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিবার কল্পনা করিলেন।"

"সমরেন্দ্র সিংহের পুত্রদ্বয় তখনও পূর্ণবয়স্ক যুবা! তাঁহারা পিতার এ অবনতি স্বীকারে অসন্তুষ্ট হইয়া রাজ্যের মহা মহা বীরগণকে একত্র করিয়া, আবার একবার শেষ যুদ্ধ করিবার

অনুমতি চাহিলেন। সমরেন্দ্র সিংহের ইচ্ছা ছিল না যে আবার রণতরঙ্গে মাতিয়া ক্ষত্রিয়ের রক্তস্রোত প্রবাহিত করেন, কিন্তু তিনি কি করিবেন, পুত্রদ্বয়ের একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি ক্ষুণ্ণচিত্তে সম্মতি দিলেন।"

"সেই দিন আবার যুদ্ধ হইল, বীর্য্যবান অমিত পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ দুর্গের বাহিরে আসিয়া ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন,—মুসলমান সেনা আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বীর্য্যে ও সাহসে যদি চারিশত জন লোকে দশ সহস্র মুসলমান সেনা রাজ্য হইতে বিতাড়িত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না ; যাহা অসম্ভব, তাহা হইল না। রক্তনদী প্রবাহিত হইল—সকল আশা ভরসা এককালে নিভিয়া গেল।"

"আর দুর্গরক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া রাজ পরিবার রজনীযোগে কায়রা ছাড়িয়া পলায়নের পরামর্শ করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র একটী পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া ছদ্মবেশে পলায়নে সক্ষম হইয়াছিলেন—সেই শিশুসন্তান তুমি আলাউদ্দীন!"

আলাউদ্দীন চমকিয়া উঠিলেন—কহিলেন—"তবে কি তিনিই আমার পিতা!"

গম্ভীরভাবে বৃদ্ধ কহিলেন—"ব্যস্ত হইও না—উতলা হইলে সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে তোমার ধৈর্য্য থাকিবে না। আমি একে একে সকল কথাই বলিতেছি।"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণান্তর বৃদ্ধ আবার আরম্ভ করিলেন— "সমরেন্দ্র সিংহ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ, অন্য দিক্ দিয়া

পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ধৃত হইলেন। রাজ্যের রাজভক্ত প্রজাগণ, রাজার জন্য মান অপমান ভুলিয়া গিয়া যবনসেনাপতির পদতলে লুটাইয়া পড়িল। যবনসেনা-পতি প্রথমে ক্রোধ পরবশে তাহাদের কাতরতা দেখিয়াও বিচলিত হইলেন না—সকলকে তাড়াইয়া দিতে বলিয়া—রাজাকে সপরিবারে বন্দী করিলেন। দুই তিন দিন পরে তাঁহার ক্রোধ উপশমিত হইলে তিনি কহিলেন—"আচ্ছা আমি তোমাদের অনুরোধে সমরেন্দ্র সিংহের জীবন নাশ করিতে চাহি না। যদি তিনি জন্মের মত কায়রা পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে উঠিয়া যান, যদি আর কখনও কায়রার প্রজাগণের নিকট মুখ না দেখান, যদি কখনও তিনি বিদ্রোহ উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার জীবন দান করিতে পারি। আমি জানি, ক্ষত্রিয়েরা সত্যবাদী; সুতরাং তিনি নিজ মুখে আমার সম্মুখে যদি এই কথাগুলি স্বীকার করেন, তাহা হইলেই আমি বিশ্বাস করিব। সমরেন্দ্র সিংহ নিজের জীবনের জন্য এত গ্রাহ্য করিতেন না, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে যদি তিনি এই সকল কথায় স্বীকৃত না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্রবধূদ্বয়কে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রাণবধ করা হইবে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—মুসলমান সেনাপতির কথায়ই স্বীকৃত হইয়া জন্মের মত রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মুসলমান সেনাপতি সমরেন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠপুত্রের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না। অবশেষে তিনি প্রচার করিলেন—"যে তাঁহার ছিন্নমস্তক আনিয়া দিতে সক্ষম হইবে, তাহাকে

আমি দ্বিসহস্র স্বর্ণমুদ্রা ও একখানি জায়গীর পারিতোষিক প্রদান করিব।" এই কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের ছিন্নমস্তক আনয়নের পরিবর্ত্তে রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল— মুসলমান সেনাপতি অস্থির হইয়া পড়িলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহানল দমন করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ ও প্রধান বণিকগণ এবং বর্দ্ধিষ্ট প্রজাগণকে একসঙ্গে সমবেত করিয়া কহিলেন—"কি করিলে আপনারা সন্তুষ্ট হয়েন এবং প্রজাগণের মন শান্ত হয়; আমি দুইদিক বজায় রাখিয়া কাজ করিতে চাহি।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইল যে যদি মুসলমান সেনাপতি রাজ পরিবারের মধ্যে কাহাকেও আবার সিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে দেন এবং নিজে কায়রারাজ্যের অর্দ্ধভাগ লইয়া সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলেই সকলে সন্তুষ্ট হইবেন—বিদ্রোহানলও থামিয়া যাইবে।

অগত্যা তাহাই হইল, মুসলমান সেনাপতি অর্দ্ধরাজ্য লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

আবার বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"রাজরাণী! এই সন্ধির পর তোমার পিতা বন্দিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু নিজ পিতৃরাজ্য মুসলমান সেনাপতির নিকট দান প্রাপ্তির ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার জীবনের চিরসুখ নষ্ট হইল, উৎসাহ উদ্যম কমিয়া গেল, অল্প দিন মধ্যেই তিনি কালের করাল

গ্রাসে পতিত হইলেন। তোমার মাতাও এই শোকের উপর শোক পাইয়া সপ্তদিন মধ্যে স্বামীর পথাবলম্বন করিলেন—তুমি পিতৃ-মাতৃ-হীন হইলে। যতদিন তুমি ষোড়শবর্ষের অনধিক বয়স্কা ছিলে, ততদিন প্রধান অমাত্যগণ শূন্য সিংহাসন তলে বসিয়া, সমরেন্দ্র সিংহের প্রতিমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া, রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তার পর তোমার ষোড়শবর্ষীয় জন্মতিথি দিনে, তাঁহারা তোমায় রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন।"

"আহা! আমার জনক জননীর ন্যায় দুর্ভাগা বোধ হয় জগতে আর কেহ নাই।" এই বলিয়া প্রকৃতি দেবী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বৃদ্ধ কায়রার রাণীর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আলাউদ্দীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"তার পর তোমার কথা শুন আলাউদ্দীন! তোমার বোধ হয় মনে আছে, আমি বলিয়াছি, যে সমরেন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠপুত্র একটী শিশুসন্তান ক্রোড়ে লইয়া পলায়নে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই শিশু আর কেহই নয়, তুমি।"

আলাউদ্দীন ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার পর?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি কত দেশ দেশান্তর—দূর—বহুদূরে প্রস্থান করিলেন। নিকটে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ ছিল, তাহাতেই তিনি প্রায় একমাস কাল আহারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন; হঠাৎ একদিন শুনিলেন, যে মুসলমান সেনাপতি তাঁহার ছিন্নমস্তক দর্শনাশায় দেশে দেশে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাকে তিনি সন্তানের মত দেখিতেন; তাঁহার স্ত্রী মৃত্যুকালে তোমাকে তাঁহার হস্তে সঁপিয়া দিয়া

গিয়াছিলেন। তাই তিনি নিজ জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত হইলেন। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে আহারীয় সংস্থানের জন্য ভিক্ষা করিতেও তাঁহার সাহস হইল না—তিনি বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে বন ফল মূল আহার করিয়াও তিনি আর এক সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। রাজপুত্র, কখনও দুর্দ্দশার ছায়া পর্য্যন্ত সন্দর্শন করেন নাই—তাঁহার পক্ষে এ দুষ্কর কার্য্য পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। তথাপি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তোমার রক্ষণে যত্নবান হইলেন। একদিন তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তিনি একটী বৃক্ষতলে তোমায় বক্ষস্থলে রাখিয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যবশতঃ আমেদাবাদের রাজকুমার, যিনি এখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই দিন মৃগয়ায় আসিয়াছিলেন; তিনি বনমধ্যে পতিত ব্যক্তির রূপের জ্যোতি দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তুমি রাজকুমারের বক্ষস্থল হইতে উঠিয়া মুসলমান রাজকুমারের পদ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে; তিনি তোমায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পুত্রাদি ছিলনা—শিশুদিগকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন—তিনি তোমায় ক্রোড়ে করিয়া তোমায় কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন উত্তর দিতে পারিলে না—কাঁদিতে আরম্ভ করিলে। ক্রন্দনের স্বরে রাজকুমারের চেতনা হইল। মুসলমান রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে?"

রাজকুমার কহিলেন—"আমার পরিচয় শুনিয়া কি হইবে—আমি অতি শীঘ্রই এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইব।

আপনি জাতিতে মুসলমান, আপনার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহা বোধ হইতেছে, আমি মৃত্যুকালে আপনার নিকট এই শিশুসন্তানটী রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে পারিব কি ?”

মুসলমান রাজকুমার কহিলেন—“আপনার অতুলনীয় রূপ ও মধুর বচন শ্রবণে আমার বোধ হইতেছে, আপনি কোন উচ্চবংশসম্ভূত, আপনার এ অবস্থার কারণ কি ?”

রাজকুমার কহিলেন—“সে অনেক কথা, সে সকল কথা বলিতে গেলে সময় থাকিবে না, এই শিশু সন্তানটির বিষয় কিছু বলা হইবে না। এই শিশুটী আমার সন্তান নহে। একদল দস্যু একটী রমণীকে পুণানগরীর প্রান্তভাগে পর্ব্বতশিখরোপরি রূপের জ্যোতি ছড়াইয়া যেন কাহার অনুসন্ধানে ছুটাছুটী করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করে, অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লয়—শেষে একজন মুসলমান দুর্গাধিপতির নিকট বিক্রয় করে। সে সময়ে সেই রমণী একমাস গর্ভবতী! যে দুর্গাধিপতি তাঁহাকে ক্রয় করেন, সৌভাগ্যবশতঃ সে সময়ে তাঁহার পাশবীয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় হয় নাই—বিজয়পুরাধিপতির সহিত দাক্ষিণাত্যে অন্য রাজগণের যুদ্ধ বিগ্রহে সসৈন্যে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে পার্ব্বতীয় দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। রমণীকে যদিও বন্দীভাবে রাখিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপিও কোন উপায়ে তিনি পলায়ন করেন। মুসলমান দুর্গাধিপতির হস্ত হইতে উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আবার আর এক বিপদে পড়িতে হইল। একদল মানববিক্রেতার হস্তে তাঁহাকে

পড়িতে হয়। তাহারা দিল্লীর নবাব ও ওমরাওগণের নিকট বৎসর বৎসর কত দেশ বিদেশ হইতে সুন্দরী রমণী আনিয়া বিক্রয় করিত। এই রমণীও সেই রাক্ষসদিগের হস্তে পড়িলেন। একদিন মানব বিক্রেতাগণ কায়রার ভিতর দিয়া দিল্লী যাইতেছিল, এমন সময়ে মহারাজ সমরেন্দ্র সিংহের গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে—"তাহারা একজন হস্তপদবদ্ধ সুন্দরী রমণীকে একখানি গাড়ীর ভিতরে করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। সমরেন্দ্র সিংহ আজ্ঞা দিলেন—"এখনি তাহাদের দলকে দলশুদ্ধ বন্দী কর।" যেমন হুকুম, তেমনি কার্য্য; মানব বিক্রেতাগণ বন্দীকৃত হইলে, রমণী অন্তঃপুরে প্রেরিত হইলেন। সমরেন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ তাঁহাকে সাদরে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন—রমণী তাঁহার প্রধান সখী হইয়া রহিলেন। যথাসময়ে তিনি একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি কনিষ্ঠ রাজপুত্রবধূর হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়া যান যে "সখি! আমার সন্তানটিকে তোমার হস্তে সঁপিয়া দিয়া গেলাম—আজ হইতে তুমিই ইহার মাতা হইলে। আমার এই অঙ্গুরীয়ক ও কণ্ঠাভরণ লও, আমার পুত্র বড় হইলে তাহাকে এই দুটী দ্রব্য দিয়া বলিও, যে সে যেন পুনানগরীতে তাহার পিতার অনুসন্ধান করে—যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে এই অঙ্গুরীয় ও কণ্ঠাভরণ দেখিলেই চিনিতে পারিবেন।"

আলাউদ্দীন ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"সেকি এই অঙ্গুরীয়! সেকি এই কণ্ঠাভরণ?"

বৃদ্ধ দুইটী দ্রব্য দেখিতে চাহিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। দুইটী দ্রব্য দেখিয়া বৃদ্ধ অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। আলাউদ্দীন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবী যেন কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন—তাঁহার উদ্যানে হীরার কথা মনে পড়িল।

বৃদ্ধ আলাউদ্দীনের অঙ্গুরীয়ক ও কণ্ঠাভরণ ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন—"অত ব্যস্ত হইও না, ক্রমে সকলি শুনিতে পাইবে। রমণীর মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ রাজবধূ যত্নের সহিত তোমায় লালন পালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনিও কিছু দিন পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।"

অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে আলাউদ্দীন কহিলেন—"ওঃ—কি কুলগ্নেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"তোমার মাতাকে যখন সমরেন্দ্র সিংহ প্রথমে রাক্ষসগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন, তখন তাঁহার পরিচয় অনেকবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কখনই পরিচয় দেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার মনে হইয়াছিল যে "পরিচয় দিলেও কোন ফললাভ হইবে না—তাঁহার স্বামীর অজ্ঞাতে যখন তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে কলঙ্কিতা জ্ঞানে তাঁহার স্বামী আর গ্রহণ করিবেন না।" পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতেন ও কখন কখনও অজস্রধারে অশ্রুপাত করিতেন। দেখিয়া শুনিয়া আর কেহ তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইত না।"

এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন—"হাঁ, তার পর ?"

মুসলমান রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি বলিতেছেন, দস্যুগণে রমণীর সমস্ত অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়াছিল, তবে এ অঙ্গুরীয় ও কণ্ঠাভরণ রহিল কেমন করিয়া ?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি পতিত রাজকুমারের দিকে চাহিলেন।

রাজকুমার কহিলেন—"ঐ তুইটী দ্রব্য তিনি অতি সযতনে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন, দস্যুগণ জানিতে পারে নাই। যাহাহউক, এতাবৎকাল এই দুটী দ্রব্য আমার কাছে ছিল। আজি আমি আপনার হস্তে প্রদান করিলাম। আপনি উহার সদ্ব্যবহার করিবেন। এই শিশুটী বড় হইলে, ইহার মাতার মৃত্যুকালের কথামত কনিষ্ঠ রাজপুত্রবধূর কথামত—এবং আমার এই শেষ কথামত এই তুইটী দ্রব্য লইয়া ইহার পিতার অনুসন্ধান করিবেন।"

মুসলমান রাজকুমার কহিলেন—"করিব।"

কনিষ্ঠ রাজকুমার কহিলেন—"আর একটী আমি আপনাকে বলিতে চাই—আপনি যদি স্বীকার করেন—তবে বলি।"

উত্তর। আমার সাধ্যায়ত্ত যদি হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব।"

প্রশ্ন। আপনার পরিচয় ?

উত্তর। আমি আমেদাবাদের নবাবের একমাত্র পুত্র।

রাজপুত রাজকুমারের মুখ-কমল প্রফুল্ল হইল, তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বিবাহিত ?"

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। আপনার পুত্র সন্তানাদি আছে?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে আপনি পারিবেন। আমি যাহা বলিব আপনার সাধ্যায়ত্ত যদি হয়, তাহা হইলে আপনি তাহা করিবেন?

উত্তর। হাঁ।

রাজপুত রাজকুমার কহিলেন—"এই শিশুটী যে কোন উচ্চবংশসম্ভূত, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনি ইহাকে ধর্ম্মচ্যুত করিবেন না। ইহার জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন করিয়া দিবেন?"

মুসলমান রাজকুমার কহিলেন—"ভাল, আমি স্বীকৃত হইলাম। এখন আপনার পরিচয় দিন?"

রাজপুত রাজকুমার কহিলেন—"মৃত্যুকালে আমার পরিচয় লইয়া আর কি ফললাভ হইবে?"

মুসলমান রাজকুমার সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি সমরেন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠপুত্র!"

রাজপুত রাজকুমার বিনীতভাবে কহিলেন—"মৃত্যুকালে আমি ইষ্টদেতার নাম স্মরণ করিতেছি, এসময় আপনি আমায় স্পর্শ করিবেন না।"

মুসলমান রাজকুমার সরিয়া গেলেন।

রাজপুত রাজকুমার কহিলেন—"হাঁ।" আর তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ
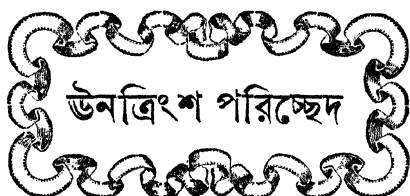
"জগতে আমি একা।"
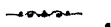
বৃদ্ধ কায়রার রাণী প্রকৃতি দেবীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"তোমার পিতামহ, সন্ধিসূত্রে রাজ্যে শান্তি স্থাপনা করিয়া জন্মের মত চলিয়া গেলেন। কোথায় গেলেন, তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ? তিনি সেই দ্বিতীয় স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। দ্বিতীয় স্বর্গে পর্ব্বতের গাত্রে অনেক গুহা আছে। সেই সকল গুহার ভিতর এখনও বিস্তর হীরকাদি পাওয়া যায়। তোমার পিতামহ বহুকাল তথায় বাস করিলেন—লোকালয়ের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। আমি কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট যাইয়া প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কায়রা রাজ্যের সংবাদ প্রদান করিতাম। তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। আতপ তণ্ডুল এবং

আলু ভিন্ন তিনি আর কিছু আহার করিতেন না, আমি দুই মাস তিন মাস অন্তর তাঁহাকে তাহা দিয়া আসিতাম —"

প্রকৃতিদেবী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন করিয়া লইয়া যাইতেন ? নিজে বহন করিতেন।"

বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন—"না—তাহা নহে। এই নগরের প্রান্তভাগে একজন জন্মান্ধ বাস করে, সে অশ্বারোহণে সক্ষম ; বাল্যকাল হইতে সে তাহা অভ্যাস করিয়াছে। কেবল অপর একজন লোক তাহার অশ্ববল্গা ধরিয়া লইয়া গেলেই সে নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বস্থানে যাইতে পারে। আমি তাহাকে লইয়া অশ্বে চড়াইয়া প্রায়ই নগর মধ্যে বিচরণ করি, সুতরাং কেহই আমার উপর সন্দেহ করে না। তাহারই সহায়ে আমি স্বকার্য্য উদ্ধার করি। যে দিন দ্বিতীয় স্বর্গে যাই, তাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাই। অশ্ব-পৃষ্ঠে আহারীয় থাকে, পদব্রজে যতখানি যাইতে হয় সে তাহা বহন করে। এই কার্য্যের জন্য আমি তাহাকে এক শত করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করি।"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ করিলেন—"যাহাহউক এইরূপে তোমার পিতামহ তথায় বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। একদিন হঠাৎ আমি তথায় গিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাই-লাম না। অনেক অনুসন্ধানের পর একখানি পত্র পাইলাম। দেখিলাম, পত্রখানি আমারই নামে লেখা। তোমার পিতা-মহের হস্তাক্ষর আমি উত্তমরূপ চিনিতাম—দেখিবামাত্রই কুড়া-ইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম।

তিনি লিখিয়াছেন,—"প্রিয় রণধীর সিংহ! অনেক দিন নির্জ্জনে বাস করিলাম—আমার পরিচিত ব্যক্তিগণ আমায় এত-

দিন সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমার চেহারা এত খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, আমায় চিনিবার আর কোন আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ আমি যে কার্য্যে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতে সন্ধিভঙ্গ পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। আমি একবার তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করিতে বাসনা করি। জীবনের শেষভাগে নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে এই দ্বিতীয় স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিতে সাধ হওয়াতে, তদুদ্দেশ্যে বহির্গত হইলাম। যদি জীবিত থাকি এবং কোন বিপদ না ঘটে, তবে এই স্থানে,—ঠিক এই দিনে,—দুই বৎসর পরে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসমরেন্দ্র সিংহ।

"লিপি পাঠ করিয়া দুঃখিতচিত্তে আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম, তার পর—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। অমনি অশুভ আশঙ্কায় কায়রার রাজ্ঞী প্রকৃতিদেবীর ক্ষুদ্রদেহ খানি কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন— "তার পর, তার পর?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"বিজয়পুররাজ এই সময় এই সকল পর্ব্বত প্রদেশে শীকারার্থ অসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে ক্ষত্রিয় রাজ্যের গুপ্তচর ভাবিয়া বন্দী করেন। বহু পীড়নেও তিনি আত্ম পরিচয় বা দ্বিতীয় স্বর্গের বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। ক্রোধে

ও আশঙ্কায় তাহারা তাঁহাকে পার্ব্বতীয় দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখে। শুনিয়াছি, কঙ্কণপ্রদেশীয় দস্যুদল কৌশলক্রমে তার পর এই দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। যদি সেই দিনই তাঁহার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে হয়তো —"

সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই কায়রার রাজ্ঞী প্রকৃতি দেবী কাঁদিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে শান্তনা করিলে পর, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইল ?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"সর্প দংশনে।"

প্রকৃতিদেবী শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন-জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন ?"

বৃদ্ধ। একদিন আমি পর্ব্বত শিখরে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, মুসলমান দুর্গের বাহিরে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডোপরি একটী চিতা সজ্জিত এবং তৎপার্শ্বে চারি পাঁচ জন মাওয়ালী সৈন্য একটী মৃতদেহ লইয়া বিশেষ গোলযোগ উত্থাপন করিতেছে। ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি নিকটে উপস্থিত হইলাম ; তাহারা আমাকে দেখিয়া বিবাদ থামাইয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল—"আমাদিগের কর্ত্তার আদেশানুসারে আমরা যথানিয়মে ঐ মৃতদেহের সৎকার করিতে আসিয়াছি, কিন্তু কে মুখঅগ্নি করিবে, তাহার স্থিরতা হইতেছে না।"

এই সকল কহিতে কহিতে আমি মৃতদেহের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। ওঃ—সে দৃশ্য কি দেখিবার ! সে মূর্ত্তি কি ভুলিবার !!

আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ কহিলেন—"আমি দেখিলাম, সর্পবিষে জর্জ্জরিত নীলবর্ণ সমরেন্দ্র সিংহের মৃতদেহ

আমার সম্মুখে শায়িত। দেখিয়া সংসার ভুলিয়া গেলাম—নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেলাম—পাঁচ জনের সাক্ষাতে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই মৃতদেহের উপর লাফাইয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় চীৎকারস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। মাওয়ালী সৈন্যগণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। যখন আমার শোক উপশমিত হইল, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়! ইনি কি আপনার কেহ আত্মীয় ছিলেন?"

আমি এই স্থানে মিথ্যা কথা কহিলাম, বলিলাম—"ইনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।" তাহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। জিজ্ঞাসা করিল 'তবে ইনি মুসলমান দুর্গে বন্দীভাবে ছিলেন কেন?' আমি আরও ব্যগ্র হইয়া তাহাদিগকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। তাহাদিগের মধ্যে 'রামদেও' নামক একজন ছিল, সে তাহার কর্ত্তার নিকট যতদূর শুনিয়াছিল, তাহাই আমায় সংক্ষেপে বলিল। আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না। যে সমরেন্দ্র সিংহ তীর্থভ্রমণ মানসে বহির্গত হইয়া মুসলমানগণের দ্বারা বন্দীকৃত হইয়াছিলেন এবং তার পর নিয়তির অখণ্ড নিয়মে সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক যথাবিধি তাঁহার সৎকার করিলাম—মুখঅগ্নি করিলাম—দুঃখিতচিত্তে অবশেষে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। তিন জনের মধ্যে একজন আমাদের ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন।"

আলাউদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে এক্ষণে আপনারা দুইজন মাত্র সেই দ্বিতীয় স্বর্গের বিষয় অবগত আছেন!"

বৃদ্ধ কহিলেন,—"না—আর একজনেরও সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।"

উভয়েই ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"হাঁ। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু ইঁহাপেক্ষা সুখকর। প্রায় অশীতি বৎসর বয়ক্রম অতিবাহিত করিয়া আজ দুই দিন মাত্র তিনি ইষ্টদেবের নাম স্মরণ করিতে করিতে দ্বিতীয় স্বর্গে আমার ক্রোড়ে জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ সজোরে উপর্য্যুপরি দুইটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"আমি আজি সেই দ্বিতীয় স্বর্গের একমাত্র অধিকারী—জগতে আমি একা।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।
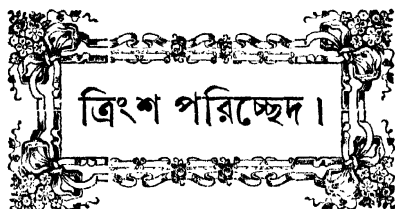
সর্ব্বনাশ।

বৃদ্ধ আলাউদ্দীনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"রাজপুত রাজকুমার মুসলমান রাজকুমারের হস্তে তোমায় সঁপিয়া দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মুসলমান রাজকুমারও তোমার জন্য সমস্ত স্বতন্ত্র আয়োজন করিয়া যাহাতে তোমায় জাতিভ্রষ্ট না হইতে হয়, তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই জন্যই তোমার বাটী আলাহিদা, তোমার শরীররক্ষক, পাচক ব্রাহ্মণ, দাস দাসী ইত্যাদি তোমার যাহা যাহা আবশ্যক, সকলই পবিত্র রাজপুত লোক জনের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।"

আলাউদ্দীন ব্যগ্রভাবে কহিলেন—"কিন্তু এখনও আমি আমার সমস্ত পরিচয় পাইলাম না—আমি এখনও যে অজ্ঞাত কুলশীল—সেই অজ্ঞাত কুলশীলই রহিলাম—"

বৃদ্ধ তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া কহিলেন—"আর তোমায় অধিকক্ষণ সে ভাবে থাকিতে হইবে না। আর গুটীকয়েক কথা বলিলেই জানিতে পারিবে, যে তোমার পিতা এখনও বর্ত্তমান।"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আলাউদ্দীন কহিলেন—"আমার পিতা এখনও জীবিত?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"হাঁ—তিনি এখনও জীবিত। আগে আমার দুঃখ কাহিনী শেষ করি, তার পর তোমার কথা বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণান্তর কহিলেন—"আমার এক পতি-প্রিয়া, ধর্ম্মানুরাগী, সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন। একবার আমি প্রায় মাসাবধিকাল কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটিতে অনুপস্থিত ছিলাম। আমার স্ত্রী আমার অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। শেষে স্বামী বিরহে অধীর হইয়া আমার উদ্দেশে বহির্গত হ'ন। তিনি নাকি কাহার মুখে শুনিয়াছিলেন, যে, আমাকে কে কি ঔষধ সেবন করাইয়া পাগল করিয়াছে—তাই আমি আর বাটী চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি নাই, ঘাটপর্ব্বতমালার উপরে উন্মাদ অবস্থায় এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছি। আমার স্ত্রী খুব সাহসী ছিলেন—তিনি লোক জনের দ্বারা ভাল অনুসন্ধান হইতেছে না ভাবিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমার অনুসন্ধানে বাহির হন। সেই অনুসন্ধান করিতে যাওয়াই তাঁহার কাল হইল। পর্ব্বত উপরি রূপলাবণ্য সম্পন্ন রমণী দেখিয়া রাক্ষসগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মুসলমান দুর্গরক্ষকের নিকট বিক্রয় করিল। বাবা! বাবা!! তিনিই তোমার মাতা!"

আলাউদ্দীন—"পিতা! পিতা!!" বলিতে বলিতে পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। অৰ্দ্ধঘণ্টাকাল কাহারও আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। আবার আলাউদ্দীন যখন স্থির হইয়া বসিলেন, বৃদ্ধ তখন কহিলেন—"কালি প্রাতঃকালে তোমাদিগকে দ্বিতীয় স্বর্গের বিবরণ বলিব। তুমি মুসলমানগণের সঙ্গে এতদিন বাস করিয়াছিলে বলিয়া তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আজি আমি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে, মৃত মাহাত্মা সমরেন্দ্র সিংহ ও আমার অনুরোধ একত্র করিয়া, তোমাদের দুই জনের হস্ত একত্র করিয়া দিলাম। আজি হইতে উভয়ে উভয়ের সুখের জন্য দায়ী হইলে—ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুখে দুঃখে সকল সময়েই উভয়ে উভয়ের সহায় হইলে—প্রাণে প্রাণে মিলন করিতে আজি যত্নবান হও। কালি তোমাদের উভয়ের মত লইয়া উভয়কে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে আমার একান্ত বাসনা।"

হাতের উপর হাত রাখিয়া আলাউদ্দীন এবং প্রকৃতিদেবী লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধ তথা হইতে উঠিয়া গেলেন।

* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *

সর্ব্বনাশ! একি! রক্তের ছড়াছড়ি, ছিন্নহস্ত ছিন্নপদ চারি দিকে গড়াগড়ি, কে পুণ্যাত্মা রণধীর সিংহকে উদ্যানে রজনী যোগে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল?

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

সর্ব্বনাশ! আরও সর্ব্বনাশ!! কায়রার রাজ্ঞী প্রকৃতিদেবী নাই। তাহার সহচরীগণকে হত্যা করিয়াছে! গৃহময় রক্ত ছড়াছড়ি! তাহাদের ছিন্নমস্তক ও ছিন্নদেহ গড়াগড়ি! কেবল প্রকৃতি দেবী নাই। কে এত সাধে বাদ সাধিল?

*   *   *   *   *   *   *

আলাউদ্দীন পরদিন প্রাতঃকালে এই সকল দেখিলেন